তওবা সম্পর্কে হৃদয়ছোঁয়া বয়ান

আল্লাহর ভয়ে যে চোখ কাঁদে

মুবাল্লিগে ইসলাম

মাওলানা তারিক জামিল

তওবা সম্পর্কে হৃদয় ছোঁয়া বয়ান

আল্লাহর ভয়ে যে চোখ কাঁদে

মুবাল্লিগে ইসলাম
মাওলানা তারিক জামিল

সংকলন ও অনুবাদ
মাওলানা কাওসার বিন নুরুদ্দীন
দাওরায়ে হাদীস, হোসাইনিয়া আশরাফুল উলুম
বড় কাটারা মাদরাসা, ঢাকা।

প্রকাশনায়
বিন্‌নুরী লাইব্রেরী
পাঠক বন্ধু মার্কেট ৫০/বাংলাবাজার, ঢাকা।

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৬ ইং
চতুর্থ মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারী ২০১৯

আল্লাহর ভয়ে যে চোখ কাঁদে

মাওলানা তারিক জামিল
সংকলন ও অনুবাদ ❑ মাওলানা কাওসার বিন নুরুদ্দীন

প্রকাশক ❑ মাওলানা নুরুদ্দীন ফতেহপুরী
প্রকাশনায় ❑ বিননুরী লাইব্রেরী
পাঠকবন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল :০১৭২২৩৫৫৫৯৭

সর্বস্বত্ব ❑ সংকলক কর্তৃক সংরক্ষিত

হাদিয়া : ১৪০.০০ টাকা

ISBN : 978-984-90310-0-0

প্রাপ্তিস্থান

মক্কা পাবলিকেশন্স
আহ্বান প্রকাশনী
আল ফোরকান লাইব্রেরী
মাকতাবাতুস সাহাবা
কুতুবখানায়ে রশিদিয়া
দারুল হাদীস
আশরাফিয়া বুক হাউজ
মাহমুদিয়া লাইব্রেরী
দারুল কুরআন

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

তাবলীগী কুতুবখানা
দারুল কিতাব
দারুল বালাগ
কাসেমিয়া লাইব্রেরী

পাঠকবন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

পূর্ব কথা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। মহান রাব্বুল আলামীন কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামকে তাঁর মনোনীত ধর্ম হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। আর তাঁর উম্মত হিসেবে এ দ্বীনকে দুনিয়াতে ছড়িয়ে দেয়া আমাদের দায়িত্ব।

আজ বড়ই পরিতাপের বিষয় আমরা দায়িত্ব ভুলে গেছি। আজ দুনিয়াতে কোটি কোটি মানুষ ইসলামের আলো থেকে বঞ্চিত। আমার আপনার দায়িত্ব ছিল এসব বেদ্বীন মানুষগুলোকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে আল্লাহর পথে জুড়ে দেয়া।

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর পথে জুড়ে দেয়ার এ কাজই সম্পাদন করছে বিশ্ব তাবলীগ জামাত। উলামায়ে দেওবন্দ। হক্কানী পীর মাশায়েখগণ। নিঃস্বার্থভাবে যারা আল্লাহর পথে ডাকছে পথ ভোলা বান্দাদের। দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে হাজার হাজার মুবাল্লেগ ছুটে বেড়াচ্ছেন পৃথিবীর পথে পথে। তেমনই একজন মুবাল্লেগ মাওলানা তারিক জামিল। তাঁর বয়ান হৃদয়স্পর্শী। যাঁর বয়ান হৃদয়কে করে রাখে সম্মোহিত। মাওলানার অক্লান্ত পরিশ্রম ও দাওয়াত এবং হৃদয়স্পর্শী বয়ানের বদৌলতে শত শত নারী পুরুষ তওবা করে সঠিক পথে ফিরে এসেছে।

"আল্লাহর ভয়ে যে চোখ কাঁদে" বইটি এমনই কিছু বয়ানের নির্বাচিত অংশ। সে বয়ানগুলোতে তিনি অত্যন্ত আবেগী ভাষায় মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন জান্নাতের পথে ফিরে আসার। যা বাংলা ভাষায়

আপনাদের জন্য আমাদের পরিবেশনা। আমরা আশা রাখি মাওলানার এ কথাগুলো সবার হৃদয়ে হেদায়েতের নূর হয়ে জ্বলবে। তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

আমি আমার এ ক্ষুদ্র মেহনতের সবটুকু মুমিন হৃদয়ের আশার আলো, পূর্ণিমার চাঁদের চেয়ে চমকিত মদীনার পরশ মানিক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চরনে নজরানা পেশ করলাম। আর এর সাওয়াব ও প্রতিদান কিছু থাকলে তা আমার মুহতারাম পিতা-মাতা ও সারেতাজ আসাতিজাগণের সমীপে নিবেদন করলাম। হে আল্লাহ! আপনি কবুল করুন। আমীন। ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। তাই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর অবগত করলে সংশোধন করে নিব ইনশাআল্লাহ।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
আল্লাহ তায়ালার পরিচয়

দুনিয়ার মোহাব্বত সমস্ত পাপের মূল ১১
এক বুযুর্গের আল্লাহর ভয় ১৬
দুনিয়ার মুহাব্বত পরকাল ধ্বংস করে............ ১৭
জীবনের সময় খুব বেশি নেই ১৯
কবরবাসীদের ইচ্ছা............ ২০
মৃত্যুর নোটিশ............ ২২
কবরস্থানে যাও অন্তর নরম হবে............ ২২
আল্লাহর ভয়ে কাঁদো ২৪
মৃতের সাথে কবরের কথোপোকথন............ ২৫
ধন-ভাণ্ডারে লেখা একটি আয়াত ও তার মর্মার্থ............ ২৮
গুনাহ করে অনুতপ্ত হওয়া ভাল লক্ষণ............ ২৯
অহংকারী এক যুবকের পরিণাম............ ৩১
দুনিয়া ও কবরের মধ্যে পার্থক্য ৩২
আল্লাহ্ ডাকেন, বান্দা আমার দিকে আসো............ ৩৪
নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাচাও ৩৫
পাপি বান্দার তওবা ৩৮
মৃত্যু যখন আসবে............ ৩৯
গুনাহ থেকে বাঁচা বড় ইবাদত ৪১

দ্বিতীয় অধ্যায়
ভয় ও আশা

এক মদ পানকারীর তওবা ৪৫
ঘটনা ২............ ৪৬
তওবা সম্পর্কে হাদীস............ ৪৬
আযাবের ভয়............ ৪৯

নারীর ভয়ে এক আবেদের কান্না ৫১
তিন বন্ধুর তওবা ৫২
অন্তরকে আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালবাসা দিয়ে পুর্ণ করো ৫৪
শেষ বিচারের দিনে ৫৭
হায়! আমার আমলনামা যখন আমার হাতে দেয়া হবে!.. ৫৯
কি হবে ফয়সালা?.. ৬১
যে দিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে.. ৬২
আল্লাহকে পাওয়ার পথ.. ৬৪
উত্তম চরিত্র.. ৬৬
হে যুবক! নিজেকে সংযত কর.. ৬৯
দ্বীনী দাওয়াত নবীওয়ালা কাজ ৭০
পরকালের শাস্তির ভয়ে কাঁদো ৭৩
নামায পড়ুন একাগ্রতার সাথে ৭৪
এ বয়ান সবার জন্য ৭৮
শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচুন ৮১
হযরত ওমর ফারুক (রাযিঃ) এর অন্তিম সময় ৮৩
নাফরমানি আর কত?.. ৮৭
আল্লাহকে সন্তুষ্ট করুন, সফলতা আসবেই.. ৯১
দোয়া হলো এবাদতের মগজ ৯৪
নেক আমলের বিনিময়ে জান্নাত ৯৮
চমৎকার চারটি ঘটনা ১০৩
ব্যাংকার থেকে ছাগল ব্যবসায়ী.. ১০৩
এক বিলাসী সরদারের তওবা ১০৪
বাদশাহ হারুনুর রশিদের ছেলে ১০৭
তওবার উসিলায় ১১১

প্রথম অধ্যায়

আল্লাহ্ তায়ালার পরিচয়

মহানরাব্বুল আলামীনের পবিত্র সত্বা-এবং গুণাবলীর পরিচয় জানা এবং আল্লাহ-তায়ালার এবাদত করাই মানব সমাজের একমাত্র কর্তব্য। মনে রাখতে হবে, মানুষের অন্তরে মহান রবের প্রতি মুহাব্বত থাকা হলো তার অন্তরের উন্নত অবস্থানসমুহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত স্তর বা অবস্থা। গুনাহমুক্ত জীবন গঠন ও অল্লাহর প্রিয় হওয়ার উপায় হলো আল্লাহ তায়ালার প্রেম ভালোবাসা অন্তরে উৎপন্ন করা।

আল্লাহ তায়ালার মুহাব্বত যখন প্রবল ও শক্তিশালী হয়ে বান্দার অন্তরের সবটুকু অধিকার করে নেয় অর্থাৎ তাতে আল্লাহর প্রেম ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন বস্তুর প্রতি আসক্তি না থাকে, তখনই মানুষের আধ্যাত্মিক অবস্থা অনেক উপরে পৌছে যায়। আর তখনই তার ধ্যান জ্ঞান হয়ে উঠে একমাত্র আল্লাহর রাজি ও খুশি। যদিও নিজেকে এত উচু স্তরে নিয়ে যাওয়া অনেক কঠিন। কিন্তু আমাদের পূর্ববর্তি বুযুর্গানে দ্বীন কঠিন মুজাহাদা করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালার মুহাব্বত, নৈকট্য অর্জনে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম সীমায়ও পৌছা যায়।

প্রিয় ভাই ও বোন! আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি মুহাব্বত রাখা মানব জাতির জন্য অবশ্যই কর্তব্য।

হাদীসে পাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ যে পর্যন্ত আল্লাহও আল্লাহর রাসূলকে সমস্ত বিষয় বস্তুর চেয়ে বেশি ভালবাসতে না পারবে, সে পর্যন্ত তার ঈমান দৃঢ় হবে না।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যখন মালাকুল মওত হযরত আযরাইল (আঃ) হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর রূহ মোবারক কবজ করতে আসলেন, তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) মালাকুল মউতকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এমন ঘটনা কখনও দেখেছো যে, বন্ধু বন্ধুর প্রাণ হরণ করে?

তখনই ওহী আসল, হে আমার খলীল! বন্ধু বন্ধুর সাক্ষাত লাভে অনিচ্ছুক এমন ঘটনা কি কখনও দেখেছো? হযরত ইবরাহীম (আঃ) এ কথা শুনে আযরাইল (আঃ) কে বলেন, আমার জান কবজ করো।

হযরত রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার দরবারে এ দোয়াটি বেশি বেশি করেতন,

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ اَحَبَّكَ مَنْ احَبَّ مَنْ اَحَبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّقَرِّبُنِىْ اِلٰى حُبِّكَ وَاجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنَ الْمَآءِ الْبَارِدِ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনাকে ভালবাসার তওফিক দান করুন এবং আপনার প্রিয়জনের প্রতি মুহাব্বত এবং যে বস্তু বা ব্যক্তি আমাকে আপনার মুহাব্বতের নিকটবর্তি করে দেয়, সে বস্তুর মুহাব্বত আমাকে দান করুন। আর তৃষ্ণায় সুশীতল পানি অপেক্ষা আপনার মুহাব্বতকে আমার জন্য অধিক প্রিয় করুন।

যার প্রতি আল্লাহ তায়ালা রাজি হয়েছেন তার চেয়ে সৌভাগ্যবান আর কে আছে? সে তো সফল হয়েছে। যার উপর আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তার চেয়ে হতভাগা আর কে আছে? আরে ভাই, আমরাতো দুনিয়াতে এসেছি মহান রাব্বুল আলামীনকে রাজি ও খুশি করার জন্য। এ দুনিয়াতে আমাদের আর কোন কাজ নেই। কাজ হলো আল্লাহ-তায়ালার গোলামী।

মহান আল্লাহ, তিনি আমাদেরকে এমনভাবে প্রতিপালন করেন, যে প্রতিদিন আমরা গুনাহ করতে থাকি। আমাদের গুনাহের পাহাড় জমা হতে থাকে। তারপরও বান্দার জন্য মহান আল্লাহর রহমতের দুয়ার খোলা থাকে। দয়াময় আল্লাহ গুনাহগার বান্দার জন্য অপেক্ষায় থাকেন। আল্লাহা চান বান্দা তওবা করুক। নিজের অন্যায়ের প্রতি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ তায়ালার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুক। পথ ভোলা বান্দা যদি তওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে আসে, আল্লাহ তায়ালা খুশি হন।

হযরত রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতের কাছে মহান রাব্বুল আলামীনের চাওয়াতো এটাই। সব কিছু ছেড়ে আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক করো! আনুগত্যের মহান সম্পর্ক। প্রেমের সম্পর্ক । ভালবাসার সম্পর্ক। আল্লাহ তায়ালার ভালবাসা ছাড়া আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ছাড়া অন্তর থেকে সবকিছু বের করে দাও। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই তো আমাদের সবচেয়ে আপন।

প্রিয় ভাই ও বোন! আসুন আল্লাহ তায়ালার পথে আমরা আমাদের জান প্রাণ সবকিছু জুড়ে দেই। সব ভালোবাসা ছেড়ে আল্লাহর ভালবাসাকে বুকে জড়িয়ে নেই।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

তিনি মহান আল্লাহ। যার সামনে ঝুকে রয়েছে তারকা। সিজদাবনত পাথরগুলো। পাহাড় পর্বত। সিজদায় পড়ে আছে সাগর, নদী, গাছপালা।

সবকিছু। তিনি মহান মালিক। তিনি প্রতিদিন বান্দাকে ডাকতে থাকেন। হে বান্দা! আমি তোমার অপেক্ষায় আছি আর তুমি উদভ্রান্ত হয়ে কোথায় দৌড়াচ্ছো? আমি তোমার দিকে তাকিয়ে আছি আর তুমি দুনিয়ার রং তামাশা দেখতে ব্যাস্ত?

আল্লাহপাক কোরআনুল কারীমে বলছেন,

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

হে বান্দা, কি জিনিস তোমাকে দয়ালু প্রভুর ব্যাপারে ধোঁকা দিল?

(সূরা ইনফিতার-৬)

আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে ডাকতে থাকেন। আল্লাহু আকবার। আশ্চার্য! তিনি মহান মালিক হয়ে বান্দাকে ডাকতে থাকেন। তিনি স্রষ্টা। আমরা তাঁর গোলাম। এর পরও তিনি আমাদেরকে এমন অনুরোধ করছেন! ডাকছেন মায়া মোহাব্বতের সাথে। পিতা যেমন সন্তানকে আদর করে ডাকে, মা যেমন সন্তানকে মমতার সাথে ডাকে। তার চেয়েও প্রেমময় ভাষায় আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে ডাকতে থাকেন। আল্লাহর কি ঠেকা আমাদের কাছে? সেই মহান মালিকের কাছে কি মূল্য আছে আমাদের ?

এখন বলুনতো, এমন মহান মালিকের প্রতি আনুগত্য না করা মনপ্রাণ সপে না দেয়া কত বড় অন্যায়? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহই সব কিছুর মালিক। তিনি জীবন দাতা। মৃত্যুদাতা। ইজ্জত দেয়ার মালিক তিনিই। ইজ্জত কেড়ে নেয়ার মালিকও তিনিই। তাই আল্লাহর দিকে এগিয়ে যাও। দৌড়ে যাও। তাঁর জন্য মৃত্যুকে বরণ করে নাও।

দুনিয়ার মোহাব্বত সমস্ত পাপের মূল

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

দুনিয়ার জিন্দেগী পরকালের জিন্দেগীর তুলনায় সমুদ্রের এক ফোটা পানির সমানও নয়। অতএব বুদ্ধীমানদের জন্য সতর্কতা হলো যে, এ কয়টি দিনের জিন্দেগীর জন্য দুনিয়ার সম্পদের পিছে পড়ে পরকাল বরবাদ করোনা। নিজের অন্তরকে গুনাহের আবর্জনা থেকে মুক্ত করো। দেখবে খোদায়ী সাহায্য তোমার চারদিকে ঘিরে ফেলেছে।

এক বুযুর্গ বলেছেন, দোস্ত! আল্লাহকে আপন করে নাও, জান প্রাণ আল্লাহর জন্য সপে দাও। যখন তোমার আল্লাহকে পাওয়া হয়ে যাবে। তখন তোমার সমস্ত জগতের খুশি মিলে যাবে।

এক কবি বলেছেন,

وہ شاہ دو جہاں جس دل میں اے
مزہ دونوں جہاں سے بڑھ کر پائے
اللہ کا عاشق دونوں کی لذت پالیتا ہے
جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میرا
اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شئے نہیں میرا

অনুবাদ-

ঐ দোজাহানের বাদশাহ যার অন্তরে আসে,
সে দোজাহানের চেয়ে বেশী স্বাদ পাবে।
আল্লাহর আশেক দুটোরই স্বাদ পেয়ে থাকেন,
তুমি যখন আমার তাহলে সবই আমার, আকাশ আমার
জমিন আমার। যদি তুমিই না থাকো তাহলে কোন কিছুই আমার না।

তো ভাই, দুনিয়া ও আখেরাতে সফল হতে চাইলে আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোল। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শে নিজেকে সাজাও। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জিন্দেগী সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নমুনা মানুষের জন্য। সে জীবনাদর্শ সবচেয়ে পবিত্র, সবচেয়ে ভাল। তার দেখানো পথ সব পথের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যে পথে চলে যাওয়া যাবে জান্নাতে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালার দ্বীন, এ শরীয়ত আল্লাহর পছন্দনীয় জীবন কঠিন নয়। আর বাকি সব পথ যত কঠিন। বিপদ জনক। আরে আজ আমরাতো দুনিয়ার সেই বিপদজনক পথেই হাটছি। কঠিন সে পথগুলোকে আপন করে নিয়েছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর প্রিয় নবীর পথ ছেড়ে দিয়েছি। ইহুদী খৃষ্টানদের কালচারকে ভালবেসেছি। আমাদের চোখ আছে তার পরও তো আমরা অন্ধ। দুনিয়ার মুহাব্বতে আমরা এমনভাবে জড়িয়ে গেছি যে, মন্দটাই সুন্দর মনে হয়। ধ্বংসের পথটাকেই মনে হয় মুক্তির পথ।

আমার মুসলমান ভাই ও বোনেরা! আল্লাহর কসম, আমরাতো অবশ্যই একদিন মরে যাব। কি নিয়ে আল্লাহ তায়ালার সামনে উপস্থিত হবো। এ বেকুফি আর নাদানীর কি জবাব দেবো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে? গুনাহতো করছি ভয় ডরহীন ভাবে। আল্লাহ পাকের ভয় যদি অন্তরে থাকতো তাহলে গুনাহের চিন্তাও করতামনা। তিনি রহমানুর রাহীম। খাস দিলে তওবা করলে মাফ করেন। তাই বলে ভয় ডরহীনভাবে গুনাহ করেই যাব? আল্লাহ তায়ালার হুকুমের এ অবাধ্যতা কি আমরা ত্যাগ করব না? আল্লাহর ভয়ে কি আমরা গুনাহ থেকে বিরত হবো না?

মুসলিম শরীফ ও নাসাই শরীফের হাদীসে বর্নিত, হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, রাতের বেলা মহান রাব্বুল আলামীন পাপি বান্দাদের তওবা কবুল করার জন্য আপন হাত সম্প্রসারিত করেন। তেমনিভাবে দিনের বেলায় আপন হাত সম্প্রসারিত করেন যারা বিগত রাতে পাপাচারে লিপ্ত ছিল তাদের তওবা কবুল করার জন্য।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অনুবাদঃ অতঃপর যারা অজ্ঞতাবশত গুনাহ করে তারপর তওবা করেছে এবং নিজেকে সংশোধন করে তবে এসবের পরে নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাদের জন্য হবেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরা নাহাল, ১১৯)

আমার ভাই ও বোনেরা!

মৃত্যুর প্রস্তুতি নিয়ে রাখো। কখন ডাক এসে যায়। আল্লাহ তায়ালার দরবারে নিজেদের গুনাহের জন্য তওবা করো। সময় চলে যাচ্ছে। মৃত্যু আমার তওবার জন্য অপেক্ষা করবে না। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আর কতকাল আল্লাহ তায়ালাকে নারাজ করব? শয়তান গুনাহগুলোকে আমাদের সামনে সুন্দর করে উপস্থাপন করে। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কারণে গুনাহ করে আমরা মজা পাই। আসুন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক শক্তিশালী করি। যখন আমরা তওবা করবো, আল্লাহপাকের নিকট অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইব, আল্লাহ মাফ করবেন। আল্লাহ বান্দার তওবায় খুশি হন। তওবার দ্বারা রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য লাভ হয়। আল্লাহ ছাড়া আমাদের আপন কেউ নেই।

আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিইতো আমাদের মাকসাদ হওয়া উচিত। অবশ্যই মুসলমানদের মাকসাদ হওয়া উচিত মহান রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি । আল্লাহ

তায়ালাইতো আমাদের পালনকর্তা। রিযিক দাতা, রক্ষা কর্তা। আমরা কিভাবে তাঁকে ভূলে যাই? তাঁর নাফরমানী করি? তিনি আমাদের গুনাহগুলো মাফ করেন। গোপন রাখেন। আমরা লজ্জাহীনভাবে আবার গুনাহ করি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আয় আল্লাহ! আপনিই সবচেয়ে বেশি স্মরণ করার উপযুক্ত। সবচেয়ে বেশি ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত আপনি। আল্লাহ! আপনিই রহমত ও বরকত দেয়ার একমাত্র মালিক। আপনি চির জীবন্ত। সবখানে সব সময় বিরাজমান। তিনি মহান রাব্বুল আলামীন। তিনি দুনিয়াতেও আমাদের সহায়, পরকালেও সহায়।

যিনি আমাদের এমন কল্যাণকামী। এত প্রিয়, এত মাহবুব। যিনি আমাদেরকে সুখ শান্তিতে রাখছেন, সেই মহান রবের চেয়ে এত ভালবাসা আমাদের আর কে দিতে পারে?

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! জগতে কারও মুহাব্বতের ভরসা নেই, কষ্ট দেয়। মাকে বাড়ি ছাড়া করে। এমন স্ত্রীতো অনেকই আছে, যারা স্বামীকে হত্যা করিয়ে অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বসে। এইতো দুনিয়ার মুহাব্বতের নমুনা। কোন ভরসা নেই। কিন্তু একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ভালবাসা বান্দার প্রতি সর্বক্ষণ থাকে। আল্লাহ তাঁর বান্দাকে ভূলেন না। রক্ষা করেন। অবাধ্য হয়ে গুনাহ করে ফেললেও তা গোপন রাখেন। আল্লাহ বান্দার তওবার আশায় থাকেন।

হাদীসে কুদসীতে আছে; আল্লাহ বলছেন, হে আদম সন্তান! আমি তোমাকে স্বরণ রাখি, আর তুমি আমাকে ভূলে যাও?

আমার ভাই ও বোনেরা!

নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করো। সতর্ক হও। হুশে আসো। আমি বলছি এগুলো কোন সফলতা নয়, যার জন্য আমরা শ্রম দিতে দিতে জিন্দেগী শেষ করে ফেলছি। কি নিয়ে তোমার এত অহংকার ? যে সম্পদ তুমি কামাই করার জন্য জীবনের সবটুকু সময় ব্যয় করেছো। সম্পদের পাহাড় গড়েছো, মৃত্যুর পর কি উপকারে আসবে এ সম্পদ? অথচ সম্পদ কামাই করতে এতই ব্যাস্ত ছিলে যে মহান সৃষ্টিকর্তার হুকুমত পালন করার সময়ও পাওনি। সম্পদের লোভে সৃষ্টিকর্তার কথাই ভূলে গেলে। কেন ভূলে গেলে মহান মালিককে? তিনিইতো তোমার সবচেয়ে আপন। মহান রাব্বুল আলামীন, মহান মালিক। তিনিইতো তোমাকে শক্তি, সাহস, মেধা, যোগ্যতা সব দান করেছেন। আর এ মেধা শক্তি, যোগ্যতাকে তুমি কাজে লাগিয়ে দুনিয়ার জিন্দেগীতে আরাম আয়েশের সাথে কাটিয়েছো। এমন অকৃতজ্ঞতার কি জবাব তুমি দিবে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে?

আজ মানুষগুলোর দিকে তাকালে তাদের চলাফেরা দেখলে তাদের কথা বার্তা শুনলে আমার অন্তর চুরমার হয়ে যায়। আমার বুঝে আসেনা, এ পথ ভোলা মানুষগুলোকে কিভাবে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনব? এরাতো আমাদের দেখলে দুরে সরে পড়ে। কাছে ভিড়তেই চায়না। শয়তান এদের পিছে এমনভাবে লেগে আছে যে এরা দ্বীনের কথা শুনতে চায়না। এদের চিন্তায় আমার মন পেরেশান। মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমি কেঁদে কেঁদে এ দোয়াই করি যেন আল্লাহ এদের অন্তর নরম করে দেন। ভূল পথ থেকে ফিরিয়ে আনেন। এছাড়া আমার কি ক্ষমতা আছে। দাওয়াত দেয়া, আর আল্লাহর কাছে দোয়া ছাড়া।

আমার অনুপ্রেরণাতো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াতী জীবনে। আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর জীবনী আমি বার বার পড়ি। তাঁর দাওয়াতী কর্যক্রম আমার মনে আশা জাগায়। যখন হতাশ হয়ে যাই, এ থেকে প্রেরণা পাই। তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামইতো আমাদের সবকিছু। মহান শিক্ষক। দাওয়াতী কাজ করার পদ্ধতী নিজে করেছেন, উন্মতের জন্য শিক্ষা রেখে গেছেন। জিহাদ করেছেন, জিহাদের পথ পন্থা শিখিয়ে দিয়ে গেছেন।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে মক্কার অলিগলিতে হেঁটেছেন, উত্তপ্ত বলুতে প্রচণ্ড গরমে এ মহান মানুষটি আল্লাহর দিকে মানুষকে ডেকেছেন। মক্কার কাফেররা হাসি ঠাট্টা করতো। পাগল বলত। পাথর মারত, নির্যাতন করত। সারা দিন দাওয়াতী কাজ শেষে রাতে আল্লাহর দরবারে, হাত তুলে কাঁদতেন। কাঁদতে কাঁদতে নবীজীর দাড়ি মোবারক ভিজে যেত। উম্মতের হেদায়েতের জন্য আল্লাহর দরবারে কাঁদতেন। প্রিয় বন্ধুর কান্না দেখে মহান রাব্বুল আলামীন বলতেন, বন্ধু হতাশ হবেন না। আপনার কাজ দাওয়াত পৌছে দেয়া, বাকিটা আমার হাতে।

প্রিয় ভাই ও বোন! আমরা তাবলীগওয়ালারা এ থেকে প্রেরণা পাই, আমরা হতাশ হইনা। হতাশ হয়ে বসে থাকলে তো দ্বীনের কাজ এগুবেনা। আজ যখন দেখি ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় ইসলামী নিয়ম মানছেনা। মানুষ সুদের দিকে ছুটছে। মদ জুয়া লটারীর দিকে ঝুকছে। মন বড় বেচাইন হয়ে যায়। আরে ভাই তোমাদের কি হলো? প্রাইজবন্ড কিনে আবার আল্লাহর কাছে দোয়া করছো!

হে আল্লাহ! আমার বন্ডটি জিতিয়ে দাও। আমাদের কি হলো। আমরা জুয়ার সফলতার জন্য আল্লাহর সাহায্য চাইছি! আমরা হারাম ব্যবসার জন্য

মিলাদ দিচ্ছি! সিনেমা নাটক শুরুর পূর্বে বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা হয়! মৃত্যু বার্ষিকিতে মাইকে গান বাজাতে দেখা যায়। হোকনা তা দেশের গান। কেন ভাই! আমরা এমন বেওকুফি কেন করছি? মহান রবকে এত রাগান্বিত করে আমরা কোন মুখে তাঁর দরবারে হাজির হবো? কত অসতর্ক আমরা। কত অকৃতজ্ঞ আমরা। কবে যে আমাদের হুশ হবে? ভাই! তওবার দরজা সব সময় খোলা। পথ বদলাও। তওবা করো। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে তওবা করার তওফিক দিন। আমীন।

এক বুযুর্গের আল্লাহর ভয়

হযরত আবু সুলাইমান দারানী (রহঃ) বলেন, আমি ইমাম হারুন (রহঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত! আপনি কি মৃত্যু পছন্দ করেন? তিনি যে জবাব দিলেন তাতে আমি অবাক বিস্ময়ে থ হয়ে গেলাম। তিনি বললেন, না আমি মৃত্যুকে পছন্দ করিনা। আমি বললাম, কেন? তিনি বললেন যার নাফরমানি করছি। তাঁর সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা কিভাবে করি? কোন মুখে মহান রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে হাজির হবো? মৃত্যুর পর যে জীবন, সে জীবনের জন্যতো কিছুই করতে পারিনি। আল্লাহর ভয়ে তিনি কাঁদছিলেন। অথচ হযরত হারুন (রহঃ) সে যুগের শ্রেষ্ঠ অলি ছিলেন। মুত্তাকী ছিলেন। তিনি নিজেকে গুনাহগার হিসেবে সাব্যস্ত করলেন। তাদের এই ছিলো আল্লাহ ভীতি।

আর আমরা সে তুলনায় কোথায় অবস্থান করছি? আমরাতো প্রকাশ্যই গুনাহগার। অবাধ্য। হয়রান হয়ে যাই, যখন ভাবি আমরা কি করছি? আমরাতো মৃত্যুকে স্মরণ করিনা। না কারও মৃত্যু থেকে শিক্ষা গ্রহন করি। হায় আফসোস!

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

সে দিন আমার কি অবস্থা হবে? যখন আমার আমলনামা আমার সামনে আসবে? দুনিয়াতে পরীক্ষার ফল যখন হাতে আসে, তখন যারা অকৃতকার্য হয়ে আফসোস করে বলে, হায় যদি আরেকটু ভাল প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দিতাম তবেতো আমি আজ অকৃতকার্য হতামনা। কিন্তু তখন সে আফসোসের কি লাভ বলুন। হাশরের ময়দানে যখন আমার আমলনামা আমার হাতে আসবে, তখন আমার আফসোসের শেষ থাকবেনা। কিন্তু লাভ কি হবে? আমার পরীক্ষায় আমি অকৃতকার্য হয়েছি।

আজ আমরা দুনিয়ার মুহাব্বতে আল্লাহকে ভূলেছি। কেন বন্ধু! কবরের গরম সহ্য করতে পারবোতো? কবরের অন্ধকারে থাকতে পারবো তো? জাহান্নামের

আগুন সহ্য করার ক্ষমতা কারও নেই। তাই বন্ধু! দুনিয়ার পিছনে পড়ে মহান রাব্বুল আলামীনের অবাধ্য হয়ো না। কবরের অন্ধকারের কথা স্মরণ করো। কবরের গরমের কথা ভূলে যেওনা। জাহান্নামের আযাবের কথা মনে রেখ। অন্তরকে পাথর করে রেখনা। অন্তর নরম করো। আল্লাহ তায়ালার দেয়া অসংখ্য নেয়ামতের কথা ভূলে যেওনা। নেয়ামতের শোকর গুজারী করো।

আল্লাহর গোলামীতে স্বাদ আছে। যারা সে স্বাদ পেয়েছে, তারা দুনিয়ার সব ছেড়ে আল্লাহর গোলামী কবুল করে ছিলেন। আল্লাহ তায়ালার গোলামী কবুল করে পূর্বের কত রাজা বাদশা সবছেড়ে জঙ্গলে কাটিয়েছেন। পথে পথে ঘুরে মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁরা বুঝেছিলেন আল্লাহ তায়ালার সাথে ভালবাসার স্বাদ। দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। সবাই এখানে মুসাফির। তাই সেই সব বুযর্গানে দ্বীন দুনিয়াকে দুরে সরিয়ে দিয়ে আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

দুনিয়ার মুহাব্বত পরকাল ধ্বংস করে

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের উপর একটা সময় আসবে, যে তারা পাঁচটি জিনিষের প্রতি মুহাব্বত রাখবে আর পাচটি জিনিস ভূলে যাবে।

১। দুনিয়ার প্রতি মুহাব্বত রাখবে। আখেরাত ভুলে যাবে।	(١) يُحِبُّوْنَ الدُّنْيَا وَيَنْسَوْنَ الْاٰخِرَةَ
২। এবং মালের প্রতি মুহাব্বত রাখবে, হিসাবের দিনের কথা ভুলে যাবে।	(٢) وَيُحِبُّوْنَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ
৩। সৃষ্টির প্রতি মুহাব্বত রাখবে। স্রষ্টাকে ভূলে যাবে।	(٣) وَيُحِبُّوْنَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ
৪। গুনাহ কে মুহাব্বত করবে, তওবা ভূলে যাবে।	(٤) وَيُحِبُّوْنَ الذُّنُوْبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ
৫। আলীশান মহল তৈরী করবে, কিন্তু কবরকে ভূলে যাবে।	(٥) وَيُحِبُّوْنَ الْقُصُوْرَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ

ঘটনাক্রমে আজ অবস্থা এমনই দেখা যাচ্ছে। মানুষ দুনিয়ার মুহাব্বতে এমনভাবে ডুবে আছে যে, মৃত্যুর কথা আখেরাতের হিসাব নিকাশের কথা

নেই। কি পেরেশানীর কথা! দুনিয়া কামাই করতে মানুষ কত পরিশ্রম করে। অথচ আল্লাহ তায়ালার হুকুমগুলো মানতে কত কার্পণ্য। কেন ভাই! পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে কি খুব বেশী সময় ব্যায় হয়? দুনিয়ার জিন্দেগী মহান রাব্বুল আলামীন কত সুন্দর করে বিন্যাস করে দিয়েছেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কথাই চিন্তা করে দেখুন, দিন-রাতকে কি সুন্দর করে বিন্যাস করে দিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা। সুন্দর সুশৃংখল পরিপাটি সে বিন্যাস। যারা এটা মেনে চলছেন, তাদের জিন্দেগী অনেক বরকতময়।. তারাইতো জীন্দেগীটা সুন্দরভাবে উপভোগ করছেন।

আর যারা শুধুই দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত। তাদের জীবনের সুখগুলো চর্মচক্ষে সুখ মনে হয়। আসলেই তারা অসুখি। পেরেশান, হয়রান। সম্পদ রক্ষার চিন্তায় পেরেশান।। সম্পদ বৃদ্ধির চিন্তায় পেরেশান। এত পেরেশানী তাদের উপর এসে যায় যে, লোকগুলো অবশেষে উচ্চ রক্তচাপে ভোগে। যারা দুনিয়া চায়, আল্লাহতায়ালা তাদের দুনিয়ার ঝামেলায় এমনভাবেই ফাসিয়ে দেন যে, মৃত্যু পর্যন্ত দুনিয়ার ঝামেলা থেকে তারা রেহাই পায়না।

কত বিচিত্র এ দুনিয়া। বিচিত্র এ দুনিয়ার জিন্দেগী। আমার কাছে এক লোক এসে বলল, হুজুর! আমার সম্পদের অভাব নেই। কিন্তু পেরেশানী আমার নিত্য দিনের সঙ্গী। বললাম বলুন কি হয়েছে ? লোকটি বলল, আমার সম্পদের ভাগাভাগী নিয়ে আমার সন্তানরা একে অপরকে হত্যা করতে চায়।

আমার সম্পদ আমার জন্য এখন গলার ফাঁস হয়ে দেখা দিয়েছে। এখন আমি কি করবো? আফসোস হয় আমার! কেন এত সম্পদ কামাই করলাম। দ্বীন ধর্ম সবভূলে যে সম্পদের পাহাড় গড়েছি, সেগুলো এখন আমার সর্বনাশ হয়ে দেখা দিয়েছে।

বললাম দেখুন, সম্পদ কামাই করতে গিয়ে নিজের আরাম আয়েশ সব ভূলে আল্লাহকে ভূলে ছিলেন। আর এ বৃদ্ধ বয়সে এ সম্পদ আপনার আরাম আয়েশ কেড়ে নিয়েছে। আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ, একারণেই দুনিয়াকে দুরে ঠেলে দিয়েছিলেন। এখন আর কি করবেন, এ সম্পদের মায়া ছেড়ে চলে আসুন আমাদের সাথে। পথে পথে ঘুরে দিক হারা মানুষগুলোকে আল্লাহর পথে ডাকি। দুনিয়া কামাই করেতো এর মজা আপনার চাখা হয়ে গেছে। পেরেশানী হতাশা আর চিন্তা নিজের জন্য কামাই করেছেন। এখন থেকে আল্লাহ তায়ালার পথে হাটতে থাকুন, দেখবেন সব পেরেশানী দূর হয়ে যাবে। আরে ভাই! দুনিয়ার মজা তো অনেক নিয়েছেন, এবার আল্লাহর পথে হেটে দেখুন তাতে কত আনন্দ, কত মজা। কত স্বাদ।

প্রিয় ভাই ও বোন। আল্লাহর পথে আসুন। গুনাহ ছাড়ুন। আখেরাতের প্রস্তুতি নিন। যার পরকালের চিন্তা আছে, দুনিয়ার চিন্তা তার অন্তরে আসেনা। যে দুনিয়ার আরাম আয়েশ নিয়ে ব্যস্ত সে আখেরাতে বঞ্চিত হবে। আর যে পরকালে আনন্দ ফুর্তির আশা করে সে যেন দুনিয়ার আরাম আয়েশকে দুরে রাখে। তো ভাই জিন্দেগীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা বেখবর না থাকী। জীবনকে আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ মত পরিচালিত করি। তাহলেই আমরা আল্লাহর প্রিয় হতে পারব।

জীবনের সময় খুব বেশি নেই

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

মৃত্যুর কোন গ্যারান্টি নাই। স্বাভাবিকতা তো এই, যে আল্লাহ তায়ালা যখনই ডাক দিবেন যেতে হবে। মৃত্যুর সময় নির্ধারিত। কেউ অল্প বয়সেই কবরের যাত্রী হচ্ছে, কেউ পৌঢ় বয়সে। কেউ যুবক বয়সে, কেউ বৃদ্ধ বয়সে। এটা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা। বান্দার হায়াত কত হবে তা আল্লাহ তায়ালার হাতে। পূর্বের নবীগণের উম্মতরা শতশত বছর হায়াত পেয়ে ছিলো। কেউ হাজার বছরও হায়াত পেয়েছিলো। আর এ যুগের মানুষের হায়াত একশ বছরের নিচে। সে তুলনায় আমাদের জীবনের সময় বড়ই সংক্ষিপ্ত। আর এ সংক্ষিপ্ত জীবনের জন্য আমরা কত কিছুইনা করি।

হযরত মূসা (আঃ) এর যমানায় এক মহিলা এসে হযরত মূসা (আঃ) কে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমার সন্তান গুলো ছোট থাকতেই মারা যায়। হযরত মূসা (আঃ) তখন বললেন, একটা সময় এমনও আসবে যে মানুষ সর্ব সাকুল্যে একশত বছরের ও কম সময় হায়াত পাবে। মহিলা এ কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে বলল, সে যুগের মানুষ কি ঘরবাড়ি তৈরী করবে? তারা কি বিয়ে সাদিও করবে? নবী বললেন, হ্যাঁ এই সংক্ষিপ্ত জীবনে তারা বড় বড় দালান কোঠা তৈরী করবে। বিয়ে করবে। প্রচুর সম্পদ জমা করবে।

সে মহিলা বিস্মিত হয়ে বলল, আমি যদি সে সময় থাকতাম তাহলে একটি সেজদায় এই অল্প সময় পার করে দিতাম।

প্রিয় ভাই ও বোন! আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা। সর্বশক্তিমান। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তো আমাদের অবাধ্যতার কারণে হাজারো অসুখ আমাদের দিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু; আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য

আমার জান কোরবান হউক। তিনি মেহেরবান, মায়ের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি বান্দাকে ভালবাসেন। তিনি আমাদের সুযোগ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যদি বান্দা তার গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে, ফিরে আসে, আর আমি সে বান্দাকে আপন করে নেব। সুবহানাল্লাহ।

আমার প্রিয় দোস্ত ও বুযুর্গ। এ গুনাহের স্বাদ তো খুব অল্প, কিন্তু সে মহান রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য সব স্বাদের উপরে। সে মজা সে স্বাদের কোন তুলনা নেই।

কবরবাসীদের ইচ্ছা

হযরত ইবরাহীম ইবনে ইয়াজিদ (রাযীঃ) বলেন, যে আমার নিকট হযরত রিয়াহ কায়সী (রাযীঃ) আসলেন, এবং বললেন, আমার সাথে পরকাল বাসীদের কাছে চলো। আমি বুঝতে পারলাম তিনি কি বলতে চাইছেন। আমি তার সাথে গেলাম একটি বিশাল কবরস্থানে। যেখানে হাজার হাজার কবর। হযরত রিয়াহ কায়সী (রাযীঃ) একটি কবরের পাশে দাড়ালেন, তারপর বলতে লাগলেন হে আবু ইসহাক! (ইবরাহীম ইবনে ইয়াজীদের ছদ্মনাম) তোমার কি মনে হয় যদি এই মৃতদের মধ্য থেকে কেউ কোন ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে সেটি কি হতে পারে ? আমি বললাম তারা অবশ্যই এ ইচ্ছাই করবে, যে তাদের আবার দুনিয়াতে পাঠানো হোক, যাতে তারা আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে। নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারে। আমার একথা শুনে তিনি বসা থেকে উঠে দাড়ালেন, বলতে লাগলেন, আমিতো এখনও দুনিয়াতে জিন্দা আছি; আমার সংশোধনের সময়তো এখনও আছে। এরপর থেকে রিয়াহ কায়সী (রাযীঃ) ইবাদত বন্দেগীতে এমনই মশগুল হয়ে গেলেন যে, দুনিয়ার প্রতি বেখবর হয়ে গেলেন। তারপর খুব বেশি দিন তিনি জীবিত ছিলেন না।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! মাওলানা তারিক জামীল সাহেব এরপর বললেন, বন্ধু! দুনিয়াতে নিজেকে পরকালের জন্য তৈরী করো। যদি দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি চাও তবে মহান রাব্বুল আলামীনকে রাগান্বিত করোনা। আল্লাহ তায়ালাকে নারাজ করে আমরা আনন্দে থাকবো তা হতে পারে না। হাত জোর করে বলছি, আল্লাহকে পেতে হলে গুনাহ ছাড়তেই হবে। যদি অন্ধকার কবরকে আলোকিত করতে চাও, তবে এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হয়োনা।

মনে রেখো। কবরে বাতি থাকবে না। সেখানের আলো হবে তোমার নেক আমল। এখনও সময় আছে, শয়তানের ধোঁকায় পড়ে নিজের পরকাল বরবাদ করোনা। তবে সে সময়ও পাবে না। কাঁদবে।

বুদ্ধিমানতো সেই যে, মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সুন্দর রাখে। যে মৃত্যুর পূর্বেই নিজের বন্ধুত্ব আল্লাহ তায়ালার সাথে করে নিয়েছে, সে কামিয়াব। বুদ্ধিমানের কাজতো এটাই, অবশ্যই যার সাথে সাক্ষাত করতে যাবে। তার সাথে সম্পর্ক পাকা করে নেয়া।

আমার ভাই ও বোন!

যে আখেরাতের ফিকির করবে। যে আখেরাতের চিন্তায় অস্থির, তার দুনিয়ার চিন্তা করার সময় কোথায়? যে দুনিয়াতে আনন্দ ফুর্তির সাথে চলবে? হালাল হারামের তোয়াক্কা করবেনা। আখেরাতে তার জন্য কঠিন বিপদ অপেক্ষা করছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে দুনিয়াকে তার উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয়, আল্লাহ তায়ালা তাকে দুনিয়ার ঝামেলায় পেরেশান করে রাখেন। তার রিযিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেন। বান্দা তা বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে বহু কষ্টে সংগ্রহ করে। এবং আখেরাত তার থেকে দুরে চলে যায়। দুনিয়াতে তাকদীরের বাইরে কিছুই মিলেনা। তাকদীরে যা লেখা আছে তাই হবে। যে চোখ আখেরাতের ভয়াবহতার কথা চিন্তা করে কাঁদে দুনিয়ার অনর্থক বিষয় নিয়ে তার কাঁদার সময় কোথায়?

আল্লাহ তায়ালার অনুগত বান্দাগন আখেরাতের স্মরণে অস্থির থাকেন। যখন পরকালের কথা স্মরণ হয়, বেচাইন হয়ে বিছানা ছেড়ে জায়নামাযে দাড়িয়ে যায়। কবরের একাকিত্ব কবরের গরমের কথা মনে হলে দুনিয়ার আরাম আয়েশ তুচ্ছ মনে হয়।

ভাবুনতো, কেউ যদি একাগ্রচিত্তে মনে করতে থাকে কবরের একাকি জীবনের কথা। কবরের উত্তাপে হাড়গুলো গলে যাবে। শরীরে কোটি কোটি পোকা কিলবিল করতে থাকবে। এবং হাশরের দিন মহান রাব্বুল আলামীনের সামনে দাড়াতে হবে। এসব মনে হলে কিভাবে বান্দার চোখে আরামের ঘুম আসবে? আসলে আমরাতো এসব চিন্তাই করিনা। যদি চিন্তা করতাম তাহলে জায়নামায ছেড়ে উঠতাম না।

মৃত্যুর নোটিশ

আল্লাহর নবী হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর সাথে হযরত আজরাইল (আঃ) এর দোস্তি ছিল। একদিন আজরাইল (আঃ) আসলেন, হযরত ইয়াকুব (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, সাক্ষাতের জন্য এসেছো না জান কবজ করার জন্য এসেছো? হযরত আজরাইল (আঃ) বললেন, শুধু সাক্ষাতের জন্য এসেছি। হযরত ইয়াকুব (আঃ) বললেন, আমার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে আমার নিকট দূত মারফত এ সংবাদ পৌছে দিও, যেন আমি বুঝতেপারি মৃত্যুর সময় এসে যাচ্ছে।

হযরত আযরাইল (আঃ) বললেন, আমি আপনার মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বেই দুতিনটা দূত পাঠিয়ে দেবো। সময় যাচ্ছে। কয়েক বছর পর আজরাইল (আঃ) আসলেন। এবার তিনি রূহ কবজ করার জন্য এসেছেন। হযরত ইয়াকুব (আঃ) বললেন, তুমিতো আমার মৃত্যুর আগে দু তিন দূত পাঠাবে বলেছিলে। তারা কেউতো এলোনা।

হযরত আজরাইল (আঃ) বললেন, হে আল্লাহর নবী। দূততো আমি পাঠিয়েছিলাম। ইয়াকুব (আঃ) বললেন, কোথায়? আমিতো তাদের দেখা পাইনি।

আজরাইল (আঃ) বললেন, আপনার চুল দাড়ি সাদা হওয়া ছিল প্রথম দূত। তারপর আপনার শরীরের শক্তি কমে যাওয়া ছিল দ্বিতীয় দূত। তারপর আপনার কুজো হয়ে যাওয়া ছিল তৃতীয় দূত।

তারপর হযরত আযরাইল (আঃ) বললেন, হে আল্লাহর নবী! মৃত্যুর পূর্বে মানুষের প্রতি আমার দূত এসবই হয়ে থাকে। এ ঘটনাটি আমি ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) এর কিতাবে পেয়েছি।

কবরস্থানে যাও অন্তর নরম হবে

কবরস্থানে গেলে মানুষের অন্তরে মৃত্যুর স্মরণ আসে। এবং মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়। আখেরাতের ফিকির অন্তরে আসে। মৃত্যুর ভয়ে গুনাহ থেকে বেচে থাকা যায়। কবরস্থানে বেশি বেশি গমন করলে মানুষের শিক্ষা অর্জন হয় যে, দেখো এ কবরগুলোতে যে সব মানুষ শুয়ে আছে, তারাও তোমাদেরই মতো একদিন দুনিয়ায় কত দাপটের সাথে চলত। ব্যবসা বানিজ্য করত। রাজনীতি করত। তারাও বিয়ে সাদি করেছিল। তাদেরও স্ত্রী সন্তান ছিল। কত বন্ধু বান্ধব ছিল। আর আজ তারা একা মাটির নিচে পড়ে আছে। নেক আমল ছাড়া তাদের কোন সঙ্গী নেই। কে জানে তারা কি অবস্থায় আছে?

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযীঃ) এর কাছে এক মহিলা এসে বলল, আমার অন্তর অনেক শক্ত। এর চিকিৎসা বলে দিন। হযরত আয়েশা (রাযীঃ) বললেন, মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরন করো। মহিলা তাই করতে লাগল। কিছুদিন পর মহিলার অন্তর নরম হয়ে গেলো।

প্রিয় ভাই ও বোন! মৃত্যুকে স্মরণ করুন। যার অন্তরে মৃত্যুর ভয় আছে তার জন্য গুনাহ করা সম্ভব নয়। কারণ যে কোন সময় মৃত্যু এসে যেতে পারে। বলুন কারও অন্তরে যদি একথা সবসময় স্মরণে আসে আমি যে কোন সময় মৃত্যুর শিকার হতে পারি, তাহলে কি সে মানুষটির পক্ষে গুনাহ করা সম্ভব? কেউ যিনা করতে গিয়ে যদি মনে মৃত্যুর স্বরণ আসে যে, এ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে আমিতো ধ্বংস হয়ে যাব, তাহলে তার পক্ষে যিনা করা কি সম্ভব?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযীঃ) বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার শরীরে হাত রেখে বললেন, হে আব্দুল্লাহ! দুনিয়াতে এমনভাবে থাক যেমনভাবে কোন মুসাফির থাকে। নিজেকে সব সময় কবরবাসীদের অন্তর্ভূক্ত মনে করবে। তিনি আরও বললেন, হে আব্দুল্লাহ! যখন সকালে ঘুম থেকে উঠবে তখন তুমি সন্ধ্যা পর্যন্ত বেচে থাকার আশা রেখোনা। আর রাত পেলে পরদিন সকাল পর্যন্ত বেচে থাকার আশা রেখোনা। আর বার্ধক্য আসার পূর্বে কিছু নেক আমল করে নাও। আর জিন্দেগীতে মৃত্যুর পূর্বে নেক আমল করো। এজন্য যে, তোমার একথা জানা নেই, যে আগামীকাল তোমার নাম মৃতদের তালিকায় চলে যায় কিনা? অথবা জীবিতদের তালিকায়। আমাদের এ জীবনতো পরকালের পুজি সংগ্রহ করার জন্য। আমরা প্রতিটা মুহূর্ত জীন্দেগীর সফরের অন্তিম সময়ে যাচ্ছি। মৃত্যু কাছে চলে আসছে।

সাইয়্যিদুনা হযরত আবু বকর (রাযীঃ) বলেন, যার আমলনামায় কোন আমল নেই, নামায নেই, রোযা নেই, যাকাত নেই। সেই আমলহীন মানুষটি যখন শেষ বিদায়ের সময় কাফন পড়ে খাটিয়ায় চড়ে কবরের দিকে যাচ্ছে, তার জন্য পরকালের সফরতো এমন, নৌকা ছাড়া সাগর পাড়ি দেয়া যেমন। সে সফরতো এক লম্বা সফর। কঁবর থেকে নিয়ে হাশর পর্যন্ত।

প্রিয় ভাই ও বোন!

আসুন আমরা এখনই তওবা করি। নিজের গুনাহের প্রতি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ তায়ালার দরবারে ক্ষমা প্রর্থানা করি। ভাই! দুনিয়াতে কেঁদে কেঁদে আল্লাহকে খুশি করতে পারলে, পরকালে আর কাঁদতে হবেনা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তওবা করার তাওফিক দান করুন, আমীন।

আল্লাহর ভয়ে কাঁদো

প্রিয় দোস্ত ও বুযুর্গ। এখনই তওবা করে নাও। কেঁদে কেঁদে মহান রাব্বুল আলামীনকে রাজি করাও। পাপগুলো ক্ষমা করাও। পাককা ইচ্ছা করে নাও, তওবা অবশ্যই করবো। দেরী করা যাবেনা। বলাতো যায়না কখন মালাকুল মওত এসে যান।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে তওবা করল খাটিভাবে, সে আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হয়ে যায়।

হযরত জিবরাইল (আঃ) হযরত রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনার উম্মতের মধ্যে যারা অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহর দরবারে কান্না কাটি করে চোখের পানি ফেলে, ফেরেশতাগণ তাদের নাম গুনাহগারের তালিকায় লিপিবদ্ধ করেন না। কেননা আপনার উম্মতের এক ফোটা চোখের পানি আগুনের বড় বড় সমুদ্র নিভিয়ে দিতে পারে। আল্লাহর ভয়ে কাঁদার এ শক্তি।

প্রিয় বন্ধু! আল্লাহর ভয়ে তোমার চোখের এক ফোঁটা পানি আসমান বরাবর গুনাহকেও ধুয়ে দেয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেই চোখকে জাহান্নামের আগুন কখনও স্পর্শ করবে না, যা আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে।

আল্লাহ তায়ালার মুহাব্বতে কাঁদা আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন। আল্লাহ তায়ালার ভয়ে কাঁদা আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন। গুনাহের প্রতি অনুতপ্ত হয়ে কাঁদা আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন।

প্রিয় ভাই ও বোন! আমরাতো আজ গুনাহ করে করে অন্তরে কালো দাগ ফেলে দিয়েছি। কোন কিছুতেই আমাদের অন্তর কাঁদে না। আল্লাহর মুহাব্বতেও কাঁদেনা, আল্লাহর ভয়েও কাঁদেনা। নিজেদের পাপের কথা মনে আসেনা। পাপকে পাপই মনে করি না।

গুনাহ করতে করতে এমন অবস্থা হয়েছে যে, ভয় ডরহীনভাবে গুনাহ করেই যাচ্ছি। আল্লাহর আযাবের ভয় গজবের ভয় অন্তরে আসেনা। তাই তওবার কথা অন্তরে আসেনা।

ভাই ও বোনেরা! অন্তরকে নরম করো। তওবা করো - কাঁদো। নয়তোবা একদিন জাহান্নামে এমন কাঁদা-কাঁদবে যে, তোমার চোখের পানিতে নৌকা চলবে, কিন্তু সেদিনের কান্নায় কি লাভ হবে?

বান্দাকে জাহান্নামে দিয়ে আল্লাহ তায়ালার কি লাভ? বান্দা যেন জাহান্নামী না হয় সেজন্য আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে তওবার সুযোগ দিয়েছেন। আমাদের প্রতি মহান রাব্বুল আলামীনের দয়ার কোন শেষ নেই। আমরা তাঁর রহমত থেকে নিজেদেরকে দুরে সরিয়ে রাখছি। আমরা গুনাহ করতে করতে দুনিয়া ভরে ফেলেছি। তার পরওতো আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর রহমতের বারিধারায় সিক্ত করছেন। আসুন না আল্লাহর বান্দা আমরা আল্লাহর প্রিয় হয়ে যাই। নিজেদের গুনাহের প্রতি অনুতপ্ত হয়ে কাঁদি। চোখের পানিতে গুনাহের পাহাড় ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলী।

হযরত ইউনুস (আঃ) কে মাছের পেট থেকে আল্লাহ তায়ালা মুক্তি দিলেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত ইউনুস (আঃ) কে বললেন, তোমার গোত্র তওবা করেছে, যাও তাদের মাঝে ফিরে যাও। তিনি যাচ্ছেন কওমের কাছে, দেখলেন কুমার মাটি দিয়ে পাত্র তৈরী করছে। আল্লাহ তায়ালা হযরত ইউনুস (আঃ) কে বললেন, কুমারকে বলো সে যেন একটি পাত্র ভেঙ্গে ফেলে।

হযরত ইউনুস (আঃ) কুমারের নিকট গিয়ে বললেন, ভাই একটি পাত্র ভেঙ্গে ফেল। কুমার বলল কেন ভাঙ্গব? আমার হাতে এ পাত্র তৈরী করেছি, আমি কেন তা ভাঙ্গব?

হযরত ইউনুস (আঃ) বললেন, হে আল্লাহ! সেতো বলছে আমি নিজে তা তৈরী করেছি, কেন তা ভাঙ্গব?

আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে আমার নবী! এই মাটির একটি পাত্র কুমার ভাঙ্গতে রাজি নয়। আর এ বান্দাদেরকে আমি নিজের হাতে তৈরী করেছি তাদের তুমি আমার দ্বারা ধ্বংস করতে চাও? এখন তারা তওবা করেছে। তারা আমার হয়ে গেছে।

তো ভাই, আমরা আল্লাহ তায়লাকে অসন্তুষ্ট না করি। তিনি বড় দয়াশীল। আসুন আমরা আল্লাহ তায়লাকে আপন বানাই।

মৃতের সাথে কবরের কথোপোকথন

আবুল হাজ্জাজ সামালী (রহঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন মৃতকে কবরে রাখা হয়, তখন কবর বলতে থাকে, তোমার কি জানা ছিলনা? যে আমি আযাবের ঘর, অন্ধকার ঘর। বিষাক্ত সাপ বিচ্ছুর ঘর। হে নাফরমান! তুমি তো দুনিয়াতে গাফেল ছিলে। অহংকার নিয়ে আমার উপর চলতে।

আর যদি বান্দা নেককার হয় তাহলে ফেরেশতাগন মৃতের পক্ষ থেকে জবাব দেন, হে কবর! যদি এ বান্দা নেকীর দিকে মানুষকে ডেকে থাকে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধকারী হয়, তাহলে তুমি তার সাথে কেমন আচরণ করবে? তখন কবর জবাব দেয়, তখন আমি তার জন্য সবুজ শ্যামল বাগানে রূপান্তরিত হয়ে যাব। তার শরীর হয়ে যাবে আলোকিত। (তাবরানী ইবনে আবিদ্দুনিয়া)

প্রিয় ভাই ও বোন!

কবর প্রতিদিন বলতে থাকে, হে আদম সন্তান, আমি বিপদের ঘর। আমি একাকিত্বের ঘর। আমার ভেতর সীমাহিন অন্ধকার। আমার ভেতর মাটি আর ধুলির বিছানা। সাপ বিচ্ছু যেখানে ভরপুর। তুমিতো আমার উপর দম্ভ ভরে চলো। কিন্তু কবরে একটু নড়াচড়া করারও ক্ষমতা থাকবেনা। তুমি দুনিয়াতে হারাম খাও। আমার ভেতর এসে কাঁদবে। তুমি দুনিয়াতে প্রতি মুহূর্ত গুনাহ করছো, আমার ভেতর তুমি পোকা মাকড়ের খাদ্য হবে।

হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহঃ) একবার এক জানাজার সাথে কবরস্থানে গেলেন। তিনি সেখানে আলাদা একস্থানে বসে কিছু ভাবছিলেন। কেউ একজন বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনিতো জানাজার সাথেই ছিলেন, এখন আলাদা বসে আছেন কেন?

উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহঃ) বললেন, আমাকে এক কবর আওয়াজ দিল এবং আমাকে এই বলল, হে উমর! তুমি আমার নিকট একথা কেন জিজ্ঞাসা করছনা? যে আমি এ বান্দাদের সাথে কিরকম আচরণ করে থাকি? আমি বললাম, এখনই বলো। কবর বলতে লাগল, আমি তার কাফন ছিড়ে ফেলি। শরীর টুকরা টুকরা করে দেই। রক্ত চুষে নেই, গোশত মাটি করে ফেলি। শরীরের একেকটা অঙ্গ আরেকটা থেকে আলাদা করে ফেলি। হাড় গলিয়ে দেই।

একথা বলে উমর বিন আব্দুল আজিজ কাঁদতে লাগলেন। বললেন, দুনিয়ার সময় খুব সংক্ষিপ্ত। আর এর ধোঁকা বহুত বেশি। এ ধোঁকা থেকে যে বাচতে পেরেছে আখেরাতে সে সফল। সে ধনী।

আর যে দুনিয়ার ধোকায় পড়ে সম্পদশালী হয়ে আরাম আয়েশে জীবন কাটিয়েছে, আখেরাতে সে ফকীর। দুনিয়ার জাওয়ানীতে খুব দ্রুত বাধ্যর্ক্য এসে যায়। বোকাতো সেই, দুনিয়ার ধোঁকায় যে ফেঁসে গেছে। কোথায় আজ দুনিয়ার বড় বড় রাজা বাদশারা? যারা বড় বড় শহর আবাদ করেছিল। বড় বড় বাগান তারা গড়ে তুলেছিল। আজ সব এখানে পড়ে আছে।

ইবনে সামাক বলেন, আমি এক কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাতে এ কথাগুলো লেখা দেখতে পেলাম, হায়! আজ আমার প্রিয় জনেরা আমার স্বজনরা আমার কবরের পাশ দিয়ে চলে যায়, আমার কথা মনেও করেনা। আমি যেন তাদের কেউ ছিলামনা। হায়! তারা আমার সম্পদ ভোগ করছে, কিন্তু আমার ঋনের ব্যাপারে কোন ফিকির নাই, সবাই নিজ নিজ আরাম আয়েশে ব্যাস্ত। আয় আল্লাহ! এরা এত জলদি আমাকে ভূলে গেলো?

আজ আমরা কি করছি? দুনিয়ার মাল দৌলত বৃদ্ধির জন্য নেক আমল থেকে গাফেল হয়ে আছি। সম্পদের লালসা আমাদেরকে পরকাল থেকে বেখবর করে দিয়েছে। এ সম্পদের মোহে আমরা মৃত্যুকে ভূলে গেছি। সময় কিভাবে চলে যাচ্ছে টেরই পাইনা। এক সময় মৃত্যু এসে যায়, এটাইতো আমার নিশ্চিত গন্তব্য। দুনিয়ার হিসাবও মিলানোর সময় থাকে না। পরকালের হিসাবেরও কোন কিছুই করা হয় না। এক বুযুর্গ বলেন, দুনিয়াদার দুনিয়ার পিছে এমনভাবে আটকে যায় যে মৃত্যুকে ভূলে যায়। পরকাল ধ্বংস হয়ে যায়। হালাল হারামের পার্থক্য করতে পারেনা। তাই সাবধান! দুনিয়ার ধোঁকায় পড়না।

ভাবো, কোথা থেকে এসেছো? কেন এসেছো? কোথায় যাবে? কি অবস্থা হবে? এ প্রশ্নগুলোতো সহজ প্রশ্ন? যার জবাব সব বালেগ মানুষই দিতে সক্ষম। কিন্তু এ প্রশ্নগুলো নিয়ে কজন মানুষ ভাবে? এর চেয়ে বদ নসিব আমাদের জন্য আর কি হতে পারে? উপরের প্রশ্নগুলোর জবাব আমাদের সবারই জানা আছে, কিন্তু আমরা দিনে একটিবারও কি এ নিয়ে ভেবেছি?

বলুনতো আমাদের কাজকি শুধু এই যে, আমরা খাওয়া দাওয়া করব? আরাম করে রাতে ঘুমিয়ে থাকব? হালাল হারাম বিচার না করে জীবনকে পরিচালনা করব? আমাদের কি কোন দায়িত্ব নেই? কোন কর্তব্য নেই?

কোরআনে কারীমে এরশাদ হচ্ছে,

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ

তোমরা কি এটা ভেবেছো যে আমি তোমাদের কোন উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করবেনা? (সূরা মুমিনুন, ১১৫)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, মর্যদা দিয়েছেন, বেকার সৃষ্টি করেননি। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে মর্যাদাবান হওয়ার কৃতজ্ঞতা সরূপ কিছু আবশ্যকীয় কাজ আমাদের উপর মহান আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন। সেই কৃতজ্ঞতার অর্থ হলো আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধ মেনে চলা। জীবন দিয়ে দাও, তবুও নাফরমান হয়ে আল্লাহ তায়ালাকে নারাজ করা যাবে না।

ধন-ভাণ্ডারে লেখা একটি আয়াত ও তার মর্মার্থ

وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا

অনুবাদ : এর নিচে ছিল তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্ম পরায়ণ। (সূরা কাহাফ-৮২)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাইয়ীদুনা হযরত উসমান যিন্নুরাইন (রাযীঃ) বলেন, যে সেই ধনভান্ডারে একটি পাথরে এ আয়াতটি এবং সাতটি অতি মূল্যবান নসিহত লেখা ছিল।

১। সেই ব্যক্তির অবস্থাতো আশ্চার্যজনক, যে বিশ্বাস করে যে মৃত্যু তার নিকটবর্তী অথচ সে হাঁসছে।

২। কত আশ্চর্য যে দুনিয়া ধ্বংস হবে জেনেও দুনিয়ার জন্য ব্যস্ত।

৩। ঐ ব্যক্তির জন্য পেরেশানী, যে তাকদীরের উপর বিশ্বাস রাখার পরও দুনিয়ার ধন সম্পদ না পাওয়ার কারণে চিন্তিত।

৪। আশ্চর্য অবস্থা সে ব্যক্তির, যে জানে কিয়ামতের দিন পাই পাই হিসাব দিতে হবে, তারপরও সে দুনিয়ার সম্পদ জমা করতে ব্যস্ত।

৫। আফসোস তো সেই ব্যক্তির জন্য, যে জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব সম্পর্কে জানে, তারপরও তা থেকে বাচার চেষ্টা করেনা। (তাফসীরে দুররে মনছুর ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬২০-৬২১)

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, যখন কারও মৃত্যু হয় আর মৃত ব্যক্তির স্বজনরা কান্নাকাটি করে। তখন মালাকুল মওত মৃত ব্যক্তির ঘরের দরজায় দাড়িয়ে বলতে থাকেন। আমিতো তার রিযিক বন্ধ করিনি, সেতো নিজের রিযিক যা তার তকদীরে ছিল, তা শেষ করেছে। তার হায়াত তো এতটুকুই ছিল। আমার তো এ ঘরে আরও আসতে হবে। বারবার আসতে হবে। যতক্ষন পর্যন্ত একজন মানুষও জিন্দা থাকবে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, একথাগুলো যদি মৃতব্যক্তির স্বজনরা শুনতে পেত এবং মালাকুল মওতকে দেখত, তাহলে মৃত ব্যক্তির কথা ভূলে নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত হয়ে যেত।

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) এহইয়াউল উলুমে লেখেন, হযরত আতা সুলাইমী (রহঃ)-এর অভ্যাস ছিল, রাত হলেই তিনি করবস্থানে চলে যেতেন এবং বলতেন, হে কবরবাসী! তোমরা মরে গেছো। হায়রে মৃত্যু! এখনতো তোমরা তোমাদের আমলের ফল দেখতে পাচ্ছ। হায় হায়! এ অন্ধকার কবরে

আমলইতো সাথী। হে আত্মা! তুমিওতো কাল বা পরশু বা যে কোন সময় এ কবরস্থানের বাসিন্দা হয়ে যাবে। এসব বলে কাঁদতেন, এভাবেই রাত পার করে দিতেন।

গুনাহ্ করে অনুতপ্ত হওয়া ভাল লক্ষণ

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি গুনাহ করার পর অন্তরে অনুশোচনা না আসে, আল্লাহর ভয়ে ভীত না হয়, তবে বুঝতে হবে সে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী ও আবাধ্যতায় নিপতিত। যেমনভাবে ইবলিসের আজও পর্যন্ত তার পাপের অনুশোচনা আসেনি। মোটকথা গুনাহ করার পর অন্তরে পেরেশানী বা গুনাহের জন্য আল্লাহর আযাবের ভয় অন্তরে আসা ভাল লক্ষণ।

হযরত মনসুর ইবনে আম্মার (রহঃ) এক যুবককে নসীহত করতে গিয়ে বলেছেন, হে যুবক! অবশ্যই খেয়াল রাখবে, তোমার যৌবন যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। সাবধান থাকবে। এমন কত যুবক কে আমি দেখেছি যারা তওবাকে পিছনে রেখে নিজের অন্তরের চাহিদাকে অগ্রাধীকার দিয়েছিল। তারা এমন বলত, কাল বা পরশু তওবা করে নেব। এভাবে তারা তওবার ব্যাপারে সময় ক্ষেপন করতে করতে একদিন মৃত্যুবরণ করে। তওবা আর করা হয় না। মনে রেখো, গুনাহ থেকে বেচে থাকা এবং তওবার ব্যাপারে অলসতা করোনা। মৃত্যুকে স্মরণ করবে।

কোরআনে কারীমে আল্লাহ তায়ালা বলছেন -

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ

যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোন উপকারে আসবেনা, কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে। (সূরা শুআরা ৮৮-৮৯)

প্রিয় ভাই ও বোন! বান্দার সম্পর্ক যখন আল্লাহ তায়ালার সাথে ছিন্ন হয়ে যায় তখন সে অন্তরে আল্লাহ তায়ালার ভয় আসেনা। যখন আল্লাহ তায়লার ভয় কোন অন্তর থেকে বিদায় নেয় তখন সে অন্তর সব কিছুকেই ভয় করে। সে অন্তর মরে যায়। পেরেশানীতে ভরে থাকে সে অন্তর।

আমরাতো দুনিয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে পাওয়ার জন্য এসেছি। কিন্তু আফসোস, আমরা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়েছি। দুনিয়ার আরাম আয়েশে আটকে পরকাল ভূলে গেছি।

মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রহঃ) বলেন, একটি পোকা আঙ্গুর খাওয়ার জন্য বাগানে গেলো। পোকাটি আঙ্গুরের পাতাকে আঙ্গুর ভেবে খেতে শুরু করল। এভাবে পাতাগুলো খেয়ে এক সময় সে মরে গেল। ইমাম রুমী (রহঃ) উদাহরণটা দিয়ে বলেন, এ পোকার মত অবস্থা হয়েছে আমাদের। আমরা দুনিয়ার আরাম আয়েশে এমনভাবে আটকে গেছি যে আখেরাতের আঙ্গুর খাওয়া থেকে নিজেদের বঞ্চিত করছি। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী স্বাদ আহ্লাদের কারণে আল্লাহ তায়ালার মুহাব্বতের মজা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করছি।

আরে ভাই! আসুন আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ায় আমাদের যে নিয়ামত দান করেছেন তা খেয়ে আমরা আল্লাহর শুকরীয়া আদায় করি। আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত খেয়ে নেয়ামত যিনি দিচ্ছেন তাঁকে তালাশ করি।

আরেফ বিল্লাহ হযরত হাকীম আখতার সাহেব (রহঃ) বলেন, বন্ধু! যদি অন্তরের বাগানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মুহাব্বতের ভান্ডার চাও, তবে অন্তরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি কর। অন্তরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভয় ও রহমতের আশা জারি রাখ। আল্লাহর মোহাব্বতে যেই আনন্দ ও স্বস্তি আছে, মায়ের কোলে সন্তান থাকলে মায়ের যেমন আনন্দ ও স্বস্তি থাকে।

হারিয়ে যাওয়া সন্তান যখন মায়ের কোলে ফিরে আসে তখন মায়ের অন্তরে খুশির মাত্রা কোন অবস্থায় থাকে বলুনতো? এমনভাবে শয়তান আমাদেরকে গুনাহের কাজে মগ্ন করে আল্লাহ তায়ালাকে ভূলিয়ে দিয়েছে। এখন যদি আমরা আমাদের কৃত গুনাহ থেকে তওবা করে নিজেরা সংশোধন হই, তাহলে আল্লাহ তায়ালাও খুশি হবেন।

প্রিয় ভাই ও বোন! আসুন আমরা আল্লাহকে ভয় করি। গুনাহ থেকে তওবা করি। নেক আমলের দিকে অগ্রগামী হই। আল্লাহ ছাড়া আমাদের আপন কেউ নেই। হযরত লুকমান (আঃ) নিজ সন্তানকে নসিহত করেছিলেন। বেটা! মানুষের দেহের তিনটি অংশ, প্রথম অংশ আল্লাহ তায়ালার । তা হলো রূহ। দ্বীতিয় অংশ নিজের। তা হলো আমল। তৃতীয় অংশ পোকার। সেটি হলো শরীর। তাই পোকার খাদ্য এ দেহের আরাম আয়েশের জন্য আল্লাহ তায়ালাকে নারাজ না করি ভাই। আমার যে অংশ, আমল, পরকালে যা আমার কাজে লাগবে সে ব্যাপারে যত্নবান হই।

অহংকারী এক যুবকের পরিণাম

নাজরান অঞ্চলে এক যুবক খুব সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী ছিল। বাজারে যুবকটি দাড়ানো ছিল। এক ব্যক্তি যুবকটির দিকে তাকিয়ে বলছিল, বাহ! কি সুঠাম সুন্দর শরীর তোমার! যুবকটি বলল, আমার জাওয়ানীর এ অবস্থা দেখেতো খোদ সৃষ্টিকর্তাই পেরেশান। (নাউজুবিল্লাহ)। ব্যাস, একথাটুকুই যুবকের জবান দিয়ে বের হয়েছিল। সাথে সাথে গজব শুরু হয়ে গেল। সবার সামনেই যুবকটির দেহ খিচতে শুরু করল। সাড়ে সাত ফুট লম্বা মানুষটি মুহূর্তের মধ্যেই এক ফুটে নেমে এলো। পরাক্রমশালী মহান রাব্বুল আলামীন সাড়ে সাত ফুট থেকে এক ফুট বানিয়ে দিলেন। যুবকটির মৃত্যু হলো না। বেচে রইল তবে সে বাঁচা বড়ই যন্ত্রনাময়। সবার জন্য শিক্ষা তো এটাই যে, কাকে চ্যালেঞ্জ করছ? কার ক্ষমতার সাথে টক্কর দিতে চাও?

কোরআনে কারীমে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا

আমার বান্দা! কোন রবের সাথে টক্কর দিচ্ছো? যে রব দু দিনে এ জমিনকে সৃষ্টি করেছেন।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! একদিন আসবে আমার আপনার লাশ স্বজনরা কাঁধে করে কবরস্থানে দাফন করে আসবে। যদি দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধ মেনে চলে থাকী তাহলে আমাদের কবর জান্নাতের বাগান বনে যাবে। জান্নাতের সাথে কবরের সংযোগ হয়ে যাবে। ঘোষনা করা হবে, আমার এ প্রিয় বান্দার জন্য কবরে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও। তার আরাম আয়েশের সব ব্যবস্থা করে দাও।

আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার জিন্দেগী মহান রবের নাফরমানিতে কাটিয়েছে, শয়তানকে দোস্ত বানিয়ে আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতা করেছে, তার জন্য ঘোষনা হবে, এ নাফরমানের জন্য জাহান্নামের আগুনের বিছানা করে দাও। জাহান্নামের ভয়ংকর সাপ বিচ্ছু তার জন্য নিযুক্ত করে দাও। এসব আযাব তো তার রূহের উপর হবে। আর তার দেহের জন্য আযাব হলো তার চোখ কিড়ায় খেতে থাকবে। সুন্দর গাল, ঠোট সব কিড়ার খাদ্য হবে।

এদের মধ্যে কিছু লোকতা এমন হবে, যাদের নেকীর ওজন কেয়ামতের দিন হালকা হবে। আল্লাহ তায়ালা ঘোষনা করে দিবেন, উমুক উমুক ব্যক্তি উমুকের ছেলে, উমুকের মেয়ের নেকী ওজনে কম হয়েছে এবং তারা ব্যর্থ হয়েছে। তারা

কখনই আর জান্নাতের ঘ্রান ও পাবেনা। এই এলানের সাথে সাথেই তাদের জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে।

যেমন হবে তাদের পোষাক?

سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ (সূরা ইবরাহীম-৫০)

তাদের পোষাক হবে আল কাতরার। তাদের সেলোয়ার হবে আলকাতরার। তাদের মাথায় পাগড়ি পড়ানো হবে, কিসের পাগড়ি?

تَغْشٰى وُجُوهَهُمُ النَّارُ (সূরা ইবরাহীম-৫০)

তাদের চেহারা আগুনে ঝলসানো হবে। তাদের মাথায় ও আগুন জলতে থাকবে। তারপর তাদের নিয়ে যাওয়া হবে, কোথায়?

اِلٰى جَهَنَّمَ (সূরা যুমার-৭১)

জাহান্নামের দিকে।

সেখানে ঘর কেমন হবে?

نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا (সূরা কাহাফ-২৯)

যেখানে আগুনের চাদর। দেয়ালগুলো হবে আগুনের সেখানে খাট পাতা থাকবে। সে খাট কেমন হবে?

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ (সূরা আরাফ-৪১)

জলন্ত কয়লা দিয়ে তৈরী হবে সে খাট বিছানা হবে আগুনের।

প্রিয় বন্ধু! এখনও কি সময় আসেনি তওবা করার? এখনও কি সময় আসেনি নিজের পাপের প্রতি অনুতপ্ত হয়ে কাঁদার? বলাতো যায় না কখন মৃত্যু এসে যায়। সময় খুব অল্প। এখনই কেঁদে কেঁদে মহান মালিককে মানিয়ে নাও। নয়ত জাহান্নামের আগুনে বসে কাঁদবে। কি লাভ হবে সেখানে বসে কাঁদলে? সে আগুনে জলতে জলতে হাজার বছর পার হয়ে যাবে, তুমি মৃত্যু কামনা করবে, কিন্তু মৃত্যু হবেনা।

দুনিয়া ও কবরের মধ্যে পার্থক্য

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

তরজমা : যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ। (সূরা মুলুক-২)

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মৃত্যুকে আগে বর্ণনা করেছেন, দুনিয়ার জিন্দেগীকে পরে বয়ান করেছেন। মুফাসসীরীনে কেরামগণ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেন মৃত্যুকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে মনে রাখে। নিজেকে যেন স্বাধীন না ভাবে। মৃতুর স্মরণ গুনাহ থেকে দূরে রাখে।

মাওলানা তারীক জামীল সাহেব বলেছেন, বন্ধুগন! এক ব্যক্তি ষাট বছর পরিশ্রম করল, তারপর কি হলো? সম্পদ কামাই করেছে, অঢেল সম্পদ কামাই করেছে। বড় বড় ইন্ড্রাষ্টি গড়েছে। আলিশান বাড়ি করেছে। দেহকে আরাম দেয়ার জন্য সব ব্যবস্থা করেছে। শেষ পর্যন্ত ঠিকানাতো হবে কবরে। এই তো জিন্দেগী। বিলাসী জীবনের স্বাধ। কত পরিশ্রম কত নির্ঘুম রাতের ফসল এ সুন্দর অট্রালিকা। থাকতে তো পারলনা বেশি দিন।

মুহূর্তেই সব সাধ আহলাদ, আরাম আয়েশ খতম হয়ে যায়। হয়ে যায় অন্ধকার কবরের বাসিন্দা। তারপর কেয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষা কবরে। এ অন্তিম ঠিকানা কবর। ছোট্ট একটি ঘর। সংকীর্ণ অন্ধকর একাকী থাকার ঘর। এ ঘর তৈরী হয়ে যায় ঘন্টাও তো লাগেনা। জীন্দেগীতে কত রকমের পোষাক গায়ে জড়িয়েছো। আর এখন দুটি চাঁদর গায়ে জড়িয়ে রওয়ানা হয়েছো কবরের দিকে। কোথায় সুন্দর সুন্দর পোষাক?

আরে! আমাদের জন্যতো এ ঘটনাগুলো এ অবস্থাগুলো উপমা হিসেবে প্রকাশ্যই ছিল। যে, একজন হাসিখুশি মানুষ মুহূর্তের মধ্যে মরে যায়। এমন কত ঘটনাইতো আমাদের সামনে ঘটছে। এমনও তো ঘটনা আছে, পিতা সন্তানকে আদর করছে, হাসছে, ছোট সন্তানের সাথে কত আনন্দ করছে। এর মধ্যেই সুস্থ মানুষটি বুকে হাত দিয়ে বলছে আমার বুকটা হঠাৎ ব্যথা করছে। এটুকুই, তার পর এক সময় সব শেষ। দুনিয়ার সফর শেষ করে চলে গেছে অন্য জগতে! এই এইতো আমাদের পরিণাম। সবারই একই অবস্থা। মৃত্যুই সবার জন্য চুড়ান্ত ফয়সালা। কেউ হঠাৎ মৃত্যুর শিকার, কেউ রোগেভূগে। কেউ দুর্ঘটনায়। তবে সবার জন্য মৃত্যুই শেষ পরিণতি। সবার জন্য কবরই শেষ মনজিল।

প্রিয় ভাই ও বোন! আমারা নিজের ইচ্ছায় দুনিয়ায় আসিনি। আবার নিজের ইচ্ছায় যেতেও পারবনা। সময়ের এক সেকেন্ড হেরফের হবেনা। যখন মৃত্যুর ঘন্টা বেজে যাবে, তখন যেতে হবে। পৃথিবীর কোন শক্তি আমাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে বাচাতে পারবেনা। মহান রাব্বুল আলামীনের ব্যবস্থাপনা এমনই।

সুনিয়ন্ত্রিত। সুশৃংখল। যে সময় যেভাবে নির্ধারিত সেভাবেই চলবে। চলছে। সব ব্যবস্থাপনার মালিকতো আল্লাহ। তিনি সবকিছুর সুন্দর সুবিন্যস্তকারী। পরাক্রমশালী। মহান অধিপতি। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে কবুল করুন আমীন।

আল্লাহ্ ডাকেন, বান্দা আমার দিকে আসো

আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে ডাকতে থাকেন। হে বান্দা! তোমাকে কোন জিনিস আমার থেকে দুরে সরিয়ে নিল? ফিরে এসো আমার দিকে। নিজেকে শোধরে নাও।

গুনাহগার বান্দা যখন অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, যদিও সে তার সমস্ত শরীর পাপে ডুবিয়ে ফেলে, যখন সে তওবা করে, আল্লাহ তায়ালা খুশি হয়ে আগে বেড়ে তাকে স্বাগত জানান। আল্লাহ তায়ালা বান্দার তওবার অপেক্ষায় থাকেন। বান্দা যতই অবাধ্য হউক আল্লাহ তায়ালার ক্ষমার দরজা তার জন্য খোলা থাকে। যেমন মা তার বাচ্চাকে সর্বক্ষণ চোখে চোখে রাখে, বিপদ দেখলে দৌড়ে যায়। হাত ধরে রাখে, বলে বেটা এ দিকে যেওনা, পড়ে যাবে। তেমনভাবে আল্লাহ রহমানুর রাহিম বান্দা বান্দির কাঁধে হাত রেখে বলতে থাকেন, বান্দা! সেদিকে যেওনা, সে পথ তোমার জন্য বিপদ জনক ছাড়া কিছু নয়।

আল্লাহ তায়ালা বলতে থাকেন,

اِنْ ذَكَرْتَنِيْ ذَكَرْتُكَ

তুমি যদি আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাকে স্মরণ রাখি।

اِنْ نَسِيْتَنِيْ ذَكَرْتُكَ

বান্দা! তুমি যদি আমাকে ভুলেও যাও তারপরও আমি তোমাকে স্মরণ রাখি। তুমি যদি আমাকে আপন ভাব তাহলে আমি ও তোমাকে তার চেয়ে বেশি আপন করে নই।

বান্দা! তুমি যদি আমার চরম অবাধ্যও হও , তারপরও আমি তোমাকে ডাকতে থাকি, আসো আমার রহমতের দিকে আসো। আমার হয়ে যাও আমিও তোমার হয়ে যাব।

হে আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

এ ধ্বংসশীল দুনিয়া এই বেকার মাল সামানা ছেড়ে আসো আল্লাহর পথে। আল্লাহর ডাক শোন। বাচ্চাদের মত অবুঝ হয়ে থেকে না। আমি কিভাবে

বুঝাব। আজ দুনিয়ার ঝলমলে রূপ আমাদের যুবক যবুতীদের মাথা খারাপ করে দিয়েছে। বিজ্ঞানের এ যুগে যুবক যুবতীরা ভয়ংকরভাবে বিগড়ে যাচ্ছে। অসভ্যতার শিক্ষা নিচ্ছে। অশ্লীলতার চর্চা করছে। নৃশংসতায় হাত পাকাচ্ছে। দ্বীনের বুঝ তাদের অন্তরে গ্রহণ করছেনা।

আজ যুব সমাজ পেরেশান, বিভিন্ন নেশায় তারা ডুবে আছে। কেউ গানের নেশায়, কেউ টিভির নেশায়, কেউ খেলার নেশায়। কেউ কেউ মদ গাজা ফেনসিডিলের নেশায়। কেউ নারীর নেশায়। সবাই একেক রকম নেশায় ডুবে আছে। তাদের অন্তরে এ খেয়াল আসেনা ? তারা কেন ভুলে যায় ? যে মহান রব সবকিছু দেখছেন। যিনি আমার চোখ দান করেছেন। যিনি আমার কান দিয়েছেন। তিনিতো চোখ এ জন্য দেননি যে তা দিয়ে বেগানা নারীর শরীর দেখব। টিভি সিনেমা ইন্টারনেট দেখে সময় পার করব। কানতো এজন্য দেননি যে, এ কান দিয়ে গান শুনবো। এ মুখ এজন্য দেননি যে, মুখ দিয়ে অশ্লীল কথা বলব। গীবত করব। অন্যের সম্মান নষ্ট করব। পেট তো এ জন্য দেননি, যে এ পেট হারাম দিয়ে ভরব।

কখনও নয়। আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হয়ে জীবন যাপন করার জন্য আমাদের সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সুন্দর সুশৃংখল জীবন পদ্ধতী বলে দিয়েছেন পবিত্র কোরআনে। সে পদ্ধতীতেই চলতে হবে। জীবনকে বদলাতে হবে। মুহাম্মদী উম্মতের জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনাদর্শ তাঁর দেখানো পথ পদ্ধতীই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আর অন্য সব পথ পদ্ধতী আমাদের জন্য বিপদ জনক। বিপদ জনক পথ ও মত থেকে দুরে থাকতে হবে।

নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাচাও

প্রিয় ভাই ও বোন!

অবুঝ হয়ে আর কতকাল মহান রাব্বুল আলামীনের অবাধ্যতায় সময় পার করবে? নিজের উপর জুলুম করোনা। তোমার অবাধ্যতা তোমাকে আখেরাতের কঠিন আযাবের মধ্যে ফেলে দিবে। আজ বোকার মত যা করছো তাতো নিজের প্রতি জুলুম। কারণ আমরা বোকামী করছি। নিশ্চিন্তে গুনাহ করে যাচ্ছি। এ বোকামীর জন্য পরকালে যখন আমাকে পাকড়াও করা হবে, তখন আফসোস হবে।

আমি শতশত বয়ানে একথাগুলো বলেছি। এখনও বলছি। সবাইকে হাত জোড় করে বলছি। আসুন নিজেকে আমরা জাহান্নাম থেকে বাচাই, তওবা করি। আল্লাহকে ভয় করি। আল্লাহর আযাব গজবকে ভয় করি।ঃ

আল্লাহর রেজামন্দিতে জীবন চালাই।

পিতা-মাতার অবাধ্য না হই।

সমস্ত প্রকার নেশা থেকে নিজেকে দুরে রাখি।

সুদকে বর্জন করি।

ঘুষ বর্জন করি।

মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকি।

গীবত না করি।

জালেম না হই।

গান বাজনা থেকে নিজে বাঁচি, পরিবার, সমাজ, সবাইকে বাচাই।

হারাম উপার্জন থেকে বাঁচি।

হারাম কাজ থেকে বাঁচি।

সব রকমের কবীরা গুনাহ থেকে নিজে বাঁচুন, অন্যকে বাঁচান।

সগীরা গুনাহ থেকে বাঁচুন। আসুন গুনাহকে গুনাহ মনে করি।

পায়খানা তো পায়খানাই। একেতো কোন বুদ্ধীমান সুস্থ মানুষ মিষ্টি ভেবে খাবেনা।

গুনাহওতো তেমনই, অথচ মানুষ তাকে গুনাহ মনে করছেনা। কত বড় আহমকী।

আমি এক লোককে দেখলাম মাজারে বাতি জালাচ্ছে। সেজদা করছে, লোকটি আমাকে চিনেনা, আমি বললাম, ভাই একি করছেন? এতো শিরিক। লোকটি বলল, অত কিছু বুঝিনা, পীর আল্লাহর প্রিয় মানুষ, তাকে খুশি করতে পারলে আল্লাহ্ও খুশি হন। (নাউযুবিল্লাহ)

বলুনতো এমন অন্ধ বিশ্বাসীদের পেছনে কেমন মেহনতের দরকার? রাত দিন মেহনত না করলে এসব অন্তর থেকে এ আঁধার দূর হবে না। আজ কত মানুষ মাজার নিয়ে এমন শিরিকে লিপ্ত। অথচ তারা এটাকে আল্লাহ পাওয়া পথ হিসেবে ধরে নিয়েছে। আল্লাহ মাফ করুন, কতক মানুষতো এমন আছে যারা গানকে এবাদত মনে করে। (নাউজুবিল্লাহ)

গাজা, বাং, মদ তাদের কাছে তপস্যার সামানা। নারী পুরুষ এক সাথে এক ঘরে নেচে গেয়ে আনন্দ করাকে সাওয়াবের কাজ মনে করে। তথাকথিত মারেফতের এসব ঠিকাদাররা যে জগতে বাস করে তা বড়ই আশ্চর্য এক জগত। সেখানে নামায নেই, রোজা নেই। গোসল নেই। তেলাওয়াত নেই। অথচ তারা দাবী করে তারা সূফি। আধ্যাত্মিক সাধক! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সবাইকে সঠিক বুঝ দিন। আমীন।

বলছিলাম গুনাহকে গুনাহ মনে করতে হবে। তাহলেই অন্তরে আল্লাহ তায়ালার আযাব গজবের ভয় আসবে। তওবা করার সুযোগ হবে। আর যদি গুনাহকে এবাদত মনে করে তাহলেতো সর্বনাশ, তওবার খেয়াল অন্তরে আসবেনা। তাই আসুন তওবা করি। প্রকাশ্য গুনাহের জন্য প্রকাশ্য তওবা। গোপন গুনাহের জন্য গোপন তওবা। আমার চোখের এক ফোঁটা অনুতপ্ত অশ্রু আমার গুনাহ গুলোকে ধুয়ে দিবে। বিশুদ্ধ নিয়তে তওবাই পারে আমাকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাচাতে।

প্রিয় ভাই ও বোন!

যখন বান্দা তওবা করে তখন আসমানে আলোক সজ্জা করা হয়, যেমন বিয়ে সাদিতে ঝলমলে আলোক সজ্জ্যা করা হয়। তেমনি ভাবে বান্দার তওবায় আসমানে খুশির বন্যা বয়ে যায়। সেখানে আলোক সজ্জা করা হয়। ফেরেশতাগন জিজ্ঞাসা করেন, এত আলোক সজ্জা কিসের? তখন এক ফেরেশতা সপ্তম আসমান থেকে ঘোষনা করেন, আজ আল্লাহ তায়ালার এক বান্দা তওবা করেছে, আল্লাহ পাক সে খুশিতে আসমান সাজিয়েছেন। (সুবহানাল্লাহ)

আল্লাহর বান্দাগন! খুশিতো হওয়ার কথা ছিল আমাদের। আলোক সজ্জাতো করার কথা ছিল আমাদের। আমাদের তওবা কবুল হয়েছে। দুনিয়া ও আখেরাতের বিপদ কেটে গেছে। অথচ মহান রব্বুল আলামীন আনন্দ প্রকাশ করছেন। আমাদের তওবায় আল্লাহ তয়ালার কোন পরওয়া নেই। আমাদের অবাধ্যতায় মহান রবের বাদশাহীতে কোন কমতি হবেনা। তিনি রহমানুর রাহীম, তিনি মাফ করেন। তিনি বান্দার অনুতপ্ত হৃদয়কে ভালবাসেন। তিনি বিশাল দাতা। আমরা তওবা করলে তিনি কবুল করেন।

তিনি ফেরেশতাদেরকে বলেন, দেখ আমার বান্দা তার গুনাহের জন্য অনুতপ্ত। সে তওবা করছে। আমি কি আমার বান্দাকে মাফ না করে পারি?

প্রিয় বন্ধু! আজ থেকে খালেস তওবা করি যে, আজ থেকে কোন অবস্থাতেই গুনাহের কাজে লিপ্ত হবো না। গান শুনবনা। যিনা করব না। সুদ নিবও না,

দিবও না। ঘুষ খাবনা। মিথ্যা সাক্ষ দেব না। দাড়ি কাটবনা। বেপর্দা হবো না। অশ্লীলতা বেহায়াপনা করবনা। ঈমানকে খাটি করব। আল্লাহর খুশির জন্য সব ছাড়ব। আসুন আমরা মহান রাব্বুল আলামীনের খাটি বান্দা হয়ে যাই। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

পাপি বান্দার তওবা

কিতাবুত তাওয়াবীন এ তওবার একটি ঘটনা আছে। এক ব্যক্তি গুনাহ করতে করতে নিজেকে নিকৃষ্টতার নিম্নস্তরে নিয়ে গিয়েছিল। এক সময় তার অন্তরে আল্লাহপাক নিজের গুনাহের জঘন্যতার ব্যাপারে অনুশোচনা পয়দা করে দিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে পবিত্র করার জন্য তার অন্তরে তওবার ইচ্ছা জাগ্রত করে দিলেন। লোকটি তার স্ত্রীকে বলল, আমার গুনাহের ব্যাপারে আমার ভয় হচ্ছে। আমিতো মহান রাব্বুল আলামীনের চরম অবাধ্য। আমি তওবা করব। নিজের গুনাহের জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করব।

একথা বলে সে জনমানবহীন এক স্থানে চলে গেল। সে চিৎকার করে বলতে লাগল হে আকাশমণ্ডলী! আমার জন্য সুপারিশ করো। হে পাহাড়! আমার জন্য সুপারিশ করো। হে ভূমন্ডল! আমার জন্য সুপারিশ করো। হে ফেরেশতাগন! আমার জন্য সুপারিশ করো। এভাবে চিৎকার করতে করতে সে বেহুশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এ সময় আল্লাহ তায়ালা তার নিকট একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে দিলেন। ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বললেন, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সুসংবাদ গ্রহণ করো, তোমার তওবা কবুল হয়েছে।

লোকটি বলল, তোমার প্রতি আল্লাহ রহম করুন। কিয়ামতের সেই কঠিন দিনে মহান রবের দরবারে আমার পক্ষে কে সুপারিশকারী হবে? ফেরেশতা সান্তনা দিয়ে বললেন, তোমার আল্লাহ ভীতি ও তোমার অন্তরে পাপের ভয়ের কারণই তোমার পক্ষে সুপারিশকারী হবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এখানে লক্ষ করার বিষয় হলো, লোকটি নিজের কৃত গুনাহগুলো থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে বেহুশ হয়ে গেল। নিজের গুনাহের ব্যাপারে কত কঠিন অনুশোচনা লোকটির অন্তরে এসেছিল। প্রকৃতই সবারই তো অবস্থা এমন হওয়া উচিত।

অথচ আমাদের কি অবস্থা! গুনাহের কারণে আমাদের অন্তর সামান্য সময়ের জন্যও বেচাইন হয় না। আমাদের অন্তর পাথরের চেয়েও শক্ত হয়ে গেছে। অন্তর পাথর হয়ে গেছে। আমরা দুনিয়ার পিছে পড়ে দুনিয়ার আরাম আয়েশকে প্রধান করে নিয়েছি। আখেরাতকে ভুলে গেছি।

মৃত্যু যখন আসবে

প্রিয় ভাই ও বোন!

দুনিয়ার বিপদ তো কোন বিপদইনা। বিপদতো শুরু হবে মৃত্যুর সময় থেকে। যখন চোখের পুতুলি অকেজো হয়ে যাবে। রূহ গলা পর্যন্ত এসে যাবে। কান শ্রবন শক্তি হারাবে। চোখ দুটো প্রিয় স্ত্রী সন্তানকে স্বজনদেরকে দেখতে অসমর্থ হবে। মৃত্যুর ফেরেশতা সামনে আসবে।

আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেব (রহ.), এক মজলিসে বলেন, আমার বন্ধু গন! মৃত্যু কখন এসে যায় বলাতো যায়না, এক নিশ্বাসের ও ভরসা নেই। সব মানুষ এখানে মুসাফির। আমরা এ দুনিয়ায় আয়েশ করার জন্য আসিনাই। কিন্তু, আল্লাহ তায়ালা মানুষের পরীক্ষার জন্য দুটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন-

১) গুনাহের প্রতি মানুষের আকর্ষণ। ২) গুনাহ থেকে বাঁচার হিম্মত।

মানুষের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা দুটিই রেখেছেন। এখন আমাদের পরীক্ষায় কামিয়াব হওয়ার পালা। কে আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য আর কে আল্লাহ তায়ালার অনুগত। কে আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত সমুহ ভোগ করেও আল্লাহকে রাগানিত করে। দুনিয়ার জীবনে গুনাহের আকর্ষণ থেকে নিজেকে বাচিয়ে নেয়াই হলো আল্লাহকে ভালবাসার প্রমান। যদি কোনদিন গুনাহের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গুনাহ করেও ফেল তবে হতাশ হবেনা। দু রাকাত নামায পড়ে তওবা করে নাও, আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও।

অতএব প্রিয় বন্ধু আমার! পাকা নিয়ত করে নাও, বল হে মহান রব! আর কখনও এগুনাহ করব না। যদি শয়তান প্ররোচনা দেয় যে, এ গুনাহ কর। তাহলে আল্লাহ তায়ালার ভয় অন্তরে জাগ্রত কর। তওবার সময় আল্লাহ তায়ালার উপর পূর্ণ ভরসা রেখে বল- হে আল্লাহ! আমি তোমার উপর পূর্ণ ভরসা রেখে তওবা করছি যে, কখনও এগুনাহ করবনা। যদি কখনও করেও ফেল তাহলে আবার আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও।

আমরা আল্লাহ তায়ালাকে ছেড়ে কোথায় যাব ? আল্লাহইতো আমাদের সব। আমাদের প্রথম ও শেষ আশ্রয় তো মহান আল্লাহ তায়ালা। অন্তরতো দুনিয়ার প্রতি আকর্ষিত হবেই। দাবিয়ে রাখতে হবে।

হযরত খাজা আজীজুল হাসান মাজ্জুব (রহঃ) বলেন,

نہ چت کر سکے نفس پہلواں کو آتو یہ ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے

ارے اس سے کستی تو عمر بھر کی آ کبھی وہ دبالے کبھی تو دبالے

তরজমা : তুমি পরাজিত করতে পারলে না পাহলোয়ান নফসকে, তাহলে তুমি এ হাত পাওকে ঢিল দিওনা, আরে তার সাথে তো কুস্তি জীবনভর, কোন সময় সে জিতবে কোন সময় তুমি জিতবে।

আহ! তুমি গুনাহ না ছেড়ে আল্লাহকে ছেড়ে দিলে? আরে ভাই! আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে যাবে কোথায়? তোমার আর কি কোন রব আছে? নেই, নেই, নেই। এক আল্লাহ তিনি এক, অদ্বিতীয়। মহান, পরাক্রমশালী। সর্বশক্তিমান। সর্বসময় ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক।

প্রিয় ভাই ও বোন! আল্লাহ একজনই। গুনাহগারের ও আল্লাহ তিনিই। নেককারদের আল্লাহও তিনিই। তাহলে আল্লাহকে ছেড়ে যাব কোথায়? অন্য কোন ঠিকানা নেই। তাই আল্লাহ তায়ালার দিকে ফিরে আসো। গুনাহগুলো মাফ করাও। এতো গুনাহ নিয়ে কবরে যাবে? হাশরের ময়দানে এত গুনাহ নিয়ে মহান রবের সম্মুখে কিভাবে দাড়াবে? একবার কি ভেবেছো?

গুনাহের আকর্ষণে গুনাহের স্বাদে পরে যেমন গুনাহ করেছো, এবার তওবা এস্তেগফারের দিকে মনোযোগী হও। শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে সময় নষ্ট করনা। শয়তান মানুষের মনে এই বলে প্ররোচনা দেয় যে, তুমি এত গুনাহ করছো, আল্লাহ পাকের এত অবাধ্যতা করেছো, এখন কোন মুখে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে? তোমার লজ্জা হয় না! ভাই! আমরা আল্লাহর বান্দা। তিনি পিতা মাতার চেয়েও অনেক বেশি আপন। লজ্জা কিসের? তওবা করতে লজ্জা পাব কেন? তিনি তো আমাদের তওবার অপেক্ষায় থাকেন। তওবার সময় লজ্জা পাব কেন? আল্লাহ তায়ালার আদেশ অমান্য করে গুনাহ করতে লজ্জা হয় না? আমাদের প্রকাশ্য কাজ গোপন কাজ সব আল্লাহ তায়ালা দেখেন, কই তখন তো লজ্জা হয় না। ভাই! শয়তানের ধোঁকায় না পড়ে তওবা করুন। শয়তানের কাজ ধোঁকায় ফেলে আমাদের আল্লাহ থেকে দুরে রাখা। বান্দার কাজ শয়তানের জাল ছিন্ন করে আল্লাহ তায়ালার দিকে ফিরে যাওয়া। আল্লাহকে আপন করে নেয়া।

তাই আসুন, তওবা করতে লজ্জাবোধ না করি। বরং গুনাহ করার সময় লজ্জিত হই। আল্লাহকে ভয় করি।

কবি মির্জা গালিব এক কবিতায় লিখলেন।

کعبہ کس منہ سے جاؤگے غالب Iشرم تم کو مگر نہیں اتی

তরজমা : কা'বা গৃহে কোন মুখে যাবে গালিব! শরম তোমার কিছুই আসে না?

যদি এ কবিতার উপর আমল হতো তবে মুসলমানদের জন্য কাবায় যাওয়া সম্ভব হতো না। হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ আহমদ সাহেব, যিনি শাহ ফজলুর রহমান সাহেব গঞ্জে মুরাদাবাদী (রহঃ) এর সিলসিলার খলীফা ছিলেন, তিনি এ কবিতার ব্যাখ্যা সংশোধন করে দিলেন।

میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں شرم کو خاک میں ملاؤں گا

ان کورورو کے میں مناؤں گا Iاپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا

তরজমা : আমি ঐ মুখ নিয়ে কাবায় যাবো, লজ্জাকে মাটিতে পদদলিত করবো। তাঁকে কান্নাকাটি করে শান্ত করবো, নিজের অসম্পূর্ণ কাজগুলো এভাবে আদায় করবো।

গুনাহ থেকে বাঁচা বড় ইবাদত

১। আল্লাহ তায়ালার স্মরণের পদ্ধতী দুটি। আল্লাহ তায়ালার বাধ্য হয়ে যাওয়া। ২। আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। যে ব্যক্তি বলে আমি আল্লাহ তায়ালার অনুগত বান্দা। কিন্তু গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারলনা। তাহলে তার কথা এবং কাজে মিল নেই। সে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করছেনা। যদিও রাতভর নফল নামায পড়ে। দিনে তেলাওয়াত করে। বছরে বছরে হজ্জে যায়, কিন্তু গুনাহ করছে। তবে এ ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নাফরমানদের অন্তর্ভূক্ত।

প্রিয় ভাই ও বোন! মনে রেখ। গুনাহ থেকে বেচে থাকার ইচ্ছাটাও সাওয়াবের কাজ। এটা এমন কাজ যা বান্দাকে আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী করে দেয়।

হযরত আলী (রাযীঃ) বলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতের তালাশে আছে, সে যেন নেক আমলের প্রতি অগ্রগামী থাকে। আর যে ব্যক্তি জাহান্নামকে ভয় করে, সে যেন নিজের যৌবন কে নিয়ন্ত্রন করে।

প্রিয় বন্ধু! মনে রেখো, গুনাহ করার মজার তুলনায় তা থেকে নিজেকে বাঁচানো অনেক বেশি মজা। গুনাহের মজাতো অনেক নিয়েছো, এবার তা থেকে বিরত হয়ে দেখনা তাতে কত মজা। আল্লাহ তায়ালাতো আমাদেরকে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার এবং গুনাহ ছেড়ে দেয়ার শক্তি সাহস দিয়েছেন। ইচ্ছা করলেই হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন গুনাহ ছাড়। আসুন আমরা মনকে শক্ত করে আজ এখনই গুনাহ থেকে বিরত হয়ে যাই।

হযরত ইউসুফ (আঃ) যেমন জোলাইখার দেয়া গুনাহের দাওয়াত পেয়েও তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, এবং বন্ধ দরজার দিকে ছুটে গিয়েছিলেন বের হওয়ার জন্য, এ হিম্মতটুকুর কারণেইতো আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন বন্ধ দরজা খুলে দিয়েছিলেন। আর হযরত ইউসুফ (আঃ) আল্লাহ তায়ালার নিকট গুনাহ থেকে পরিত্রানের জন্য এই দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ! আমার কাছে আপনার পথের কারাগারই বেশি প্রিয় শুধু প্রিয়ই নয়, অনেক বেশি প্রিয়, বান্দার হিম্মততো এমনই হওয়া চাই। যে গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর পাগল বান্দা জীবন দিতেও রাজি থাকবে। তবুও গুনাহ করবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভয় ও আশা

প্রিয় ভাই ও বোন!

মনে রেখো নেককার! আখেরাতের কল্যাণ অর্জনকারীদের জন্য আল্লাহ তায়ালার ভয় ও রহমতের আশা অন্তরে থাকা অতি প্রয়োজনীয়। আল্লাহর পথের পথিকদের হৃদয়ে আল্লাহ তায়ালার ভয় এবং রহমতের আশা না থাকলে তারা উন্নতির উচ্চস্তরে পৌছতে পারেনা। পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভের পথ কঠিন ও দুর্গম। সে পথের পথিক যারা তাদের অন্তরে যদি সে বাধা অতিক্রমের অদম্য স্পৃহা না থাকে এবং মহান রবের অনুপম সৌন্দর্য দর্শনের জন্য চোখদ্বয় বিচলিত না হয়, তবে সে কঠিন ও দুর্গম পথ পাড়ি দেয়া সম্ভব হয় না।

কারণ, সে পথের স্থানে স্থানে শয়তান এসে অন্তরে কুমন্ত্রনা দিয়ে কুপ্রবৃত্তিগুলো জাগিয়ে তোলে। আর এ কুপ্রবৃত্তিই মানুষকে জাহান্নামী বানায়। শয়তান বিভিন্ন হৃদয় কাড়া জিনিসগুলো আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনরত মানুষদের সামনে হাজীর করে। বিভিন্ন রকমের ফাঁদ পেতে শয়তান তাতে বসে থাকে। তার সে জাল ছিন্ন করা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। যার অন্তরে আল্লাহর ভয় বিদ্যমান থাকে, তাকে ধোঁকা দেয়া শয়তানের জন্য সম্ভব হয় না।

মনে রেখো, আল্লাহ তায়ালার শাস্তির ভয়ে ইবাদত করার চেয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করা উত্তম। এ জগতে মহান মালিকের প্রতি বান্দার অন্তরে যে মুহাব্বত ও ভালবাসার সৃষ্টি হয়, তার চেয়ে উত্তম আর কিছুই হতে পারে না। মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতি এবং তাঁর প্রিয় হাবীবের প্রতি তুলনাহীন ভালবাসা না থাকা বান্দার পক্ষে তা চরম অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের পক্ষে একান্ত আবশ্যক যে, আল্লাহ তায়ালার প্রতি অন্তরে সদ্ভাব ও ভালবাসা উৎপন্ন করে দুনিয়া ত্যাগ করা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তার মৃত্যুর সময় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি এখন নিজের অবস্থা কেমন মনে করছো? সে ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমি আমার গুনাহের ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত আছি এবং মহান রাব্বুল আলামীনের রহমতের আশা হৃদয়ে পোষন করছি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরূপ সময়ে যে ব্যক্তির হৃদয়ে এদুটি

বিষয়ের সমাবেশ ঘটে অর্থাৎ আযাবের ভয় ও রহমতের আশা যার অন্তরে আসে, এটা ভাল লক্ষণ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত ইয়াকুব (আঃ) কে বললেন, হে আমার নবী ইয়াকুব! তুমি কি জান, আমি ইউসুফকে তোমার কাছ থেকে কেন বিচ্ছিন্ন করেছি? এর কারণ ছিল, তুমি তোমার পুত্রদের বলেছিলে, আমি আশংকা করি তোমাদের অসতর্কতার কারণে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলতে পারে। তুমি এখানে বাঘের ভয় কেন করলে? আমার করুণার আশা কেন করলেনা? ইউসুফেরে ভাইদের অসতর্কতার কথা তোমার খেয়াল ছিল। আর আমার নিরাপত্তার কথা তোমার মনে পড়েনি?

হযরত আলী (রাযীঃ) এক ব্যক্তিকে তার নিজের অপরাধের কথা স্মরণ করে চরম হতাশা প্রকাশ করতে দেখলেন। হযরত আলী (রাযীঃ) সে ব্যক্তিকে বললেন, ভাই! হতাশ হয়োনা। মহান রাব্বুল আলামীনের রহমতের ভান্ডার তোমার অপরাধ অপেক্ষা অনেক বড়।

একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে তোমরা অবিরতভাবে কান্না কাটি করতে। হাসি ঠাট্টার কথা মনেও আসত না। জনমানব শুন্য প্রান্তরে গিয়ে বুক চাপড়ে উচ্চ আওয়াজে কাঁদতে। অতঃপর হযরত জিবরাইল (আঃ) কে আল্লাহ তায়ালা পাঠিয়ে দিলেন।

জিবরাইল (আঃ) এসে বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ পাক আপনাকে বলেছেন, আমার বান্দাদেরকে আপনি নিরাশ কেন করছেন? তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে আল্লাহ তায়ালার অসীম দয়া ও করুণার কথা শুনিয়ে আশ্বস্ত করলেন।

হাদীসে পাকে ইরশাদ হচ্ছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ যখন কোন পাপ করে, পরক্ষনেই তার অন্তরে অনুশোচনা আসে, আর সে ক্ষমার আশায় আল্লাহ তায়ালার দরবারে কান্নকাটি করে। তখন রহ্মানুর রাহীম আল্লাহতায়ালা ফেরেশতাগণকে লক্ষ করে বলেন, হে ফেরেশতাগণ! তোমরা দেখ আমার বান্দা একটি পাপ করার পরই বুঝতে পেরেছ যে, আমি ছাড়া তার কোন মালিক নেই। যে তাকে তার গুনাহের জন্য পাকড়াও করতে পারে। এবং ক্ষমা করে দিতে পারে। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।

প্রিয় ভাই ও বোন! আল্লাহ তায়ালা এতই দয়ালু ও মেহেরবান যে, তাঁর নিকট খাঁটি দিলে তওবা করলে গুনাহগারের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। এবং তার জন্য অসংখ নেয়ামতের দরজা খুলে দেন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, খাটি দিলে তওবাকারীর গুনাহ আল্লাহ পাক এমনভাবে মাফ করে দেন যেন সে কোন গুনাহই করে নাই। ফেরেশতাদের নিকট লিপিবদ্ধ সমস্ত প্রামনাদিও মুছে ফেলা হয়। সুতরাং সাক্ষী দেয়ার মত কেউ থাকেনা। এবং কেয়ামতের দিন সেসব গুনাহ আর আল্লাহ তায়ালার দরবারে উত্থাপিত হবে না। ফলে এ গুনাহগুলোর জন্য বান্দাকে কেয়ামতের দিন কোন প্রকার লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হতে হবে না।

মাওলানা উমর পালন পুরী সাহেব বলেন, আমার এত দিনের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারলাম যে, দাওয়াতে তাবলীগের সফরে দ্বীনের একটি ভাল পরিবেশ পাওয়া যায়। তখন অতীতের কৃর্ত পাপের জন্য তওবা করার ও তৌফিক হয়।

এক মদ পানকারীর তওবা

মাওলানা উমর পালন পুরী সাহেব বলেন, তাবলীগের এক সফরে আমাদের সঙ্গী ছিল এক মদ পানকারী। একরাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠে সে আল্লাহ তায়ালার দরবারে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল হে আল্লাহ। হে আল্লাহ! আমি তোমার এক গুনাহগার বান্দা। এখানে আমি তোমার অনেক নেককার বান্দাদের সাথে এসেছি। এখানে আমিই শুধু অপরাধী।

আসহাবে কাহাফের সবাই নেককার ছিলেন, তাদের সঙ্গী ছিল একটি কুকুর। নেককারদের সাথে থাকার কারণে সেই কুকুরটিও ভাগ্যবানদের তালিকায় স্থানে পেয়েছে। এজামাতের সকলেই ভাল মানুষ। শুধু আমি গুনাহগার নাফরমানই কুকুরের মত তাদের সাথে অবস্থান করছি। আয় আল্লাহ! আমার অপরাধসমূহ মাফ করে দিন। আগামীতে আর কখনও তোমার নাফরমানিতে লিপ্ত হবো না।

লোকটি এসব বলে এমনভাবে কাঁদতে ছিল যে, তার অবস্থা দেখে আমার অন্তরও কেঁদে উঠল। আমি নিরবে গিয়ে তার পিছনে বসে গেলাম। রাতের অন্ধকার। যার ফলে সে আমার আগমন টের পায়নি। সে আপন মনে আল্লাহপাকের দরবারে বড়ই কাতর ভঙ্গিতে কান্নাকাটি করছিল। আমিও বড়ই কাতরস্বরে আল্লাহ তায়ালার দরবারে নিজের ও তার ক্ষমার জন্য কাঁদতেছিলাম।

ঘটনা ২

এমনই আরেকটি ঘটনা হলো, একবার দাওয়াত ও তাবলীগের একটি জামাত মক্কা থেকে তায়েফে গিয়েছিল। সে জামাতের একজন ছিল যে মদপান করত। সে আল্লাহ পাকের নিকট এই বলে কান্নাকাটি করছিল যে, আয় আল্লাহ! আমার সঙ্গীদের সকলেরই কিছু না কিছু সম্বল আছে। কারও হজ্জ আছে, কারও যিকির, কারও তেলাওয়াত, কারও দ্বীনী দাওয়াতের কাজ। আল্লাহগো! আমিই একমাত্র নিঃস্ব, কোন সম্বলই আমার নাই। আমি কোন মুখ নিয়ে তোমার সামনে শেষ বিচারের দিনে দাড়াবো?

লোকটি আসলে ছিল হিজড়া। কিন্তু চলাফেরা করত পুরুষের মত। সে খুব কান্নাকাটি করতে ছিল। হে আল্লাহ! তুমি অসহায়দের সহায়। তুমি আমার সহায় হয়ে যাও। আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও। তাবলীগের সফরে অনেককেই আল্লাহ পাক এরূপ তওবার তাওফিক দান করেছেন।

তওবার সুযোগ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। মৃত্যুর পর তওবা করা সম্ভব না। আর মুখে তওবা তওবা করলে তাকে তওবা বলে না। মুখে চাবী চাবী বললে তালা খোলেনা। তালা খুলতে হলে চাবি দিয়ে ঘুরিয়ে খুলতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা সবাইকে কুবল করুন, আমীন।

তওবা সম্পর্কে হাদীস

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা পাপ কাজ করলে ফেরেশতাগণ তা লিপিবদ্ধ করে থাকেন। মজলিসে উপস্থিত এক বেদুইন সাহাবী তখন জিজ্ঞাস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! যদি উক্ত ব্যক্তিটি পরে আবার গুনাহ করে ফেলে তবে তার কি অবস্থা হবে?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তওবা করলে সে পাপ মুছে ফেলা হবে। বেদুইন সাহাবী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, সে ব্যক্তি যদি পুনরায় গুনাহ করে ফেলে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবার লিখা হবে। সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন যদি সে আবার তওবা করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবার মুছে ফেলা হবে। বেদুইন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, এভাবে কতবার মুছে ফেলা হবে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যতবার গুনাহগার ব্যক্তি গুনাহ করে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করবে, ততবারই তার গুনাহ তার আমলনামা থেকে মুছে

ফেলা হবে। গুনাহগার ব্যক্তি যতক্ষন তওবা করে পরিশ্রান্ত বা বিরক্ত না হবে, ততক্ষন মহান রাব্বুল আলামীন বান্দাকে ক্ষমা করতে বিরক্ত হবেন না।

আর বান্দা কোন সৎ কাজ করার ইচ্ছা করলে তা কাজে পরিণত করার পূর্বেই ফেরেশতাগন তার আমল নামায় একটি নেকী লিখে দেন। এটি শুধু বান্দার সৎকাজের ইচ্ছা পোষন করার কারণে। আর বান্দা যদি সৎকাজটি করে ফেলে তাহলে ফেরেশতাগণ তার আমলনামায় দশটি নেকী লিখে ফেলে। বান্দার নিয়তও কাজের পরিপ্রেক্ষিতে এ সৎকাজকে ফেরেশতাগন সাতশতগুন পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে থাকে। পক্ষান্তরে মানুষ কোন গুনাহের ইচ্ছা করলে এ ইচ্ছার কারণে তার আমল নামায় পাপ লিখা হয়না। গুনাহ করে ফেললে ফেরেশতাগন মাত্র একটি গুনাহ লিখে থাকেন। তাও আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে তা ক্ষমা করতে পারেন। (সুত্র- কিমিয়ায়ে সায়াদাত)

আরেক হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আসমান জমিন পূর্ণ হয়ে যায় এত পরিমাণ গুনাহ করেও যদি আমার বান্দা আমার দরবারে অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা চায়, তবে আমি তাকে ক্ষমা করে থাকি।

বর্ণিত আছে, এক যুদ্ধে এক বালক তার মা সহ মুসলমানদের হাতে বন্দি হলো। বালকটি বন্দি শিবিরের বাইরে ছিল। সেখানে রৌদ্রের তাপ ছিল বেশি। রোদের উত্তাপে বালকটি ছটফট করছিল। বালকটির এ অবস্থা তার মায়ের নজরে এলে মা ব্যাকুল ও বেদনাহত হয়ে দৌড়ে বালকটির কাছে এলো। মহিলাটির এ ব্যাকুলতা ও পেরেশানী দেখে পার্শবর্তী ব্যক্তিরাও সেখানে জড়ো হলো, মহিলাটি নিতান্ত আবেগে বালকটিকে তুলে নিজের দেহের সাথে জড়িয়ে রাখল এবং সন্তানের শরীরে যেন রোদের তাপ না লাগে সেজন্য দোপাট্টা দ্বারা ছায়া দিতে লাগল। আর বলতে লাগল, এটা আমার সন্তান। সন্তানের দুরাবস্থার জন্য মহিলাটির দু চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে এলো। উপস্থিত সবাই সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহ মমতা ও কাতরতা দেখে কাঁদতে লাগল।

এরই মধ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ মহিলাটির এই ঘটনা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জানালো। মহিলাটির পুত্রস্নেহ ব্যাকুলতার কথা শুনে তিনিও ব্যথিত হলেন এবং বলতে লাগলেন, তোমরা এ মায়ের সন্তানের প্রতি স্নেহের অতিশয্য ও দয়ার আধিক্য দেখে বিস্ময় বোধ করছ কি? লোকেরা উত্তর দিল, হ্যাঁ আল্লাহর রাসুল! এমন বিস্ময়কর মাতৃস্নেহ ও পেরেশানী দেখে আমরাও ব্যাথিত হয়েছি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ মহিলাটি তার সন্তানের প্রতি যে পরিমাণ স্নেহ ও দয়া পোষণ করেছে, মহান রাব্বুল আলামীনের দয়া ও স্নেহ বান্দার প্রতি এর চেয়েও বহুগুনে বেশি। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামগণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জবানে এ সুসংবাদ শুনে আল্লাহ তায়ালার করুণা লাভের আশায় এত আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তেমন আনন্দ তারা আর কখনও পাননি।

আরেক হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা গুনাহ করার পর ছয় ঘন্টা পর্যন্ত উক্ত গুনাহ ফেরেশতাগণ তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করেন না। এই সময়ের মধ্যে যদি বান্দা তার গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে তাহলে ফেরেশতাগণ তা লিপিবদ্ধ করেন না। কিন্তু ছয়ঘণ্টা পার হয়ে যাওয়ার পর তওবা না করলে ডান পার্শের ফেরেশতা বাম পার্শের ফেরেশতাকে বলেন, তুমি তার আমলনামায় গুনাহ লিখনা। আমি তার পরিবর্তে একটি নেকী লিপিবদ্ধ করবনা। যেহেতু প্রত্যেক নেকীর বিনিময়ে দশগুন সাওয়াব প্রাপ্য হয়, তাই একভাগ নেকী উক্ত গুনাহের পরিবর্তে ছেড়ে দেয়া হয়। বাকি নয় গুণ নেকী বান্দার আমলনামায় থেকে যায়।

কোরআনে পাকে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ

নিশ্চয়ই আপনার রব মানবজাতীর জন্য তাদের গুনাহসমুহ থাকা সত্তেও ক্ষমার অধিপতি। (সূরা-রাদ-৪৮)

প্রিয় ভাই বোন!

মহান রাব্বুল আলামীনের অপার করুণা অসীম দান এবং পূর্ণ অনুগ্রহের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়ার পরও আমরা অলসতা না করি। নিজের গুনাহগুলোকে মাফ করিয়ে নিতে না পারলে আমার আখেরাত বড় বিপদজনক হবে।

সে সমস্ত মানুষদের বলব, যারা এত অধিক পরিমান গুনাহ করেছে, আর সে গুনাহের মুক্তির ব্যাপারে তারা নিরাশ হয়ে পড়েছে, তাদের অন্তরে এ ধারণা বদ্ধমুল হয়ে গেছে যে, আমার মত পাপিকে আল্লাহ ক্ষমা করবে না। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা তওবাও করছেনা। আবার গুনাহ ও ছাড়ছেনা। গুনাহের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। হতাশ হয়ে তওবা ছেড়ে দিয়ে নিজেকে জাহান্নামের ইন্ধন বানাচ্ছে। মনে রাখবেন, মহান করুণাময় আল্লাহ তায়ালার রহমতের বারীধারা বর্ষিত হতে থাকা রহমত আমরা আল্লাহর কাছে চাই। তিনি দিবেন। রহমত, বরকত, ক্ষমাতো আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্যই রেখেছেন। শুধু

প্রয়োজন আমার অনুতপ্ত হৃদয়ের আকুতি। আসুন তওবা করি। কাঁদি। এমন দায়ালু মহান করুণাময় আল্লাহ তায়ালা আমাদের মত গুনাহগারের গুনাহ মাফ করতে কার্পণ্য করবেননা। আল্লাহ পাক রাব্বুর আলামীন সবাইকে কবুল করুন আমীন।

আযাবের ভয়

প্রিয় মুসলমান ভাই ও বোনেরা!

আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করা সমস্ত হেকমতের মুল। নিজের পরহেযগারী গুনাহমুক্ত জীবন এবং আল্লাহ ভীতি হলো সর্বপ্রকার সৌভাগ্য ও আখেরাতের কল্যাণের বীজ।

কেননা, অন্তরের চাহিদা ও আকাঙ্খাকে বিনাশ করতে না পারলে এবং নিজেকে দুনিয়াবী ভোগ বিলাস থেকে বাঁচাতে না পারলে মানুষ আখেরাতের পথে সফলতা অর্জন করতে পারে না।

আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ প্রাপ্তির ব্যাপারে বহু হাদীস বর্নিত আছে। যাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালার ভয় আছে এবং তা প্রবলভাবে বিদ্যমান, এসব হাদীস সমুহ তাদের জন্য সুসংবাদ যোগ্য। কিন্তু যারা দুনিয়াবী মোহে আক্রান্ত হয়ে ধর্মীয় কর্তব্যগুলো পালনে অমনোযোগী। অথবা যাদের অন্তর মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছে, কোন প্রকার উপদেশ বা নসিহতই যাদের অন্তরকে বিগলিত করেনা। তাদের মনে রাখা উচিত যে, বহু মুসলমান নিজেদের গুনাহের কারণে জাহান্নামে যাবে। তারা নিজ নিজ গুনাহের মাত্রা অনুযায়ী নির্ধারীত সময় পর্যন্ত জাহান্নামের আগুনে জলবে। শাস্তি ভোগ করবে। অবশেষে তারা মুক্তি লাভ করবে। আবার বহু মুসলমানকে জাহান্নামে যেতে হবে তাদের গুনাহের কারণে এটাতো অবধারিত। এখন যদি আমরা সাময়ীকভাবে ধরে নেই যে মাত্র একজন হাজারে বা লাখে একজন বা কোটিতে একজন জাহান্নামে যাবে। তবুওতো মহা চিন্তার বিষয়, সে জাহান্নামীতো নির্দিষ্ট নেই কে যাবে। সে হিসেবে আমিওতো সে হতভাগা হতে পারি?

হে ভাই! ও বোন! আমিওতো সে একজন হতে পারী। একথাটিইতো আমাদের অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই বুদ্ধীমান মাত্রই এভয়ে তটস্ত থাকা উচিত এবং এ ভয়ে প্রত্যেক মুসলমানকেই সতর্কতার সাথে গুনাহের পথ থেকে বিরত থাকা উচিত। এবং অবশ্যই গুনাহ থেকে বেচে নেকীর দিকে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। যাতে শেষ পর্যন্ত জাহান্নামের ইন্ধন না হতে হয়।

হযরত সাহাবায়ে কেরামগণের মত মহান মানুষগণের অন্তরেও আযাবের ভয় ও রহমতের আশা সমানভাবে বিরাজমান ছিল।

হযরত ফারুকে আজম (রাযীঃ) (ওমর) বলেছেন, কাল কিয়ামতের মাঠে যদি ঘোষনা হয় যে, একজন মাত্র ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে, তবে আমার আশংকা যে, না জানি সে ব্যক্তি আমিই হই।

একদনি প্রখ্যাত বুযুর্গ হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায কে কেউ জিজ্ঞেস করল, কাল কিয়ামতের মাঠে কোন ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক নিরাপদে থাকবে? জবাবে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালার শাস্তিকে বেশী ভয় করে সে ব্যক্তিই কেয়ামতের দিন অধিক নিরাপদে থাকবে।

হযরত আবু বকর (রাযীঃ) বলেছেন, কাঁদো। যদি কান্না না আসে তবে কাঁদার চেষ্টা করে নিজেকে রোদনকারী বানাও।

হযরত কাবুল আহবার (রাযীঃ) বলেছেন, সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আল্লাহর রাস্তায় দান করা অপেক্ষা আল্লাহর ভয়ে কান্নাকে আমি অধিক প্রিয় মনে করি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে অশ্রুবিন্দু আল্লাহ তায়ালার ভয়ে বান্দার চোখ থেকে নির্গত হয়, আর যে রক্তবিন্দু আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জিহাদ করে মানবদেহ থেকে নির্গত হয়, দুনিয়ার কোন কিছুই আল্লাহ তায়ালার নিকট এ দুটির চেয়ে অধিকতর প্রিয় নয়।

এক বুযুর্গ ব্যক্তিকে আকাশের দিকে হাত তুলে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করা হলো হযরত! কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, যে সময় ঘোষনা করা হবে যে, প্রত্যেক মানুষকে তার কর্মের প্রতিদান দেয়া হবে, সে সময়ের কথা মনে করে আমি কাঁদছি।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) কে একজন জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি কেমন আছেন? জবাবে তিনি বললেন, আচ্ছা বলোতো সে ব্যক্তির অবস্থা কেমন হতে পারে, যে ব্যক্তি নৌকায় চড়ে সমুদ্র ভ্রমন করার সময় হঠাৎ ঢেউয়ের আঘাতে তার নৌকাটি ভেঙ্গে গেল এবং আরোহীরা এক একজন একেকটি তক্তা ধরে সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। লোকটি বলল, আরোহীদের অবস্থাতো শোচনীয় হবে। তখন হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বললেন, আমার অবস্থাও তেমনই মনে কর।

প্রিয় ভাই বোনেরা! আল্লাহ তায়ালার সে সব প্রিয় বান্দাগণ ইবাদত বন্দেগীতে কত অগ্রগামী ছিলেন। তারপরও আযাবের ভয়ে তারা কেমন ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন। আর আমরা সে তুলনায় কোন অবস্থায় আছি? আমাদের পাপের তো সীমা নাই। কিন্তু তার পরও আমরা নির্ভয়ে আছি! আহ! আমরা

কত বোকা। আমরা আমাদের পাহাড় সমান গুনাহ নিয়ে নির্ভয়ে দিনপার করছি। গুনাহের বোঝা বৃদ্ধি করেই চলেছি। আরে ভাই, পাপের বোঝা বাড়ছে, কবরের পথ কমছে। আমার অন্তরের আকাংখা সীমাহীন। কিন্তু কবরের পথ কয়েক মুহূর্ত। এ জগত ক্ষণস্থায়ী। আর পরকাল চিরস্থায়ী। সাবধান, অসতর্ক হয়ে নিজেকে বরবাদ করোনা।

নারীর ভয়ে এক আবেদের কান্না

প্রখ্যাত বুযুর্গ সুলাইমান ইবনে বাশার (রহঃ) সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। তিনি নিজে তার একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। আমি হজ্জে গিয়ে ঠিক হজ্জের কাজ সমাপ্তির দিকে মদীনা শরীফ থেকে বের হয়ে আবওয়া নামক স্থানে একটু বিশ্রামের জন্য বিরতি নিলাম। আমার সঙ্গী কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদী ক্রয় করার জন্য অন্যত্র চলে গেল। আমাকে একাকি পেয়ে একজন পরমা সুন্দরী মহিলা তার নেকাব খুলে আমার নিকট উপস্থিত হলো। মহিলাটি কথাবার্তার মাধ্যমে তার ইচ্ছা আমার কাছে বর্ণনা করতে লাগল। সে বলতে লাগল, হে সাকী! অনুগ্রহ করে তোমার ভালবাসার শরাব দ্বারা আমার পেয়ালা পূর্ণ করে দাও। তার কথায় আমি দ্বিধায় পড়ে গেলাম। আমি ভাবলাম, মহিলাটির হয়ত ক্ষুধা পেয়েছে, তাই কিছু খাবার তার সামনে রাখলাম। সে বলল, আমি এর প্রত্যাশী নই, বরং নারী যা পুরুষের কাছ থেকে সব সময় কামনা করে, তাই আমি চাই।

মহিলার একথা শুনে আমি মাথা নিচু করে কান্নাও বিলাপ করতে লাগলাম

এত বেশি কাঁদতে লাগলাম যে, আমার অশ্রুধারা দেখে মহিলাটি হতভম্ব হয়ে তার মুখ নেকাব দ্বারা ঢেকে ফেলল। তারপর মহিলাটি চলে গেল।

আমার সঙ্গী ততক্ষণে কাজ শেষ করে ফিরে এসেছে এবং আমার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলো। হযরত কাঁদছেন কেন? আমি আমার অবস্থা তার থেকে আড়াল করতে চাইলাম। বললাম, স্ত্রী সন্তানদের বিচ্ছেদ বড়ই কষ্টকর। সঙ্গী বলল, না আমিতো আপনাকে চিন্তামুক্ত রেখে গেলাম, স্ত্রী সন্তানের ব্যাপারেও তা আপনি পেরেশান হবার মত নন। অবশ্যই কোন নতুন ঘটনা ঘটেছে, আমাকে খুলে বলুন। অবশেষে তার বারবার অনুরোধে আমি তার কাছে সত্য ঘটনা খুলে বললাম। আমার কাহিনী শুনে তিনিও কাঁদতে শুরু করলেন। আমি তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাস করলে বললেন, আপনিতো এমন মায়াবীনীর মায়াজাল ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু আমি এমন জালে আটকে গেলে নিজেকে কখনও মুক্ত করতে সক্ষম হতাম না।

তারপর আমরা মক্কা শরীফ পৌছে তাওয়াফ ও সায়ী শেষ করে আমাদের থাকার জায়গায় চলে গেলাম। রাতে ঘুমিয়ে স্বপ্নে দেখলাম এক সুদর্শন মহাপুরুষকে। যার মুখ মণ্ডল পূর্ণ চাঁদের ন্যায় উজ্জল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে? জবাবে তিনি বললেন, আমি ইউসুফ (আঃ)। আমি বললাম ইউসুফ সিদ্দীক? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম আজিজে মিসরের স্ত্রীর সাথে আপনার ঘটনা বিস্ময়কর। তিনি বললেন, আরব নারীর সাথে তোমার ঘটনাও বিস্ময় কর।

প্রিয় ভাই ও বোন! ভাবুনতো আরবের পরমা সুন্দরী নারী তাকে তার প্রতি আহবান করছে। আর তিনি আল্লাহ তায়ালার ভয়ে নিজেকে তা থেকে মুক্ত রেখেছেন। তাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালার ভয় কত প্রবল ছিল। তারা কতইনা বুদ্ধিমান। বিচক্ষণ ছিলেন যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বাহ্যিক ভোগ বিলাসে না মজে চিরস্থায়ী শান্তির দিকে খেয়াল রেখেছেন।

তিন বন্ধুর তওবা

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযীঃ) বলেছেন, তিনি হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এরূপ বলতে শুনেছেন, অতিতকালে তিন বন্ধু সফরে বের হলো। একদিন কোন এক নির্জন স্থানে এক পাহাড়ি গুহায় তারা রাত যাপন করার জন্য প্রবেশ করল। ঘটনাক্রমে পাহাড়ের উপর থেকে বড় একটি পাথর গড়িয়ে গুহার মুখে এমনভাবে পতিত হলো যে বের হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়। পাথরটি এত বড় ছিল যে, তারা তিনজনে মিলে তা এক বিন্দু পরিমানও স্থানান্তর করতে পারেনি। অবশেষে উপায়হীন হয়ে তারা পরস্পরে পরামর্শ করল যে তারা তাদের নিজ নজি নেক আমলের কথা উল্লেখ করে নিতান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তায়ালার দরবারে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য কান্নাকাটি করবে। হয়ত আল্লাহ তায়ালা আমাদের নেক কাজগুলোর উছিলায় এ বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করবেন।

এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের একজন হাত তুলে দোয়া শুরু করল। কাতরতার সাথে সে বলতে লাগল, হে মহান রাব্বুল আলামীন। তুমিতো জানো আমার পিতামাতা ছিলেন। তাদের মুখে খাবার তুলে না দিয়ে আমি কখনও খাবার গ্রহণ করতাম না। একদিন আমি কোন কাজে একটু দূরে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে ফিরতে আমার অনেক রাত হয়েছিল। ফিরে দেখলাম পিতা মাতা ঘুমিয়ে পড়েছেন। আসার সময় কিছু দুধ ক্রয় করে নিয়ে এসেছিলাম। তাদের জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষায় আমি দুধের পেয়ালা হাতে দাড়িঁয়েছিলাম তাদের শিয়রে। গভীর ঘুমে থাকা পিতা মাতা ভোর হওয়া পর্যন্ত জাগলেন না। আমি ভোর পর্যন্ত

পেয়ালা হাতে দাড়িয়েছিলাম। হে আল্লাহ! তুমি তো অবশ্যই জানো, আমি কেবল তোমার সন্তুষ্টির জন্যই এ কাজ করেছি হে আল্লাহ! এ উছিলায় আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করো। এ ব্যক্তির দোয়া শেষ হওয়া মাত্র পাথরটি গুহার মুখ থেকে একটু সরে যায়। কিন্তু বের হওয়ার জন্য সে ফাকটুকু যথেষ্ট ছিল না।

অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি দোয়া করতে শুরু করল, সে বলতে লাগল, হে মহান করুণাময়! তুমি অন্তর্জামী। তুমি সব অবগত আছ। আমার এক চাচাতো বোন ছিল পরমা সুন্দরী। আমি তার প্রেমাশক্ত ছিলাম। কিন্তু সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করত। ইতমধ্যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। চাচাতো বোন দুর্ভিক্ষের যাতনা সইতে না পেরে সাহায্যের জন্য আমাকে বিরক্ত করত। পরিশেষে আমি এসুযোগে তাকে বিশটি স্বর্ণমুদ্রা করজ দিলাম এ শর্তে যে, সে আমার মনবাসনা পূর্ণ করবে। তারপর ওয়াদা অনুযায়ী আমি তাকে স্পর্শ করা মাত্রই সে বলল সাবধান, আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তায়ালা সব দেখছেন। তার একথায় আমি ভীত হয়ে সে যুবতীকে বাহুডোর থেকে মুক্ত করে দিলাম। যদিও তাকে পাওয়ার জন্য আমি আমার যাবতীয় স্বর্ণ মুদ্রা ব্যায় করতে প্রস্তুত ছিলাম।

হে আল্লাহ! হে করুণার সিন্ধু! হে মহান মালিক। তুমিতো জানো, একমাত্র তোমার ভয়ে ভীত হয়ে উক্ত কুকর্ম থেকে বিরত ছিলাম। আজ সে উছিলায় আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর। তার দোয়া শেষ হতেই পাথরটি একটু ফাঁক হলো। যদিওতা বের হবার জন্য যথেষ্ট ছিলনা।

তারপর তৃতীয় ব্যক্তি দোয়া শুরু করল। সে বলতে লাগল, হে মহান রাব্বুল আলামীন! তুমিতো আমার সর্ব অবস্থা জানো। কোনো এক সময় আমি কিছু মজুরকে কাজে খাটিয়ে সকল মজুরকেই তাদের প্রাপ্য মজুরী প্রদান করেছিলাম। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন শ্রমিক তার মজুরী না নিয়েই চলে গেল। আমি তার ভাগের মজুরী দিয়ে একটি বকরী ক্রয় করে ব্যাবসা শুরু করলাম। সে বকরিটি দিয়ে কয়েক বছরে উক্ত ব্যাবসায় প্রচুর লাভ হয়। অনেক সম্পদ জমা হয়। কয়েকবছর পর উক্ত শ্রমিক তার প্রাপ্য নেয়ার জন্য আমার কাছে আসল। এ সময়ের মধ্যে তার টাকায় ক্রয়কৃত বকরীর দ্বারা বহু সংখক উট, ভেড়া, বকরী দাস দাসীসহ অন্যান্য আরও সম্পদ জমা হয়েছিল। মজুর যখন তার মজুরী দাবী করল, আমি বললাম এখানে যা দেখছ, উট, ভেড়া, বকরী দাসদাসীসহ যাবতীয় সম্পদ, এসবই তোমার শ্রমের মজুরী। গরীব মজুর তা শুনে অবাক! বিস্ময়ের সাথে বলল, আমি বুঝতে পারছিনা আপনি আমার সাথে কেন ঠাট্টা করছেন? জবাবে আমি বললাম, না ভাই বাস্তবিকই এসব তোমার শ্রমের মজুরী। কেননা,

তোমার না নেয়া টাকা দিয়েই আমি এ ব্যাবসা আরম্ভ করেছিলাম, আর তা বৃদ্ধি পেয়ে আজ এ অবস্থায় এসেছে। তুমি এগুলো গ্রহণ করে আমাকে চিন্তামুক্ত করো। আর এ সম্পদ থেকে বিন্দু পরিমাণও আমার জন্য রাখিনি। তারপর সে ব্যক্তি তার সম্পদ নিয়ে চলে গেল।

হে দয়াময় রহমানুর রাহীম। তুমিতো জানো যে, কেবল তোমার সন্তুষ্টির জন্যই আমি সে মহৎ কাজ করেছিলাম। তাই আজ সে কাজের উছিলায় আমাদেরকে এ মহা বিপদ থেকে উদ্ধার করে দাও। তার দোয়া শেষ হতেই পাথরটি গুহামুখ থেকে সম্পূর্ণ সরে গেল। তারপর তিন জনই আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করতে করতে গুহা থেকে বরে হয়ে গেল।

প্রিয় ভাই ও বোন! মানুষ যখন কুপ্রবৃত্তির ধোঁকায় পড়ে অথবা অভিশপ্ত শয়তানের ধোঁকায় পড়ে কিংবা দুনিয়ার মোহে পড়ে আল্লাহ তায়ালার কোন বিধি নিষেধ লংঘন করে, অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে গুনাহের পথে চলে। অতঃপর সে মনে প্রাণে গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে রহমানুর রাহীম পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার দরবারে তওবা করে। এবং ভবিষ্যতে কখনও গুনাহ না করার দৃঢ় অঙ্গীকার করে। তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেন।

মহান রাব্বুল আলামীন বড় দয়াশীল। তিনি সব দয়াশীলের বাদশা। আল্লাহ তায়ালার দয়ার তুলনা কোন কিছুর সাথেই হয়না। বান্দার একটি ছোট ভাল কাজও আল্লাহর দয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই আমাদের উচিত সবসময় আল্লাহ তায়ালার দয়াও সুন্তুষ্টির তালাশে থাকা। আমরাতো জানিনা আল্লাহ পাক কখন আমাদের কোন ভাল কাজটি পছন্দ করেন।

অন্তরকে আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালবাসা দিয়ে পুর্ণ করো

প্রিয় ভাই ও বোন!

একথা মনে রেখো যে, আল্লাহ রাববুল আলামীন ও প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি মুহাব্বত দ্বারা অন্তর পূর্ণ না করতে পারলে সে অন্তর শুন্য।

ইবাদত ও ইতায়াত তথা আল্লাহ তায়ালার গোলামী ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য ও অনুসরনই হলো আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ। আজ আমরা দুনিয়া কামাই করছি, কিন্তু আল্লাহ তায়ালাকে ভূলে গেছি। আরে ভাই! যে অন্তরে আল্লাহ নেই, সে অন্তরতো ফাঁকা। আল্লাহ ছাড়া যে অন্তর

তাতো খা খা মরুভূমির মতো। আমাদের এই শূন্য হৃদয়কে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ভালবাসা দিয়ে পূর্ণ করতে হবে, তবেই বিরান মরুভূমির মতো অন্তর সজিব হবে। কোরআনে পাকে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ভালবাসেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করেন। অবশ্যই তিনি পরম দয়ালু। (সূরা আলে ইমরান-৩১)

সত্যিকারের মুমিন ও আল্লাহ ভক্তদের পরিচয় হচ্ছে, তারা আল্লাহ তায়ালার প্রতিটি হুকুম আহকাম পালন করেন। একমাত্র আল্লাহ পাকের আনুগত্যকে সকল বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেন। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করেন।

চারটি বিষয় এমন রয়েছে, যেগুলোর দাবী করতে হলে তার ভিতর অপর চারটি বিষয় থাকতে হবে। অন্যথায় এদাবী মিথ্যা বলে বিবেচিত হবে।

প্রথমত, যে ব্যক্তি জান্নাতের আশা রাখে এবং জান্নাতে প্রবেশের তীব্র অনুরাগ প্রদর্শন করে। অথচ নেক আমল করে না। ইবাদতে মগ্ন হয় না। তবে তার দাবী মিথ্যা।

দ্বিতীয়ত - যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি মুহাব্বতের দাবী করে অথচ দ্বীনের খাদেম উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনকে মোহাব্বত করেনা। মসজিদ মাদরাসার সাথে দুশমনী রাখে। তবে তার দাবী মিথ্যা।

তৃতীয়ত- যে ব্যক্তি জাহান্নামের আযাবকে ভয় করে বলে দাবী করে, অথচ গুনাহ ছাড়তে পারলনা। তবে তার দাবী মিথ্যা।

চতুর্থ- যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার প্রতি মোহাব্বত ও ভালবাসার দাবী করে অথচ বিপদ আপদের পরীক্ষায় অধৈর্য হয়ে আল্লাহ তায়ালার প্রতি শেকায়েত ও অভিযোগ করে। (অর্থাৎ কোন চরম বিপদে পড়লে কেউ বলে থাকে, আল্লাহ শুধু (আমাকেই দেখে, নাউযুবিল্লাহ) তবে তার দাবী মিথ্যা।

হযরত রাবেয়া বসরী (রহঃ) বলেছেন, মুখে আল্লাহ তায়ালর মোহাব্বতের দাবী করো অথচ কার্যত তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত আছো। বস্তুতই যদি তোমার দাবী সত্য হতো, তাহলে অবশ্যই তুমি তার অনুগত হয়ে চলতে। কেননা, সাত্যিকারের প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের অনুগত হয়ে থাকে।

মোট কথা ভালবাসার দাবিই হচ্ছে, প্রেমাস্পদের অনুগত হওয়া। তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণ করা। এবং সবসময় সন্তুষ্টির দিকে খেয়াল রাখা।

হযরত রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আপনি হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে খলিল বানিয়েছেন। হযরত মূসা (আঃ) কে কলিমুল্লাহ বানিয়েছেন। হযরত দাউদ (আঃ) কে লোহাকে মোমের মত নরম করার শক্তি দিয়েছেন। হযরত সোলাইমান (আঃ) এর অনুগত করে দিয়েছেন বাতাশকে। হযরত ঈসা (আঃ) কে ক্ষমতা দিয়েছেন মুর্দাকে জিন্দা করার। আয় আল্লাহ! আমাকে কি দিয়েছেন? আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে আমার বন্ধু! আপনাকে আমি সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন জিনিস দিয়েছি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে চাইলেন, কি সে মর্যাদা ? আল্লাহ তায়ালা বললেন, কেয়ামত পর্যন্ত আমার নামের সঙ্গে আপনার নাম উচ্চারিত হবে।

প্রিয় দোস্ত ও বুযুর্গ! আমাদের জানাা হয়ে গেছে, আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের একমাত্র উপায় হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরিকার উপর জীবন যাপন করা। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমরা আমার এবং আমার হাবীবের আনুগত্য করো। করতেই হবে।

মোহাম্মদী তরিকা সমস্ত উম্মতের জন্য দেয়া হয়েছে। সব মানুষের জন্য দেয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আবু সুফিয়ান! আমি তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিয়ে এসেছি। আমার কথা মেনে নাও। আমি তোমাদেরকে সবচেয়ে উত্তম পথের উপর রেখে যাচ্ছি। এ পথ কখনও অন্ধকারে ঢেকে যাবে না। এ পথ সব সময় ইলাহী নুরে আলোকিত থাকবে। অবশ্যই আল্লাহর নির্বাচিত পথের উজ্জলতা কখনও ম্লান হবে না। যারা এ পথ থেকে দুরে সরে গেছে, তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। অপমান অপদস্ত হয়েছে। আর যারা এ পথের অনুসরণ করেছে, তারা সফল হয়েছে।

প্রিয় ভাই ও বোন! ইসলামের স্বার্থে স্থাপিত সম্পর্কই হচ্ছে আমাদের আসল সম্পর্ক। এ সম্পর্ক জাতীয়তার সম্পর্ক নয়, ভাষাগত সম্পর্ক নয়। আঞ্চলিকতার সম্পর্ক নয়। এ সম্পর্ক এমন এক মহান সম্পর্ক, যে, এক কালেমা ওয়ালা দুনিয়ার সমস্ত কালেমা ওয়ালার ভাই হয়ে যায়।

হযরত মুসয়াব ইবনে উমায়ের (রাযীঃ) এর ভাই মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়েছে। বন্দি বলল, মুসয়াব! তুমি আমার ভাই হয়ে আমাকে বাধতে বলছো? মুসয়াব (রাযীঃ) বললেন, তুমি আমার ভাই নয়। তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দুশমন। যারা তোমাকে বাধছে, এরাই আমার ভাই।

শেষ বিচারের দিনে

সেদিন বড় কঠিন অবস্থা হবে সবার। হাশরের দিন। কেউ কারও থাকবেনা। সবাই থাকবে দিশেহারা। পেরেশান। কি উপায় হবে? আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন,

كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا

যেদিন চৌচির হয়ে ফেটে যাবে জমিন। (সূরা আল-ফাযর-১৯)

يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا

যেদিন তুমি কবর থেকে বেরিয়ে আসবে দ্রুত গতিতে। (সূরা আল মাআরিজ-৪৩)

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَاهُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ

যখন শিঙ্গায় ফু দেয়া হবে তখনই তারা কবর থেকে তাদের প্রভুর দিকে ছুটে চলবে। (সূরা ইয়াসীন-৫১)

قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا

তারা বলবে হায় কি বিপদ! আমাদেরকে কে ঘুম থেকে জাগ্রত করল ? (সূরা ইয়াসীন-৫২)

هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ

জবাব আসবে, দয়ালু আল্লাহ তায়ালাতো এরই ওয়াদা করেছিলেন। আর রাসূলগণ সত্য বলেছিলেন। (সূরা ইয়াসীন)

সেদিন সিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। সেটা হবে ভয়াবহ দিন। প্রতিটি মানুষ সেদিন কবর ফুড়ে বের হবে। তারপর তারা দেখবে স্বচক্ষে হাশরের ময়াদান। শুধু সমতল মাঠ, কোথাও উচু নিচু নেই। হাজির হবে দুনিয়ার আদি অন্ত সব মানুষ। প্রত্যেকের সাথে একজন ফেরেশতা থাকবে। ফেরেশতা বলবেন, তুমিতো এদিনের ব্যাপারে উদাসিন ছিলে। তার পর সেই ফেরেশতা বান্দার আমলনামা বের করবে। সে আমলনামায় লেখা থাকবে সব কিছু। পুংখানো পুংখানোভাবে।

সেদিন কি ঘটবে কার ভাগ্যে জানা হয়ে যাবে, কে পাবে জান্নাত আর কে পাবে জাহান্নাম। বড় ভয়ংকর সে দিন, মহা বপিদের দিন। রূদ্ধশাস সে মুহূর্ত। কি হবে? আমার জায়গা কোথায় হবে? জান্নাতে না জাহান্নামে?

হযরত আবু যর গিফারী (রাযীঃ) থেকে বলা হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রোজ একটা করে নতুন আমলনামা তৈরী হয় প্রত্যেক লোকের জন্য। যে মানুষ শুধু গুনাহই করে, তওবা না করলে তার সে দিনের আমলনামা কালো হয়ে থাকে। আর যে মানুষ আল্লাহ তায়ালার ভয়ে নিজের কৃত গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে, আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। আর প্রতিজ্ঞা করে, যে ভবিষ্যতে আর গুনাহ করবনা। আল্লাহ তায়ালা তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন। তার আমলনামা উজ্জল হয়ে উঠে।

ফকীহ আবু লাইস সমরকন্দী (রহঃ) তাঁর জগত বিখ্যাত কিতাব তাম্বিহুল গাফেলীনে লেখেন, প্রতিটা মানুষের সাথে দুজন ফেরেশতা আছে, তারা দিনরাত সেই লোকের দেখাশোনা করেন। নজর রাখেন প্রতিটা কাজের। দুজন ফেরেশতা বান্দার প্রতিটা কাজ লিখে রাখে। লোকটি শাস নেয় তাঁরা লিখেন। চোখ দিয়ে মন্দটা দেখে তা লিখেন। অন্তরের কামনা বাসনা তারা লিখে রাখেন। হাটা চলা সব লিখে রাখেন। আমার পাপ পুণ্য আমার হাসি আনন্দ সব লিখে রাখেন।

এভাবেই দুজন ফেরেশতা প্রতিটি মানুষের প্রতিটি সেকেন্ড মিনিট ঘন্টা প্রতিটি মুহূর্ত লিখতে থাকেন মানুষের কর্মতৎপরতা। এটাই আমার পরকালের মুক্তির সনদ, যদি তা নেকীতে পূর্ণ থাকে। আর যদি পাপে পূর্ণ থাকে সে আমলনামা, তাহলে পরকালে মহা বিপদ অপেক্ষা করছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, আর নিশ্চয়ই রয়েছে দুজন ফেরেশতা, তোমাদের চোখে চোখে রাখার জন্য। তারা রোজ সকালে বিকালে মানুষের কাজগুলো আল্লাহ তায়ালাকে দেখান। তারপর সেগুলো যত্ন করে রেখে দেয়া হয়।

একদিন বান্দার শেষ সময় এসে যায়। চলে আসেন মৃত্যুদূত আযরাইল (আঃ)। প্রাণ বায়ু দেহ ছেড়ে চলে যায়। তখন ওই আমলনামাগুলো একত্রিত করে মালার মত পরিয়ে দেয়া হয় গলায়। হার যেমন গলার সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়, তেমনি বান্দার আমলনামা নেককারের জন্য সৌন্দর্যের কারণ। আর গুনাহগারের গলায় যখন তার আমলনামা পরিয়ে দেয়া হয় তখন তাকে আরও কুৎসিত করে তোলে।

হাশরের দিন মানুষ তার আমননামা দেখতে পাবে। তখন বান্দাকে বলা হবে পড়, তুমি দুনিয়াতে যা করেছো। নেককার তার আমলনামা পড়ে খুশি হবে।

আর বদকার যখন তার আমলনামা হাতে পাবে, তখন তাকে বলা হবে, পড় যা তুমি দুনিয়াতে করেছো। সে তার বাম হাতে আমলনামা পাবে। সে তার

আমলনামা পড়ে অবাক হবে, নিজেকে ধিক্কার দিবে, দিশেহারা হয়ে পড়বে। বলবে একি? এতে তো কোন কিছুই বাদ পড়েনি, আমি যা করেছি সবই লেখা আছে। তখন সে পালাবার পথ খুজবে। কিন্তু পালাবার পথ নেই। কোথায় পালাবে?

এরপর আসবে অবিশ্বাসীদের পালা। তারা ঈমান আনেনি। তাই তাদের আমলনামায় কোন নেকী নেই। এরা জাহান্নামে যাবে। সেখানেই থাকবে চিরকাল।

হায়! আমার আমলনামা যখন আমার হাতে দেয়া হবে!

আল্লাহ তায়ালা বলেন, আর বইটি রাখা হবে তাদের সামনে। ওতে যা লেখা আছে তা পড়ে পাপিরা ভয়ে হতচকিত হয়ে যাবে। ওরা বলবে সর্বনাশ! একি! কি ধরনের বই এটা! এতে দেখছি ছোট বড় কোন কিছুই বাদ পড়েনি। সবই লেখা আছে। তারা যা করেছিল সবই তাদের সামনে হাজির।

সব মানুষকেই আলাদা করে তার আমলনামা দেয়া হবে। নেককার পাবে ডান হাতে। গুনাহগার পাবে বাম হাতে। যে মানুষ দুনিয়ার জীবনকে আসল মনে করে। এখানে চাওয়া পাওয়া ধন সম্পদ ভোগ বিলাস অর্জনকে জীবনের উদ্দেশ্য করেছিল, সে পরকালের প্রতি উদাসিন ছিল। এসবকে কল্পনা আর অবাস্তব মনে করত। তাই বহু মানুষ চরম বেপরোয়া। তাদের এসব কাজ আল্লাহ তায়ালা দেখেছেন, আল্লাহ তায়ালা অপেক্ষা করছিলেন, সে ফিরে আসে কিনা? তাকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনার জন্য পাঠিয়েছিলেন নবী ও রাসুলদের। তার হেদায়েতের জন্য দেয়া হয়েছিল আল্লাহ তায়ালার নির্বাচিত কিতাব। কিন্তু সে ছিল বেখেয়াল; সে শোনেনি অবহেলা করেছে। কিন্তু আজ ধরা পড়েছে। আজ হিসাব দিতে হবে সব কিছুর।

সেদিন সেখানে ফয়সালা হবে মানুষের ভাগ্যের। সেদিন বড় কঠিন দিন হবে। সেদিনের পেরেশানী যুবককে বৃদ্ধ করে দিবে। কেউ পালাতে চাইলেও পারবেনা। পালাবার সবপথ বন্ধ হয়ে যাবে। তার পর আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করবেন,

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ۔

হে অপরাধীরা! আলাদা হয়ে যাও। (সূরা ইয়াসীন)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন বিচারের জন্য একটি দিন নির্ধারিত করে দিয়েছেন। কেয়ামত হবে, আসমান জমিন পাহাড় পর্বত

সবকিছু ভেঙ্গে তচনচ হয়ে যাবে। তারপর আল্লাহপাক আবার সব কিছু পুনরুজ্জিবীত করবেন। প্রত্যেক মানুষকে তার কর্মের বিনিময় দেয়া হবে। কবর ফুড়ে মানুষ বের হবে। তাদের গলায় তাদের আমলনামা ঝুলানো থাকবে। কিছু লোক কবর থেকে উঠার পর বলবে, হায়! আমাদের কেন কবর থেকে উঠানো হলো? তাদের এই প্রশ্নের জবাবে আওয়াজ আসবে। আজ সেই দিন, যেদিনের কথা আল্লাহ তায়ালা বলেছিলেন।

সেদিন কিছু লোক কবর থেকে হাস্য উজ্জল চেহারা নিয়ে বের হবে। আর কিছু লোক বের হবে বিষন্ন চেহারা নিয়ে। আবার কিছু লোক কবর থেকে বের হবে কুৎসিৎ চেহারা নিয়ে। তাদের চোখ থাকবে নীল। কিছু লোক থাকবে যাদের জিহবা নাভি পর্যন্ত ঝুলতে থাকবে। পিপাসায় কাতর হয়ে হাঁপাতে থাকবে।

হে ভাই! সেদিনের কথা স্মরণ করুন। এখনও সময় আছে, নিজেকে সংশোধন করুন। আল্লাহর আযাবের কথা মনে করে সংযত হোন। হাশরের মাঠের ভয়াবহতা মনে করে পাপের পথ থেকে তওবা করুন। হাশরের মাঠে ভয়ংকর অবস্থা দেখে যুবক বৃদ্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা নিজে বিচারক। ফেরেশতাগণ মানুষের আমলনামা নিয়ে দন্ডায়মান। আল্লাহ তায়ালা ঘোষনা দিবেন, হে আমার বান্দাগণ! যেদিন থেকে দুনিয়া সৃষ্টি করেছি, সেদিন থেকে দেখে এসেছি তোমাদের কর্মকাণ্ড। তোমাদের কথা শুনেছি। কিছু বলিনি। রাতে যারা আমার মুহাব্বতে, আমার ভয়ে জায়নামাযে দাড়িয়ে আমাকে ডাকতো, তাদেরও দেখেছি। আর যারা রাতে দিনে নাচ গানের মধ্যমণি হয়ে দিন পার করেছে, তাদেরও দেখেছি। তোমাদের ব্যভিচার দেখেছি। সন্ত্রাস দেখেছি। জুলুম দেখেছি, অন্যের হক নষ্ট করেছো তাও দেখেছি। সব কিছু আমি দেখেছি কিন্তু কিছুই বলিনি। আজ তৈরী হয়ে যাও। তোমরা কি ভেবেছো আমি তোমাদের অযথা সৃষ্টি করেছি?

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

আজকের এ মজলিসের হাজার হাজার মানুষের প্রতি আমার আরজ। আজকের পর থেকে নিয়ত পরিবর্তন করুন। মত বদলান। পথ বদলে দ্বীনের পথে আসুন। নিজেকে অপরাধী মনে করে আল্লাহর দরবারে খাছ দিলে তওবা করুন। আমরা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিনিধি রূপে এসেছি। শুধু সন্তান জন্ম দিয়ে তা বড় করাই আমাদের কাজ নয়। শুধু দোকানদারী করাই আমাদের কাজ নয়। শুধু চাকরী করা আর টাকা কামানো আমাদের কাজ নয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে মহৎ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অথচ আমাদের কাররই সে কাজের দিকে মনোযোগ নেই। সে কাজ হলো আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়া ব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া।

কি হবে ফয়সালা?

সেদিন বড় বেদনার দিন হবে। মহাবিপদ, হাশরের দিন। কি হবে আমাদের? আমার এ সুন্দর দেহ পুড়বে আগুনে। এই চোখ জলেপুড়ে ছাই হবে আগুনে। এই ঘন কালো কোকড়ানো চুল জলবে। এই সুন্দর অপরূপ চেহারায় থাকবেনা গোশত। দাতগুলো দেখা যাবে। জিহবা ঝুলে পড়বে নাভী পর্যন্ত। আহ! মানুষ! সেদিন আফসোস করে বলবে, আমরা কি করেছি? দুনিয়ার সামান্য কটা দিন যাদি ধৈর্য ধরে থাকাতাম! যদি আল্লাহ তায়ালার হুকুম মেনে চলতাম। যদি নিজের গুনাহের প্রতি লজ্জিত হয়ে তওবা করতাম। আল্লাহর ভয়ে যদি এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলতাম। তবেতো আজ মুক্তি পেতাম। কিন্তু সেদিন এ আফসোস করে কি হবে! সময়তো পার হয়ে গেছে। কদিনের এ পৃথিবী? অল্প সময়ের। কদিন ছিলাম ওখানে? একশত বছর বা তারও বেশি? এটা কি কোন সময় হলো? এই যে এখানে হাশরের মাঠে দাড়িয়ে আছো পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে, অবর্ণনীয় যন্ত্রনা আর অপমানে। সে হিসেবে দুনিয়ার শত বছরতো কিছুইনা।

হায় মানবজাতী! আদমের সন্তান! কি করে এলে দুনিয়াতে? কি করে এলে? যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর কথা মাননি। তাঁর সৃষ্টি দেখে বুঝতে পারনি কে তোমার স্রষ্টা? অপরূপ সুন্দর নিলাকাশ দেখে তোমার মনে প্রশ্ন জাগেনি কে এ সৃষ্টির নিপুণ কারিগর?

বিশ্বভূবনের বিচিত্র নিপুণ নিখুত সৃষ্টি দেখে স্রষ্টাকে বুঝনি? হায়! ধিক তোমার এ জীবনের? তারপরও তুমি দাবী করতে তুমি বুদ্ধীমান!

সব দেখে সব বুঝেও তুমি ছিলে বেপরোয়া, অহংকারী। দম্ভ আর অহংকারে জমিনে পা পড়েনি তোমার। অথচ দুনিয়ার জীবন, দুনিয়ার এ দম্ভ সব ছিল ক্ষণিকের। দুদিনের দুনিয়া। আজ কেয়ামতের দিন। মহা বিচারের দিন। চিরস্থায়ী জীবনের ফয়সালার দিন। কি অবস্থা হবে তোমার ? তোমার মুক্তির কি উপায়? বাঁচার পথ কি করে এসেছো? কি হবে তোমার? পালাবর পথওতো বন্ধ। মৃত্যুওতো নেই যে, মরে শেষ হয়ে যাবে। তাহলে উপায়? কোন উপায় নেই, গতি নেই। আশ্রয় নেই, ছায়া নেই, একমাত্র আল্লাহ তায়ালার আরশের ছাঁয়া ছাড়া।

প্রিয় ভাই ও বো্ন!

পরকালীন জীবনের কথা মনে করুন। চিরকাল চিরদিন থাকতে হবে সেখানে। হয়তো জান্নাত, নয়তো জাহান্নামে। কত বড় ভয়ের দিন। মানুষ

থাকবে ভীত সন্ত্রস্ত। পেরেশান, দিশেহারা। অসহায় মানুষ আতংক আর আশংকায় দুলছে। কি হবে ফয়সালা? জান্নাতের সিমাহীন আনন্দ, না জাহান্নামের অনন্ত অনল? জ্বিন ইনসান ভয়ে কাঁপছে। আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন কি ফয়সালা করেন। রহমতের না লানতের। দিশেহারা হয়ে যাবে দুনিয়ার মাতবর, সর্দার, এমপি, মন্ত্রী দুনিয়ার প্রবল প্রতাপশালী বাদশারাও। সবাই পেরেশান, ভয়ে কম্পমান। সেদিন সব শয়তান বড় বড় অবাধ্য অত্যাচারী আর সীমালঙ্গনকারীরা আল্লাহ তায়ালার সামনে ভয়ে মাথা নত করে দাড়াবে। কোরআনে কারীমে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا

সুতরাং আপনার লালনপালন কারীর শপথ, আমি অবশ্যই ওইসব অবিশ্বাসী ও অভিশপ্তদের একত্রে সমবেত করব। অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চার পার্শে উপস্থিত করব। (সূরা মারিয়াম-৬৮)

যে দিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে

يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا

যেদিন শিঙ্গায় ফুঁদেয়া হবে তোমরা দলে দলে ছুটবে হাশরের মাঠের দিকে। (সূরা নাবা-১৮)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিল কেউ কেউ। শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র চোখ দুটি অশ্রুতে ভিজে গেল। ফোটা ফোটা পানি ঝরছে চোখ থেকে। সেই পবিত্র অশ্রুতে ভিজে গেছে তাঁর কাপড়। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। তুমি একটা গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছো, জেনে রেখো, হাশরের দিন আমার উম্মতের মধ্যে বারটি জামাত হবে।

প্রথম জামাতটি বাঁদরের আকৃতি নিয়ে উঠবে। তাদের চেহারা হবে বাঁদরের মত। এরা হলো সে সব লোক, যারা মানুষের মধ্যে ঝগড়া, হিংসা, বিদ্বেষ আর অশান্তি সৃষ্টি করতো। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেন, অশান্তি আর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা খুন করার চেয়েও ভয়ংকর।

দ্বিতীয় জামাত উঠবে শুকরের চেহারা নিয়ে। এরা হারাম খেয়েছিল, সুদ, ঘুষ, চুরি ইত্যাদি জঘন্য পাপের মাধ্যমে এরা রোজগার করতো।

তৃতীয় জামাতটি উঠবে অন্ধ হয়ে। চলবে এলোপাথারি। দিশেহারা হয়ে। এরা অন্যায় বিচার করত। ন্যায় বিচার করে নাই। অবিচার করেছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা যখন বিচার কাজ করো, তখন দুজনের মাঝে ন্যায় ও সত্য সিদ্ধান্ত নাও।

চতুর্থ দলটি উঠবে বোবা আর বধির হয়ে। এরা হচ্ছে অহংকারী ও দাম্ভিক মানুষ।

পাঁচ নম্বর দলটি উঠবে, তাদের মুখ দিয়ে পুজ বের হতে থাকবে। গড়িয়ে গড়িয়ে তা পড়বে। এরা নিজের জিহবা দাঁত দিয়ে কামড়াবে। এরা হলো সেই আলেম, যাদের কথাও কাজে মিল ছিল না।

ছয় নম্বর দলটি উঠবে যাদের শরীরে আগুনের দাগ দেয়া থাকবে। এরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিত।

সাত নম্বর দলটি উঠবে। যাদের কপালের সাথে মাথার চুল বাধা অবস্থায় থাকবে। এদের শরীরে ভয়ানক দুর্গন্ধ হবে। তা মরা পঁচা দুর্গন্ধের চেয়েও ভয়ংকর হবে। এরা হলো নফসের তাবেদার। ভোগী।

আট নম্বর দলটি উঠবে মাতাল অবস্থায়। নেশাখোরদের মত এরা দুলতে থাকবে। তারা হলো সে সব লোক। যারা আল্লাহর হক রুখে দিত। বা আল্লাহর পথে বাঁধা হয়ে দাড়াতো।

নয় নম্বর জামাতটি উঠবে আলকাতরার পোষাক পড়ে। এরা গীবত করত। চোগলখোরী আর অপরের দোষ খুজে বেড়াতো।

দশ নম্বর দলটি উঠবে যাদের ঘাড় দিয়ে জিহবা বের করে দেয়া হয়েছে। এরাও গীবত করতো। এরা এক জনের কথা আরেক জানের কাছে বলত।

এগার নম্বর জামাত উঠবে মাতাল অবস্থায়। এরা মসজিদে বসে দুনিয়াবী কথা বলত।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, মসজিদ আমার ঘর, এখানে আর কাউকে ডেকোনা।

বার নম্বর জামাতটি উঠবে কঙ্কালশার গোশতহীন দেহ নিয়ে। এরা কোরআনকে দুনিয়ার কাজে ব্যবহার করতো।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে জান প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করি। আল্লাহ পাক আমাদের কবুল করুন আমীন।

আল্লাহকে পাওয়ার পথ

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

দুনিয়াতে আমার অন্যকোন উদ্দেশ্য নেই মহান রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি ছাড়া। আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধ মেনে জীবন কাটানোইতো আমাদের প্রধান ও প্রথম কাজ। আল্লাহ তায়ালাকে রাজি ও খুশি করতে পারলেইতো আমরা দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তায়ালার রহমতের আশা করতে পারি। মহান রবের আদেশ নিষেধ মেনে চলা হলো আমাদের প্রতি অসংখ্য নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমার সুস্থ দেহ আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত। সৃষ্টি জগতের সব কিছুর মধ্যে আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য অসংখ্য নেয়ামত দিয়ে ভরে দিয়েছেন। সব আমাদের জন্য। বান্দাদের জন্য। এতো নেয়ামত ভোগ করেও আমরা কিভাবে সেই মহান মালিকের অবাধ্য হই?

তারপরও আমাদের এ অবাধ্যতায় আল্লাহ তায়ালার রহমত ও বরকত আমাদের প্রতি বর্ষিত হচ্ছে। তিনি রহমানুর রাহীম। পরম দয়ালু মেহেরবান। বান্দার এত নাফরমানীর পরও আল্লাহ তায়ালা রহমতের দুয়ার বন্ধ করেন না। তিনি বান্দাকে সুযোগ দিচ্ছেন। যতক্ষণ রূহ জারী আছে, বান্দার জন্য রহমতের দুয়ার খোলা। দেখুন মহান রাব্বুল আলামীন কত মেহেরবান। বান্দা পাপ করে দুনিয়া ভরে ফেললেও ক্ষমার দরজা খোলা। যদি অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে।

আল্লাহ বলেন, বান্দা! আমাকে ছেড়ে কোথায় যাচ্ছ? আমি তোমার ডাকের অপেক্ষায়। তুমি যদি আমাকে ডাক, আমার কাছে আবেদন করো, হে আল্লাহ! আমি গুনাহগার, আমাকে মাফ করুন, আমি ক্ষমা করে দেব। ভাই! আল্লাহ তায়ালা ক্ষমার ঘোষনা দিয়েছেন। আমরা দেরী করছি কেন? এ সুবর্ণ সুযোগ অবহেলা করে ছেড়ে দেবেন না।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের কত আদর করে ডাকছেন, হে আমার বান্দা! তুমি আমার দিকে আসো। আমার কাছে ক্ষমা চাও। এ ডাক সবার জন্য। যে মদ পান করে। যে চুরী-ডাকাতি করে, ব্যভিচার কারী, সবার জন্য এ ঘোষনা। তাই হতাশ হবার কিছু নেই। এখলাসের সাথে তওবা করলে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আমার বান্দাগণ! যারা পাপ করে নিজেদের জীবনকে কলংকিত করেছো, পাপ করে দুনিয়া ভরে ফেলেছো, তোমরা হতাশ হবে না। তোমরা আমার বান্দা, তোমরা আমার রহমত থেকে হতাশ হবেনা। তোমরা যখন তওবা করবে আমি তোমার গুনাহ মাফ করে দেব।

দেখুন আল্লাহ্ তায়ালার দয়া। তারপরও আমরা এই মহান মালিককে রাগান্বিত করব? নাফরমানী করতেই থাকব?

আল্লাহ্ পাকের অসন্তুষ্টি মূহুর্তের মধ্যে সব কিছু শেষ হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ যাদি ইচ্ছা করেন, তবে আমাদের সবাইকে এক মুহূর্তের মধ্যে জমিনের নিচে ধসিয়ে দিতে পারেন। তিনি এমন সব বিস্ময়কর শাস্তি আমাদের উপর নাযিল করতে পারেন, যা আমাদের কল্পনার বাইরে।

আল্লাহ্র গজবের কথা কি ভূলে গেছো? নির্ভয় হয়ে গেছো আসমানি গজবের ব্যাপারে? আসমান জমিনের সর্বময় ক্ষমতার মালিকের নাফরামনি করছো? অথচ তিনি ইচ্ছা করলে ভূমিকম্প দিয়ে সব কিছু ধ্বংস করে দিতে পারেন। আসমান থেকে পাথর বৃষ্টি হতে পারে। তাহলে আমরা এমন নির্ভয়ে গুনাহ্ কিভাবে করে যাচ্ছি? আল্লাহ্পাকের আযাবের উপযুক্ততো আমরা হয়ে গেছি।

চির সত্য সেই ঘটনাগুলো তো আমরা সবাই কম বেশি জানি। কারুনের কথা কি মনে আছে? ধনাঢ্য সে কারুন আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির কারণে সম্পদসহ্ ধসে গেছে জমিনের ভিতরে। আল্লাহ্ তায়ালার অবাধ্যতার শাস্তি সরূপ লুত (আঃ) এর কওমকে জমিনসহ্ উল্টে দেয়া হয়েছে। তার পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত এক টানা পাথর বৃষ্টি দিয়ে তাদের নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। সর্বশক্তিমান মহান মালিকের নাফরমানি করার কারণে মহান মালিককে চ্যালেঞ্জ করার কারণে ফেরাউন তার দলবল সহ ডুবে মরেছে নীল নদে।

আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতার করনে কওমে আদ ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা ছিল বিশাল দেহের অধিকারী, প্রচন্ড বাতাসে তাদেরকে তুলার মত উড়িয়ে নিয়ে এক দেহের সাথে আরেক জনের টক্কর খেয়ে মাথাগুলো আলাদা হয়ে জমিনে পড়েছিল। এরা পাহাড় খোদাই করে মজবুত ঘর তৈরী করত। অথচ তাদের অবাধ্যতা তাদের এমনভাবে নিশ্চিহ্ন অবস্থা করেছে যেন তারা কখনও ছিলইনা। তাদের বাগানে ফলগুলো পেকেছিল, খাওয়ার মত কেউ ছিলনা। তাদের ক্ষেতে ফসল পেকে ছিল কিন্তু ফসল তোলার মত কেউ ছিলনা। তাদের ক্লাব, নাট্যশালা, নৃত্যশালা মদের বার সব পড়েছিল। কেউ ছিল না ফুর্তি করার।

তারা সবাই চলে গেছে অন্ধকারে। আল্লাহ্র শাস্তি তাদের সমস্ত ভোগ বিলাসের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। আল্লাহ্র শাস্তি বড় কঠোর।

প্রিয় ভাই ও বোন! সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতায়তো আমরা অকণ্ঠ নিমজ্জিত। তার পরও পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সুযোগ দিচ্ছেন, আমরা যেন নিজেকে শোধরাই। আমরা চরম নাফরমানি করার পরও

আল্লাহ্ পাক জমিনকে উল্টে দেননা। আকাশকে ভেঙে আমাদের উপর আছড়ে ফেলেন না। পাথর বর্ষণ করে আমাদের ধ্বংস করেন না। কিন্তু কেন? আমরা তো অকৃতজ্ঞ, নাফরমান। তার পরও আমাদের আল্লাহ্ তায়ালা আযাব দেন না কেন? কারণ হলো, আল্লাহ্ তায়ালা পরম দয়ালু। আমাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের অসীম দয়া। অসিম করুণা। আল্লাহ্ বান্দার তওবার জন্য অপেক্ষা করেন। আল্লাহ্ বলেন হে বান্দা! তুমি যখন আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাকে স্মরণ করি। তুমি আমাকে ভূলে যাও, তবুও আমি তোমাকে ভূলিনা। তুমি আমার হয়ে যাও, আমি তোমার হয়ে যাবো। আমি যখন তোমার হবো, তখন সব কিছু তোমার হবে। আমাকে ছাড়া তোমার কিছু পাওয়া হবে না।

ভাই! আল্লাহ ছাড়া আমাদের আপন কেউ নেই। তিনি পরম দয়ালু। তাই আসুন আমরা সবাই তওবা করি। আজ এ মাহফিলে হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত। আপনাদের দেখে আমার অনেক আনন্দ হচ্ছে। উপস্থিত জনতার মধ্যে অধিকাংশই যুবক দেখা যাচ্ছে। এরা যদি আজ এখনই তওবা করে, সে তওবা আরশে আজিমে পৌছে যাবে। সে আনন্দে ফেরেশতাগণ আসমানে আলোক সজ্জা করবে। তাদের কোলাহলে আসমান মুখরিত হবে। আল্লাহর রাসুলের হৃদয় পরিতৃপ্ত হবে। তিনি খুশি হবেন। আমার এতো সংখ্যক উম্মত আজ তওবা করেছে। ভাই! আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের খুশিই তো আমাদের প্রধান কাজ। তাই আসুন তওবা করি। আল্লাহ্ আমাদের কবুল করুন।

উত্তম চরিত্র

প্রিয় ভা্ই ও বোন! দাওয়াত ও তাবলীগের পথ হলো সকল মুসলমানকে জাহান্নামের পথ থেকে সরিয়ে জান্নাতের পথে নেয়া। কবুল করার মালিকতো আল্লাহ তায়ালা। আমরা দ্বীনের পথে মানুষকে ডাকতে থাকবো, আল্লাহ তায়ালাই আমাদের কাজকে সহজ করে দেবেন, ইনশা আল্লাহ।

প্রিয় ভাইয়েরা! আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদেরকে আদর্শ চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তুলুন। সন্তানদেরকে উন্নত চরিত্রের অধিকারী করে গড়ে তুলুন। উত্তম চরিত্রের মর্যাদা অনেক। সারা জীবন তাহাজ্জুদ নামায আদায়কারী এবং এবাদত গুজার ব্যক্তির চেয়ে আল্লাহর নিটক অধিক প্রিয় হলো সে ব্যক্তি যার চরিত্র উত্তম ও সুন্দর।

একজন বেদুইন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! দ্বীন কি? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বললেন, উত্তম চরিত্র। দ্বিতীয়বার লোকটি একই প্রশ্ন করল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উত্তম চরিত্র। তৃতীয়বার লোকটি একই প্রশ্ন করল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই উত্তর দিলেন। চতুর্থ বারও লোকটি একই প্রশ্ন করলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আরে ভাই! তোমাকে কতবার বললে তুমি বুঝবে। দ্বীন হলো কখনও রাগ না করা, ক্রুদ্ধ না হওয়া।

প্রিয় ভাই ও বোন! আপনারা চরিত্র সুন্দর করুন। মনে রাখবেন, একশত রাকাত নফল নামায পড়া সহজ। প্রচন্ড গরমে রোজা রাখা সহজ। হাজার মাইল দুরত্ব অতিক্রম করে হজ্জ করা সহজ। কিন্তু চরিত্রকে নিস্কলুষ রাখা কঠিন। বিশেষ করে এ যুগে নিজের চরিত্র ঠিক রাখা অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে। চতুর্দিকে অশ্লীলতা বেহায়াপনার হাতছানী । রাস্তায় বের হলে নজর ঠিক রাখা বড় কঠিন হয়ে পড়েছে।

ইন্টারনেটের যুগে ঘরের কোনে বসে পাওয়া যাচ্ছে অশ্লীলতার সহজ ব্যবস্থা। এ ইন্টারনেটের অশ্লীলতা আজ এমন মহামারী আকার ধারণ করেছে যে, মানুষের দেমাগ খারাপ করে দিচ্ছে। বলুনতো এ সময় চরিত্র ঠিক রাখা কত কঠিন? এ কঠিন কাজটি যে করতে পারবে সেতো জান্নাতের পথে অনেক অগ্রসর।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তিনটি কাজ যে করতে পারবে তাকে আমি জান্নাতের নিশ্চয়তা দেব। প্রথম হলো, যে তোমাকে কষ্ট দিলো, যে তোমার ক্ষতি করলো তার উপর প্রতিশোধ না নিয়ে তাকে ক্ষমা করে দাও। দ্বিতীয় হলো, যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করবে তাকে ক্ষমা করে দাও। তৃতীয় যে ব্যক্তি তোমার অধিকার হরণ করলো তাকে ক্ষমা করে দেবে। এ হলো নববী শিক্ষা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ক্ষমা করতে শিক্ষা দিয়েছেন।

প্রিয় মুসলমান ভাই ও বোনেরা! প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনাদর্শ অনুযায়ী জীবন গঠন এবং সুন্দর চরিত্র গঠনের জন্য আমি তারীক জামীল আপনাদের কাছে আহবান জানাচ্ছি। ভাই ক্ষমা করতে শিখুন। এটাও উত্তম চরিত্রের অন্যতম একটি দিক। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র জীবনে ক্ষমার এমন ঘটনা অসংখ্য রয়েছে। ক্ষমার এমন অসংখ্য ঘটনা সাহাবায়ে কেরামগনের জীবনে রয়েছে। এ সবতো আমাদের জন্য উত্তম শিক্ষা।

সাইয়্যিদুনা হযরত ইমাম জায়নুল আবেদীন (রহঃ) কে এক ব্যক্তি গালি দিল। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি আবার তাঁর সামনে গিয়ে তাকে গালি দিল। তিনি এবারও তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এবার লোকটি বলল, আপনাকে আমি গালি দিয়েছি, আপনি কি শুনতে পাননি? ইমাম জায়নুল আবেদীন (রহঃ) বললেন, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আল্লাহু আকবার।

প্রিয় ভাই ও বোন! আপনার সন্তানদেরকে বিনয় ও নম্রতা শিক্ষা দিন। অন্যান্য শিক্ষার পাশাপাশি যদি উত্তম চরিত্র গঠনের শিক্ষা না দিতে পারেন, তাহলে আপনার সন্তান আপনার সম্মান ধ্বংস করে দেবে। ছেলে মেয়ে উপযুক্ত হলে তাদের বিয়ে দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েকে যদি আগেই উন্নত চরিত্রের শিক্ষা না দেন তাহলে কি ক্ষতি হয় জানেন? যে মেয়ে বিয়ের পর স্বামীর ঘরে চলে যায়। সে স্বামীর উপর প্রভাব খাটাতে চায়। শশুর বাড়ির লোকজনকে উটকো ঝামেলা মনে করে। তাদের বিরুদ্ধে স্বামীর মন তিক্ত করে তোলে। কেন এমন হয় জানেন? পিতার পরিবার তাকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয়নি। ভালবাসা ও সহমর্মিতার শিক্ষা দেয় নি। বিনয় ও নম্রতা শিক্ষা দেয়নি। পরিণামে এই হয়, ছেলেটি পিতা মাতা থেকে আলাদা হয়ে যায়। অথচ ছেলের উপর পিতা মাতার হক ছিল। বৃদ্ধ বয়সে ছেলেটির পিতা মাতার জন্য এটি অনেক বড় আঘাত।

অথচ এ মেয়েটি, যার জন্য আলাদা হলো একটি সংসার, সে মেয়েটিকে তার পিতা মাতা বড় আদরে সোহাগে বড় করেছে, শিক্ষায় বড় বড় ডিগ্রী অর্জন করেছে। অথচ শেখানো হয়নি উন্নত চরিত্র। ধৈর্যও সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয়া হয় নি।

এভাবে যে ছেলেটি উত্তম চরিত্রের শিক্ষা পায়নি, সে আচরণে হবে অত্যাচারী। স্ত্রীকে নির্যাতন করবে। যৌতুক দাবী করবে। স্ত্রীকে রেখে অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হবে। অথচ উত্তম চরিত্র একটি সংসারকে জান্নাতের বাগানে পরিণত করে তোলে।

টাকা পয়সা জীবনে সুখ শান্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে না। বরং সুখ শান্তির নিশ্চয়তা আছে সুন্দর ও উন্নত চরিত্রের মাঝে। সুখ আছে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মাঝে। বিনয় ও নম্রতার মাঝে।

হে যুবক! নিজেকে সংযত কর

প্রিয় ভাই ও বোন।

আজ আমরা দুনিয়াদারীতে সম্মান খুজি। রাজনৈতিক দলের নেতা হয়ে সম্মান কামাই করি। অর্থ সম্পদের মধ্যে সম্মান খুজি। রূপ যৌবনে সম্মান খুজি। টিভি মিডিয়ায় সম্মান খুজি। অথচ ঈমানওয়ালা মুসলমান হয়ে সম্মান খুজিনা। আরে ভাই নেতাকে মানুষ সম্মান করে তার ক্ষমতার ভয়ে। সম্পদ ওয়ালাকে সম্মান করে কিছু পাওয়ার জন্য। অফিসের বড় কর্তাকে সম্মান করে নিজের চাকরী বাচানোর জন্য। আর আল্লাহ ওয়ালাকে সম্মান করে কেন জানেন? আসলে এ সম্মান এ মর্যাদাটা আল্লাহ্ প্রদত্ত।

আমি এক মাওলানাকে চিনি। সে মাওলানা সাহেব মহল্লায় এক মসজিদের ইমাম। তার অবসর সময়ে সাধারণ মানুষের ঈমান ও আমল সংশোধনের কাজ করেন। সে এলাকাটিতে গরীব দিন মজুর শ্রেণীর মানুষের বাস। ইমাম সাহেব তাদেরকে বিনা পয়সায় দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেন, এর জন্য তিনি কোন টাকা পয়সা নেন না। তার কারণে বেনামাযী নামায পড়ছে। নেশাখোর নেশা ছেড়ে দিয়ে দ্বীনদার হয়েছে। বড়ই বিস্ময়কর তার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। মানুষটি কত কষ্ট যে করছেন মুর্খ এ মানুষগুলোকে দ্বীনের পথে আনতে।

একদিন আমি তার এলাকায় গিয়েছিলাম। মাওলানার প্রতি মানুষের কি শ্রদ্ধা ও ভক্তি! চা ওয়ালা ডাকছে, হুজুর এক কাপ চা খেয়ে যান। বাজারে গেলে তরকারী ওয়ালারা বাজারের ব্যাগ ভরে দিচ্ছে সানন্দে। টাকা দিতে গেলে তারা নেয়না। বলে হুজুর! আপনি যে উপকার আমাদের করেছেন তার শোধ আমরা দিতে পারবনা জীবনেও। কিন্তু আপনার খেদমত তো করতে পারব? এ থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না।

আমাদের ভেতরতো শুধু অন্ধকার ছিল। আপনি এ অন্ধকার দুর করে অন্তরে আলোর মশাল জালিয়ে দিয়েছেন। কালেমাওয়ালা হয়েও আমরা আল্লাহকে ভূলে গিয়েছিলাম, কোরআন পড়তে পারতামনা। আপনি আল্লাহর এক নিস্বার্থ বান্দা। আল্লাহর রহমতে আমাদের দ্বীনের পথ দেখিয়েছেন। আপনার উছিলায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের কবুল করেছেন। এজন্যই হুজুর আমাদেরকে আপনার এ সামান্য খেদমতটুকু করতে দিন।

মাওলানা আমাকে বললেন, হযরত! এখন আমি বাজারে কম যাই। আমার ভয় হয় ওরা না আমাকে অহংকারী বানিয়ে ফেলে। তাদের আচরণে যদি আমার মনে সামান্য পরিমানও অহংকার আসে, তবেতো আমার এ নিঃস্বার্থ আমলগুলো বরবাদ হয়ে যাবে।

দেখুন আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সম্মানের অবস্থা। এ মর্যাদাতো তাকে দুজাহানেই কামিয়াব করে দেবে।

আমার ভাইয়েরা! সমগ্র জগতের সম্মান ওমার্যাদার চাবি হল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরিকা। মানুষের অন্তরের যত বেশি গভীরে ঈমান প্রবেশ করবে, মানুষ তত বেশি মুসলমান হবে। মনে রাখতে হবে ঈমানের মাপ কাঠিতেই আমাদের মুসলামানিত্ব নিরূপণ হবে। আত্মত্যাগের মাধ্যমে মানুষের মনের গভীরে ঈমান প্রবেশ করে। একবার বেদুইনরা এসে যখন বলল, আমরা ঈমান এনেছি, তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, না, বরং বলো আমরা মুসলমান হয়েছি।

কাজেই, ভাইয়েরা! আসুন আমরা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল এর দেখানো পথে এসে যাই। আমরা যদি আল্লাহর পথে এসে যাই তাহলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য কুদরতীভাবে অদৃশ্য থেকে সাহায্য করবেন। আমরা আল্লাহর হয়ে গেলে আল্লাহ পাকও আমাদের সাহায্যকারী হয়ে যাবেন।

দ্বীনী দাওয়াত নবীওয়ালা কাজ

আমার প্রিয় যুবক ভাইয়েরা!

আমরা দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলাম। এত বড় কাজের দায়িত্ব আমরা পেলাম, অথচ সে কাজ বাদ দিয়ে আমরা দুনিয়ার সব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি। আমরা দুনিয়ার গোলাম বনে গেছি। আমরা আজ ঔষধ ব্যাবসায় লেগে গেছি। কাপড় বিক্রিতে লেগে গেছি। চাকুরীজীবী বনে গেছি। তরকারী ওয়ালা, জুতাওয়ালা, পান ওয়ালা, মাছওয়ালা, বাড়িওয়ালা হয়েছি। দুনিয়ার সকল ঝামেলা মাথায় নিয়ে পেরেশান হয়ে পড়েছি। আরে ভাই! আমি এসব করতে নিষেধ করছিনা। দুনিয়াদারীর সাথে দ্বীনদারীটাও করতে হবে। শুধু দুনিয়াদারী নিয়ে পড়ে থাকলে আমার পরকালতো বরবাদ। শুধু দুনিয়াদারী করে একদিন মরে গেলেন, তারপর কি হবে? আপনার পরিশ্রমের দুনিয়াদারী সব পরে থাকবে দুনিয়ায়। শুন্য হাতে পরকালের পথে যাত্র করলেন। চীরস্থায়ী সে জীবনের জন্য তো কিছুই নিতে পারলেন না। ধরা খাবেন সবখানে।

স্বাভাবিক হিসেবে ভাবুনতো, শুন্য হাতে ভিসা পাসর্পোট ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন দেশে আপনি যেতে পারবেন? যদি চলেও যান তাহলে অবস্থাটা কেমন হবে? অন্য দেশের পুলিশ আপনাকে ধরে জেলে ভরে দেবে। কারণ, আপনার বিদেশ ভ্রমনের সম্বল ভিসা নেই। তেমনিভাবে পরকালের সম্বল ভিসা, পাসপোর্ট

সব হলো আপনার নেক আমল। আমল ছাড়া পরকালে কোন কিছুই কাজে আসবেনা। স্থানে স্থানে ধরা খাবেন। কবর থেকে শুরু হবে পাকড়াও। তারপর হাশর। তারপর পুলসিরাত। তাই সময় থাকতে আপনার আমল, আপনার ঈমান খাটি করুন। এ ছাড়া মুক্তির কোন পথ নেই।

তাই, ভাইয়েরা আমার! আসুন আমরা আজই তওবা করি। আমরা নিজেদের নাফরমানির কারণে আল্লাহ তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করেছি। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা রহমানুর রাহীম। আল্লাহর কাছে খাটি অন্তরে তওবা করলে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করেন। আল্লাহর ক্রোধের তুলনায় তাঁর রহমত অনেক বড়। আল্লাহ তায়ালা হযরত দাউদ (আঃ) কে বলেন, ওহে দাউদ! যাও, আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দাও, তাদের জানিয়ে দাও, তোমাদের প্রতিপালক বড়বড় পাপও ক্ষমা করতে দ্বীধা করেন না। তোমরা যখন তওবা করবে তখন তিনি ক্ষমা করে দেবেন।

দুনিয়াতে অন্যায় করলে পিতা মাতার কাছে পা ধরে মাফ চাইতে হয়, অথচ আল্লাহ তায়ালার নিকট শুধু বলতে হয়, হে আল্লাহ! ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করে দেন। অথচ আল্লাহ এমন এক বাদশাহ, যিনি কারও মুখাপেক্ষি নন। যিনি কারও নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণ করেন না। তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ। তবুও যখন বান্দা দু ফোঁটা চোখের পানি ফেলে বলে, আল্লাহ! আমি ভূল করেছি, অন্যায় করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দাও। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন।

প্রিয় ভাই ও বোন! দুনিয়ার ইতিহাস এ বিষয়ে সাক্ষী আছে যে, হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে যে বা যারাই ব্যক্তিগতভাবে বা জাতিগতভাবে মহান রাব্বুল আলামীনকে অসন্তুষ্ট করেছে, তারা দুনিয়া ও আখেরাত দুটোই হারিয়েছে। আল্লাহ তায়ালাকে যারা পেয়েছে, তারা দুনিয়াতে কখনও ব্যর্থ হয়নি। আল্লাহ তায়ালাকে পাওয়ার পর যদি সবকিছু হারিয়েও যায়, তাহলেও কোন পরওয়া নেই, কারণ আমি আল্লাহ তায়ালাকে পেয়েছি। আর যদি আমি দুনিয়ার সব পেলাম কিন্তু আল্লাহকে পেলামনা, তাহলে আমি কিছুই পাইনি।

পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা পেয়েছি এমন শত শত ঘটনা, কেউ অঢেল ধন সম্পদ পেয়েছিল, দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিল, শক্তি ছিল। কিন্তু তার পরও তারা ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ হলো, তারা সব পেয়েছিল কিন্তু ভূলে গিয়েছিল আল্লাহ তায়ালাকে। সব পেয়েও কওমে আদ আল্লাহকে ভূলে যাওয়ার কারণে ব্যর্থ হয়েছে। তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। সব পেয়েও কওমে সামুদ ব্যর্থ হয়েছে তারা ধ্বংস হয়েছে, শুধু আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার কারণে। দুনিয়ার সব কিছু পেয়েও

ফেরাউন, কারুন, আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। কওমে আদও কওমে সামুদ আসমানি গজবে ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা ওজনে কম দিত। আমানতের খেয়ানত করত। যিনা করত। সুদ ছিল তাদের ব্যবসা। মিথ্যা সাক্ষ দিত। তাদের শহর ও জনপদ ভূমিকম্পের শিকার হয়েছিল। আল্লাহর গজব থেকে তারা কেউ রেহাই পায়নি।

ফেরাউন আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করে নিজেই খোদা দাবী করত। সেই ফেরাউনকে আল্লাহ তায়ালা সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরেছেন। আল্লাহ পাকের আযাব বড় কঠিন।

কারুন দম্ভকরে বলেছিল, আমার চেয়ে সম্পদশালী কেউ নেই। আমি আমার বুদ্ধি খাঁটিয়ে এ বিত্ত বৈভব অর্জন করেছি। এ বিত্ত বৈভব তাকে চরম অহংকারী করে তুলেছিল। আল্লাহ পাকের অবাধ্য হয়ে গিয়েছিল। তারপর আল্লাহ পাকের গজব কারুনকে সম্পদ সহ জমিনে ধ্বসিয়ে দিয়েছে।

হযরত নুহ (আঃ) এর কওম আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিল, তারা প্লাবনের পানিতে ডুবে মরেছে। একমাত্র বিশ্বাসীগণ ছাড়া কেউ রেহাই পায়নি।

প্রিয় ভাই ও বোন! আমরা যেন নাফরমান হয়ে জীবন না কাটাই। নাফরমানির জীবন কোন জীবন নয়। আল্লাহর আনুগত্যই হল আমাদের প্রধান কাজ। আল্লাহর অনুগত বান্দা হয়ে থাকাই হলো জীবন। অন্যথা জীবনের কোন মূল্য নেই। সার্থকতা নেই। আমাদের কামনা বাসনাতো এটাই হওয়া উচিত, যেন আল্লাহ পাকের রেজামন্দি আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়। আমাদের বলতে হবে এভাবে, হে মহান রাব্বুল আলামীন! আমার জীবন, আমার মরন, আমার জান মাল সব কিছু তোমার জন্য নিবেদিত। আমি তোমার হয়েগেছি, তুমি আমার সাহায্যকারী হয়ে যাও।

ভাইয়েরা! আমাদের পাপ যত বাড়ে, আল্লাহর দয়া তত বাড়ে। আমরা পাপ করি, আল্লাহ তায়ালা তা গোপন করেন। আমাদের পাপের কথা আল্লাহ কাউকে জানতে দেননা। আবার ক্ষমা চাইলে মাফও করেন। আল্লাহ খুশি হন। মানুষের পাপের কারণে সমুদ্র রাগে ক্ষোভে আল্লাহ তায়ালার কাছে আবেদন করে, আল্লাহ, এরা তোমার অবাধ্যতা করছে, এরা অকৃতজ্ঞ, আপনি অনুমতি দিন, জলোচ্ছাস হয়ে বন্যা হয়ে এদের ডুবিয়ে দেই। জমিন অনুমতি চায় এদের গিলে ফেলার। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন বলেন, আমি এদের তওবার অপেক্ষায় আছি। এরা যেদিন তওবা করবে, আমি তাদের পাপ ক্ষমা করে নিষ্পাপ করে দেব। কিরামান কাতেবীন এদের গুনাহ মুছে দেবে। জমিনের যেখানে সে পাপ করেছিল জমিন সে পাপের কথা ভূলে যাবে। আল্লাহ পাক সকল গুনাহ মুছে

দেবেন। তওবা করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ বান্দাকে আপন করে নেন। আল্লাহ্ তায়ালার এমন দয়া আমরা হাতছাড়া না করি। আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়াই হলো মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য।

পরকালের শাস্তির ভয়ে কাঁদো

প্রিয় ভাই ও বোন!

এদুনিয়ায় আমরা এসেছি পরকালের সম্বল কামাই করতে। এটা পরকালের ক্ষেত সরূপ। এখানের আমলই আমার পরকালের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেবে। তাইতো পুর্ববর্তী বুযুর্গগণ মুসাফিরের মত জীবন কাটিয়ে গেছেন। আল্লাহর কসম, যারা এই দুনিয়াকে ভালবেসেছে, তারা কখনও শান্তি পায়নি। তারা দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ে আছে।

সে ব্যক্তির কথা ভেবে অবাক হতে হয়, যে ব্যক্তি আল্লাহর ব্যাপারে উদাসিন। আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ মুর্খ ব্যক্তির চেয়ে দুর্ভাগা আর কেউ নেই। মানুষ কোথায় পালাতে চায়? নিজেদের পাপ কোথায় লুকাতে চায়? লুকিয়ে যাবে কোথায়? পাপ গোপন করবে কিভাবে? অসম্ভব। এ জমিন আল্লাহ তায়ালার। আসমান জমিনের সব কিছুই আল্লাহ পাকের। তিনি বান্দাদের ব্যাপারে এক মুহূর্তের জন্যও উদাসিন নন। অমনোযোগী নন। বিশ্বের সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার নিয়ন্ত্রনে। তিনি সকলের কর্ম তৎপরতা সম্পর্কে জানেন। কিছুই তাঁর দৃষ্টির বাইরে নয়। সরিষার দানার এক হাজার ভাগের এক ভাগ অংশও আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টির আড়ালে নেই। সৃষ্টি জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জিনিসও আল্লাহ তায়ালার কাছে গোপন নেই। আল্লাহ তায়ালা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আমাদের সব কর্মকাণ্ড আল্লাহপাক দেখছেন। তুমি পালাবে কোথায়? আল্লাহ্ তায়ালার নজরদারীর বাইরে যাওয়াতো সম্ভব নয়। যদিও আমরা মনে করে থাকি এত গোপনে গুনাহ করছি কেউ তো দেখেনি। আরে ভাই! আল্লাহ তায়ালাতো দেখছেন।

আল্লাহ্ দেখছেন, একথাটি মনে থাকলে মানুষ গুনাহ করে কিভাবে? আল্লাহ তায়ালার সামনে কি লজ্জা হয় না? আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির ভয় কি অন্তরে আসে না? আমরা কেন একটি বারও ভাবিনা? যে আল্লাহ তায়ালা যদি ইচ্ছা করেন তবে সবাইকে মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দিতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে শ্রবন শক্তি কেড়ে নিতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে

চোখের দৃষ্টি কেড়ে নিতে পারেন। আমার দেহ অবশ শক্তিহীন করে দিতে পারেন। কথা বলার শক্তি কেড়ে নিতে পারেন। তারপর দুনিয়ার এমন কোন শক্তি কি আছে যে এগুলো ফিরিয়ে দিতে পারে? পারবেনা। দুনিয়ার কোন শক্তি এগুলো ফিরিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। তারপরও আমরা আল্লাহর আযাবের ভয়ে ভীত হবনা? আল্লাহর নাফরমানি ত্যাগ করব না?

আজতো আমাদের অবস্থা বড়ই নাযুক। অন্তর মরে গেছে। দৃষ্টি হারিয়েছে উজ্জলতা। মস্তিষ্ক হারিয়েছে উর্বরতা। চিন্তা চেতনায় আমরা এখন বড়ই দুরাবস্থায় আছি। হায়রে মুসলামন! হেরা গুহা থেকে যে ঐশি নূর মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে দুনিয়াব্যাপী বিস্তৃত হয়েছে মাত্র তেইশ বছরে। তারপর শতশত বছর এ মহান কাফেলার করতলগত ছিল অর্ধেকের বেশি দুনিয়া। কি ছিল সে মহান শক্তির উৎস? অবশ্যই তা ছিল একত্ববাদের পূর্ণাঙ্গ নির্ভেজাল বিশ্বাস। আল্লাহ তায়ালার প্রতি পুর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই সফলতার মুল চাবিকাঠি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনাদর্শ ছিল আমাদের প্রেরণা। কিন্তু আজ হারিয়েছি সব। আজ আমাদের বিশ্বাস নড়বরে। ঘুনে ধরা কাঠের মত. যেন এখনই মড়মড় করে ভেঙ্গে পড়বে।

নামায পড়ুন একাগ্রতার সাথে

প্রিয় ভাই ও বোন!

বাদ মাগরিব, মাওলানা তারিক জামিল সাহেব বসলেন মিম্বরে। মসজিদ কানায় কানায় পুর্ণ। হাজার হাজার মুসল্লি বসে আছেন তাঁর বয়ান শোনার জন্য। তিনি শুরু করলেন। (সংকলক)

আলহামদুলিল্লাহ। মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখ লাখ শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে আজকের মাগরিবের তিন রাকাত ফরজ এবং দুরাকাত সুন্নাত নামাযসহ আরও কিছু দোয়া দরুদ তেলাওয়াত মসজিদে এসে পড়ার তৌফিক দিয়েছেন। যে লোক নামায পড়লনা তার মত হতভাগা অকৃতজ্ঞ আর কেউ নেই।

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি নামায এমন করে ছেড়ে দেয় যে, সময় পার হয়ে গেছে, পরে আবার তা পড়ে নিল। সে জাহান্নামের আগুনে পুড়বে। দু কোটি অষ্টাশি লাখ বছর। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়েদেয়, তার নাম জাহান্নামের দরজায় লিখে দেয়া হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযীঃ) বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আল্লাহ পাকের দরবারে এই দোয়া করো, হে আল্লাহ! আমাদের মাঝ থেকে কাউ কে বঞ্চিত করো না। হতভাগা করো না। তারপর আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বললেন, তোমরা কি জানো হতভাগা কারা? সাহাবায়ে কেরামগণ বললেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলই ভাল জানেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যারা নামায ছেড়ে দেয়, তারাই বঞ্চিত ও হতভাগা। হাদীস পাকে বলা হয়েছে, যে নামায ছেড়ে দেয়, শেষ বিচারের দিনে তার হাত পা বাঁধা থাকবে। ফেরেশতাগণ তার মুখেও পিঠে আঘাত করবে। জান্নাত বলবে, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই, আমি তোমার নই, তুমিও আমার না। আর জাহান্নাম বলবে, এসো আমার কাছে এসো, তুমি আমার, আমিও তোমার। জাহান্নামের একটি মাঠ আছে, যার নাম লমলম। সেখানে রয়েছে বিশাল বিশাল সাপ। জুব্বুল হুজন নামে একটা মাঠ আছে, বিচ্ছুদের আবাস সেটা। বড় বড় এককেটা বিচ্ছু। বেনামাযীদের ছোবল মারার জন্য এদের তৈরী করা হয়েছে।

তাই আসুন নামাযী হই। সর্ব প্রথম ফরজ হলো নামায। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামায হলো আমার চোখের শীতলতা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আমার বান্দা! তুমি যখন সেজদায় মাথা জমিনে রাখো, সে সময় তোমার মাথা থাকে আমার কুদরতী পায়ে। সুবাহানাল্লাহ। তো ভাই আল্লাহর কুদরতী পায়ে সেজদা দেয়ার স্বাদ, মজা, তৃপ্তি যে পেয়েছে, দুনিয়ার কোন স্বাদই তার প্রয়োজন নেই। প্রকৃত নামাযের মধ্যে এমন স্বাদ রয়েছে যে স্বাদ দুনিয়ার অন্যকোন জিনিসের মধ্যে নেই।

এক সাহাবী আবু রায়হানা (রাযীঃ) সফর থেকে ফিরেছেন অনেক দিন পর। স্ত্রী স্বামীর প্রতিক্ষায় ছিলেন। সাহাবী স্ত্রীকে বললেন, দুরাকাত নফল নামায পড়ে নেই, তারপর তোমার সাথে মন খুলে কথা বলব। এই বলে তিনি নামায শুরু করলেন, তার এ দু রাকাত নামাযে তিনি সারা রাত কাটিয়ে দিলেন।

এক সময় ফজরের আযান হলো, তিনি নামায শেষ করলেন। স্ত্রী বসে আছেন অপেক্ষায়। স্ত্রী বললেন, আপানি নিজেও ক্লান্ত হলেন, আমাকেও ক্লান্ত করলেন। আমার কথা কি আপনার খেয়াল ছিলনা? সাহাবী বললেন, নামাযে দাড়ানোর পর তোমার কথা আমার মনেই আসেনি। স্ত্রী বিস্ময়ের সাথে বললেন, কিভাবে ভূলে গেলেন? আমিতো আপনার পাশেই ছিলাম! সাহাবী বললেন,

নামাযে কোরআন তেলাওয়াত শুরু করার পর জান্নাত আমার সামনে উপস্থিত হলো। আমি সব কিছু ভূলে গেলাম।

অথচ আমাদের কি হাল দেখুন, নামাযে দাড়িয়ে দুনিয়ার সব চিন্তা মাথায় নিয়ে আসি। চিল্লায় গিয়েও স্ত্রীর কথা ভূলতে পারি না। অথচ সাহাবীর স্ত্রী পাশে থাকা সত্বেও তিনি ভূলে গেলেন তার কথা।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাযীঃ) কাবা শরীফে নামাযে দাড়াতেন। হেরেম শরীফের কবুতরগুলো মনে করত শুকনো কাঠ দাড়িয়ে আছে। কবুতরগুলো তাঁর মাথার উপর এসে বসত। কাঁধে বসত। মহান রাব্বুল আলামীনের প্রবল প্রতাপ তাঁর চেতনাকে লুপ্ত করে দিত।

তো ভাই, নামাযে একগ্রতা প্রয়োজন। যে লোক একাগ্রতার সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, আল্লাহ পাক তাকে পাঁচ রকমের সম্মান দিবেন। তার রুজির টানাটানি থাকবেনা। কবরে শাস্তি মাফ করা হবে। চোখের পলকে পুলসিরাত পার হবে। আমলনামা ডান হাতে আসবে। বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে। এগুলো হলো নামাযের পুরস্কার। নামাযের কথা বলা হয়েছে, নামায। নামাযতো আমরাও পড়ি। নামাযে দাড়িয়ে দুনিয়ার সব হিসাব নিকাশ করে ফেলি। আমাদের নামাযের বড়ই করুণ অবস্থা।

ভাই নামায আদায়ের ব্যাপারে সতর্ক হই। নামাযগুলো একাগ্রতার সাথে আদায় করি।

নামায হলো মুমিনের মেরাজ। আল্লাহু আকবার বলে যখন আল্লাহর সামনে দুহাত বেধে আসামির মত দাড়াই, তখনতো আমার মনে এ খেয়াল থাকা আবশ্যক যে আমি মহান রাব্বুল আলামীনের সামনে দাড়িয়েছি, আল্লাহ আমাকে দেখছেন, আমার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহকে খুশি করা। আমার সর্বোচ্চ মনোযোগতো আল্লাহর দিকে হওয়া উচিত।

সাইয়্যিদুনা হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন (রহঃ) নামায পড়ছেন। ঘরে আগুন লাগল, তিনি বেখবর, নামায পড়েই যাচ্ছেন। মানুষজন তাঁকে সেখান থেকে বের করল। বলল হযরত! ঘরে আগুন লেগেছে আর আপনি নামায পড়ছিলেন? আগুনের তাপ কি আপনার গায়ে লাগেনি? তিনি জবাব দিলেন, জাহান্নামের আগুনের ভয়ে দুনিয়ার আগুনের কথা আমার মনেই ছিলনা।

বুযুর্গ হযরত আবু আলী দাককাহ (রহঃ) বলেন, প্রখ্যাত এক বুযুর্গের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তাকে দেখার জন্য গেলাম। তাঁর হাজার হাজার মুরিদ

সেখানে উপস্থিত ছিল, তারা কাঁদছিল। আমি হযরতকে জিজ্ঞেস করলাম, কি অবস্থা আপনার শরীরের? হযরত কাঁদছিলেন, আমি বললাম, হযরত! আপনি কি এই অন্তিম সময়ে দুনিয়ার মায়া মোহাব্বতের জন্য কাঁদছেন? উত্তরে তিনি বললেন, না বরং আমি আমার নামাযের গাফলতীর কথা চিন্তা করে কাঁদছি। হযরতের কথা শুনে আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, একি বলছেন হযরত! আপনিতো সারা জীবন নামায আদায় করেছেন। তিনি বললেন, আমি জীবনে যত নামাযই পড়েছি, রুকু করেছি, সেজদা করেছি, সব সময়ই আমার অন্তরে অবহেলা আর গাফলতী ছিল। একাগ্রতার সাথে আমি নামায পড়তে পারিনি, আর আজ এ অবস্থায়ই আমার মৃত্যু হচ্ছে।

তারপর তিনি কয়েকটি কবিতার লাইন আবৃত্তি করলেন। সেগুলো হলো, হাশরের দিনে কিয়ামতের ময়দানে আমার কি অবস্থা হবে? সে বিষয়ে চিন্তা করে আমি উদ্বিগ্ন ও হতাশ। দুনিয়ার আরাম আয়েশ ও ইজ্জত সম্মানের পর জানিনা কবরের অন্ধকারে একাকি আমাকে কি অবস্থায় কাটাতে হবে। আমি উত্তম রূপে ধ্যান করেছি, যখন আমার আমলনামা হাস্তান্তর করা হবে, তখন না জানি আমার কি দুর্দশা হয়।

আয় আল্লাহ! আয় পরওয়ার দিগার! আপনার দয়া ও রহমত ছাড়া আমার কোন গতি নেই। একমাত্র আপনার উপরই আমার ভরসা, আমার আশা। মেহেরবানী করে সেদিন আপনি আমাকে মাফ করেদিন।

তো ভাই! দেখুন এক আল্লাহ ওয়ালা নিজের নামায নিয়ে কত পেরেশান। কত হতাশ। কত সাধনা আর মুযাহাদা আর ইবাদতের পর তিনি হয়েছিলেন ওই সময়ের অন্যতম বুযুর্গ। আর তিনিও চিন্তিত নিজের নামায নিয়ে। আর সে তুলনায় আমরা কোথায়?

তাই আসুন, আমরা নামাযের ব্যাপারে মনোযোগী হই। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সুন্দরভাবে নামায আদায় করার তৌফিক দিন। আর রিয়ামুক্ত এবাদত করার তৌফিক দিন। আল্লাহ পাক যেন আমাদের অন্তরে নামাযের গুরুত্ব পয়দা করে দেন। আসুন আল্লাহ তায়ালার পাক দরবারে আমরা দোয়া করি, হে আল্লাহ! আমাদের নামাযগুলো কবুল করুন। আমরা যেন পাককা নামাযী হতে পারি সে তৌফিক দিন। বেনামাযীকে নামাযী বানিয়ে দিন। দ্বীনের পথে সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

এ বয়ান সবার জন্য

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দুনিয়া সবুজ শ্যামল মনোহারা মিষ্টি ও লোভনীয়। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন তোমাদিগকে এর মালিক বানিয়ে দেখতে চান যে, তোমরা কি আমল কর। কিভাবে জিন্দেগী কাটাও।

বনী ইসরাইলদের যখন বিপুল পরিমাণ সম্পদ ও প্রাচুর্যের অধিকারী করে দেয়া হলো। তখন তারা, নারী, অলংকার, পোশাক সুগন্ধি ও অন্যান্য বিলাসিতার মধ্যে ডুবে গেল। হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, তোমরা দুনিয়াকে নিজেদের রব বানিওনা। অন্যথায় দুনিয়া তোমাদেরকে তার গোলামে পরিণত করবে। নিজের ঈমান ও আমলকে হেফাজত করো। এটাই তোমার নিজস্ব সম্পদ। এটা বরবাদ হবেনা। কারণ, দুনিয়ার সম্পদের ব্যাপারে ভয় ও আশংকা থাকে, কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদের যারা অধিকারী তাদের কোন বিপদের আশংকা নেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আমার শুভাকাঙ্খি বন্ধুগণ! তোমাদের স্বার্থে আমি দুনিয়াকে ত্যাগ করেছি। তাই আমার পরে তোমরা যেন দুনিয়াকে ভক্তি শ্রদ্ধা শুরু না কর। কারণ, দুনিয়ার অন্যতম অপকারিতা হলো, আখেরাত বিসর্জন দেয়া ব্যতীত দুনিয়া মিলেনা। তাই দুনিয়ার মুহাব্বত মুক্ত থেকেই জীবন কাটিয়ে দাও। দুনিয়াকে আবাদ করো না। এও মনে রেখো, দুনিয়ার মুহাব্বতই সকল পাপের মূল। হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন, আগুন আর পানি যেমন এক পাত্রে একত্রিত হতে পারে না, তেমনিভাবে মুমিনের অন্তরে দুনিয়াও আখেরাতের মুহাব্বত একত্রে শিকড় গাড়তে পারে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন এমন বহু লোককে হাজির করা হবে যাদের আমল হবে পাহাড় সমান। কিন্তু তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। হযরত সাহাবায়ে কেরামগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তারা কি নামাযী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তারা

নামাযও পড়বে, রোযাও রাখবে। কিন্তু রাত্রিকালে গুনাহে লিপ্ত হবে। এবং দুনিয়ার লোভে সুযোগ পেলে দৌড়ে যাবে।

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাযিঃ)-কে বাহরাইন প্রেরণ করেছিলেন। হযরত আবু উবায়দা বহু মালামাল সহ মদীনায় ফিরে আসেন। তারপর ফজরের নামাযের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত আনসার ও মুহাজির সাহাবীদেরকে বললেন, আমার মনে হয় তোমরা শুনেছো যে, আবু উবায়দা কিছু নিয়ে এসেছে? সাহাবীগণ জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! হে, আমরা তা শুনেছি।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠিক আছে তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, এবং আল্লাহ তা'য়ালা যা কিছু দান করেছেন তার আশা রাখ। কিন্তু আল্লাহর কসম, দারিদ্রকে আমি তোমাদের জন্য আশংকাজনক মনে করিনা। বরং আমার ভয় হয়। যে, তোমাদেরকে না জানি দুনিয়ার বিপুল ভাণ্ডারের অধিকারী করে দেয়া হয়। যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের বেলায় ঘটেছিল। তারপর তোমরা দুনিয়া কামাইয়ের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে যাও, যেভাবে তারা অবতীর্ণ হয়েছিল। পরিণামে দুনিয়া তোমাদের ধ্বংস করে দেয়, যেভাবে তাদের ধ্বংস করেছিল।

ভাইয়েরা! আল্লাহ আমাদের প্রতি রহম করুন। আমরা গাফলত থেকে জেগে উঠি। সেই দিনের পূর্বেই জেগে উঠি যেদিন কেউ বলবে, ঐ ভাই অসুস্থ, ঐ ভাই জীবনের শেষ অবস্থায় পতিত। কোন ডাক্তার কি খুঁজে পাওয়া যাবে? আর ডাক্তার ডেকেই কি হবে? যখন মৃত্যু ছাড়া সে রোগের আর কোন ঔষধ নেই।

চিন্তা করো সেই মুহূর্তের কথা, হঠাৎ কেউ খবর দিবে, অমুক ভাই মৃত্যু শয্যায়, তার শেষ সময় এসে গেছে। তার জবান বন্ধ হয়ে গেছে। স্বজনরা পাশে বসে আছে, কিন্তু হায় কথা বলার শক্তি নাই। কাউকে চিনতে পারছেনা। হে বন্ধু! যখন তোমার এ অবস্থা হবে। তোমার কপালে ঘাম দেখা দিবে। বুকের ভিতর থেকে গড়গড় আওয়াজ আসতে থাকবে। মৃত্যু হাজির হবে। চোখের দৃষ্টি কমে যাবে। জিহ্বা অকেজো হয়ে যাবে। সন্তানরা কাঁদবে, স্ত্রী কাঁদবে। স্বজনরা কাঁদবে। তুমি কথা বলতে পারছো

না। একসময় দুনিয়ার মায়া মুহাব্বত ছেড়ে চলে যাবে। এখন তুমি লাশ। রূহ চলে গেছে আসমানে। তুমি শুয়ে আছো খাটিয়ায়। কাফনের কাপড় পড়ে শুয়ে আছো। আতর সুরমা দিয়ে তোমাকে বিদায় দেবে প্রিয় স্বজনরা। যাত্রা করবে কবরের পথে। এখন তোমার পরিচর্যা করতে কেউ আসবেনা। তোমার পরিবার তোমার সম্পদ ভাগ বাটোয়ারা করে নিবে। সেই কবর ঘরে শুধু তুমি থাকবে। আর তোমার কৃত আমলগুলো। চিন্তা করে দেখো দুনিয়ার জিন্দেগী এক প্রতারণা। সব তুমি কামাই করলে সারাটা জীবন শ্রম দিয়ে। আর তা আজ তোমার থাকল না। আজ তুমি শূন্য হাতে কবরে পড়ে আছো।

হায় আফসোস! কিয়ামত পর্যন্ত পড়ে থাকবে কবরে। তাই মনে মনে ধ্যান করো যে, তোমরাও সে বিপদের সম্মুখিন। তোমরাও তো কবরের বাসিন্দা হবে। সেখানে পড়ে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। হায়! তখন কি অবস্থা হবে? যখন তোমরা ভয়াবহ আযাবের ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে পাবে। কবর হতে আবার উঠানো হবে। তোমার সব গোপন প্রকাশ হবে। তোমার কর্মের হিসাব দেয়ার জন্য মহান রবের সম্মুখে দাঁড়াতে হবে। তখন গুনাহের ভয়ে কাঁপতে থাকবে। তারপর ভোগ করতে হবে তোমার কর্ম ফল।

আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমে বলেছেন।

لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ أَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ أَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى.

আল্লাহ পাক গুনাহগারদেরকে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিবেন, এবং নেককারদিগকে কাজের প্রতিদান দিবেন। (সূরা নাজম - ৩১)

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ.

এবং আমলনামা খুলে দেয়া হবে। তুমি দেখবে তখন অপরাধীরা সে আমলনামার অবস্থা দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। (সূরা কাহাফ - ৪৯)

অতএব ভাই ও বোনেরা! আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে গুনাহ মুক্ত জীবন গড়ার তৌফিক দিন। মুহাম্মাদূর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ অনুকরণের তৌফিক দিন। যাতে আমরা মহান রাব্বুল আলামীনের করুণা লাভ করে জান্নাতী হতে পারি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে কবুল করুন, আমীন।

শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচুন

কোরআনে কারীমে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

শয়তান তোমাদের শত্রু, অতএব তাকে শত্রু রূপেই গ্রহণ কর।

(সূরা ফাতির - ৬)

শয়তান মানুষকে প্রতারিত করার জন্য নানা রকম পথ পন্থা অবলম্বন করে। ওয়াসওয়াসা দেয়। কুমন্ত্রণা দেয়। এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আমার অন্তর হলো দুর্গ স্বরূপ। আর আমাদের চির দুশমন শয়তান এ চেষ্টায়ই থাকে যে কি করে সে আমাদের অন্তরে প্রবেশ করবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেছেন, একদা হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির উপর একটি রেখা টেনে বললেন, এটা হচ্ছে আল্লাহর পথ। অত:পর ডানে বামে আরও কতগুলো রেখা টেনে বললেন, যে এগুলো ও পথ। কিন্তু এর প্রত্যেকটির উপর শয়তান বসে আছে, এবং লোকজনকে ধ্বংস ও বিভ্রান্তির দিকে আহ্বান করছে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন।

وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ

নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব এপথে চল। এবং অন্যান্য পথে চলো না। তাহলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। (সূরা আনআম-১৫৩)।

প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য হচ্ছে শয়তানকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করা। প্রতি কাজে ও প্রতি ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে শয়তানের মোকাবেলা করা। সর্বপ্রকার ধ্যান ধারণা ও আকীদা বিশ্বাসে শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে সতর্ক থাকা।

এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর একটি ঘটনা এমন আছে যে, একদিন অভিশপ্ত ইবলিস ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) কে প্রশ্ন করেছিল, এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? যে, সৃষ্টিকর্তা আমাকে তার ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি করেছেন, এবং যে কাজে ইচ্ছা সে কাজে আমাকে ব্যবহার করছেন। অত:পর তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে জান্নাতে দিবেন, নতুবা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। সবই তো দেখি তার ইচ্ছা? এটা কি কোনো ইনসাফ হলো? ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) একটু চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, মহান রাব্বুল আলামীন যদি তোকে তোর ইচ্ছা অনুযায়ী সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে অবশ্যই এটা জুলুম হবে। আর যদি তিনি তাঁর নিজস্ব মর্জি অনুযায়ী সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে মনে রাখ যে, মহান রাব্বুল আলামীন স্বীয় অভিপ্রায়ে সকল প্রকার জবাবদিহিতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত পবিত্র। শয়তান একথা শুনে বিফল বিমুখ হয়ে পালিয়ে গেল। এবং বলতে থাকলো। হে শাফেয়ী! আমি এই একটি প্রশ্নের দ্বারা সত্তর হাজার আবেদ ও আল্লাহ ভীরু লোককে গোমরাহ করেছি।

সাইয়ীদুনা ইমাম হাসান (রাযিঃ) বলেছেন, অভিশপ্ত ইবলিস বলেছে, আমি উম্মতে মুহাম্মদীকে বহুবিধ গুনাহে লিপ্ত করেছি, কিন্তু তওবা ও অনুতাপের দ্বারা তারা আমাকে কাবু করে ফেলেছে। অবশেষে আমি তাদেরকে এমন পাপে লিপ্ত করার ফন্দি আটলাম, যা থেকে তারা কখনও তওবা করবে না। তা হলো রিপুর অনুসরণ, ও যথেচ্ছাচারিতা। ইবলিস এক্ষেত্রে সত্যই বলেছে। কেননা সরল প্রাণ বান্দারা একথা আদৌ জানেনা যে, খাহেশ ও রিপুর অনুসরণে পাপের উপকরণ রয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে অন্তরে তওবার প্রশ্নই জাগ্রত হয়না। প্রিয় ভাই ও বোন! সর্বদা শয়তানের ধোকা থেকে সতর্ক থাকুন।

অভিশপ্ত ইবলিস যেন আপনাকে প্রতারিত না করতে পারে। ইবলিসের ধোঁকায় পড়ে বহু নওজোয়ানকে দেখেছি ধ্বংস হতে। মৃত্যুর স্মরণ নেই। দুনিয়ার জৌলুসে মাতাল। এরা এমন বেপরোয়া যে, আল্লাহ তা'য়ালার দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। অথচ মুসলমান ঘরের সন্তান। এরা প্রিয় নবীর বিরুদ্ধে কথা বলে। আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে কথা বলে। আফসোস হয় এদের জন্য। এরাতো আমারই মুসলমান ভাই। আজ দ্বীনের দাওয়াত এদের কাছে না পৌঁছার কারণে এরা অবাধ্য।

আসুন ভাই, এসব পথ হারা ভাইগুলোর জন্য আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে দোয়া করি। আল্লাহ তা'য়ালা যেন এদের হেদায়েত দান করেন।

এক বুজুর্গ মনসুর ইবনে আম্মার (রহঃ) এক যুবককে নসিহত করতে গিয়ে বলেছেন, হে যুবক! তুমি সর্বদা সতর্ক থাকবে, যৌবন যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। বহু যুবককে দেখেছি, জীবনে কৃত গুনাহ থেকে তওবা করতে বিলম্ব করেছে, মৃত্যুকে মনে করতো আরও পরে আসবে। দীর্ঘ জীবনের আশা করতো। শুধু বলতো আগামিকাল অথবা পরশু তওবা করবো। এভাবে দীর্ঘসময় অতিবাহিত হওয়ার পর তওবার সুযোগ পায়নি। বঞ্চিত ও প্রতারিত হয়েই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। শূন্য হাতে কবরে গিয়েছে।

তাই আর দেরি নয়, আসুন আমরা বলি, ওগো আল্লাহ! আমাদেরকে মৃত্যুর পূর্বে তওবার সুযোগ দান করুন। অলসতাও উদাসিনতা থেকে মুক্তি দিয়ে খাটি মুসলমান হওয়ার তাওফিক দিন। কিয়ামতের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শাফায়াত নসীব করুন। আমাদেরকে তওবায় অটুট থাকার তৌফিক দান করুন। আয় আল্লাহ! তওবা ছাড়া আমাদেরকে মৃত্যু দিয়ো না। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

হযরত ওমর ফারুক (রাযিঃ) এর অন্তিম সময়

সাইয়্যিদুনা হযরত ওমর ফারুক (রাযিঃ) এমন মহান এক ব্যক্তি, যার খেলাফতকালে বাইশ লক্ষ মাইল ব্যাপী ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডিন হয়েছিল। হযরত ওমর এমন মহান ব্যক্তি, আল্লাহর প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, যে, ওমর যে পথ দিয়ে যাতায়াত করে শয়তান সে রাস্তা ছেড়ে পালায়। ভয়ে রাস্তা পরিবর্তন করে।

তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। অর্ধ পৃথিবীতে ইসলামের প্রসার ঘটিয়েছেন। এমন এক মহান ব্যক্তি, যার ইসলাম গ্রহণে ফেরেশতারাও উৎসব পালন করেছেন।

হযরত ওমর (রাযিঃ) সম্পর্কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, তখন আরাফার ময়দানে সোয়া লাখ সাহাবী উপস্থিত

ছিলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমরের মর্যাদা ঘোষণা করেছেন, বলেছেন, আমার পরে যদি কেউ নবী হতো তবে তা ওমর হতো। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, আমার দুজন উজির দুনিয়াতে, আর দুজন উজির আসমানে। দুনিয়ার দুজন উজির হলেন, আবু বকর (রাযিঃ) ও ওমর (রাযিঃ)। আর আসমানের দুজন উজির হলেন হযরত জিবরাঈলও মিকাইল (আঃ)।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের এক হাত আবু বকর (রাযিঃ) এর কাঁধে রাখলেন। আরেক হাত ওমর (রাযিঃ) এর কাঁধে রাখলেন। আর বললেন, এভাবেই আমি ও আবু বকর ও ওমর কিয়ামতের মাঠে দণ্ডায়মান থাকবো। এক সাথে। আরও বললেন, আমার ডান দিক থেকে আবু বকর উঠবে, আমার বাম দিক থেকে ওমর উঠবে। কত বড় সুসংবাদ আল্লাহ তা'য়ালার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে।

নবুওতের প্রথম যুগ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মনের আকাঙ্ক্ষা ছিলো ওমর যদি ইসলাম গ্রহণ করতো। তিনি দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! ওমর কে ইসলামের জন্য কবুল করুন।

আল্লাহ তা'য়ালার কাছে ওমরকে চেয়েছেন ইসলামের জন্য। সেই মহান ব্যক্তিত্ব ওমর (রাযিঃ) মৃত্যুর মুখে। সাধারণ মৃত্যু নয়, শাহাদাতের পবিত্র মৃত্যুর কাছাকাছি আল্লাহ ও আল্লাহর নবীর প্রিয় ওমর ফারুক (রাযিঃ)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর পবিত্র জবানে এত সুসংবাদ পাওয়ার পরও তিনি ছিলেন পেরেশান। হ্যাঁ। দুনিয়া ও আখেরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দু-সাথীর একজন হযরত ওমর (রাযিঃ) তাঁর পরকালীন মুক্তির ব্যাপারে চিন্তিত।

ডাকলেন ছেলে আব্দুল্লাহ বিন ওমরকে। বললেন, যাও, আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাযিঃ) এর কাছে অনুমতি নিয়ে আসো, যে ওমর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পাশে সমাহিত হতে চায়। খবরদার এমনটা যেন বলো না, আমীরুল মুমিনীন অনুমতি চায়। বরং এমনটা বলবে, ওমর অনুমতি চায়। যদি আম্মাজান হয়রত আয়েশা খুশি মনে অনুমতি দেন, তাহলে আমার মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পাশে আমাকে দাফন করো। আর যদি অনুমতি না মিলে তবে আমাকে সাধারণ কবরস্থানে দাফন করে দিও।

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ) গেলেন আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাযিঃ) এর অনুমতি আনার জন্য। আব্দুল্লাহ বললেন, আমার পিতা ওমর (রাযিঃ) নিজের দু-সাথীর পাশে সমাহিত হওয়ার অনুমতি চাচ্ছেন। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বললেন, সেই স্থানটি তো আমি আমার জন্য বরাদ্দ রেখেছিলাম। কিন্তু ওমর (রাযিঃ) যখন চাচ্ছেন, আমার ইচ্ছার উপর হযরত ওমরের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিলাম। আমার পক্ষ থেকে নিঃশর্ত অনুমতি আছে।

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ) খুশি হয়ে পিতার নিকট এলেন, বললেন, আব্বাজান! অনুমতি মিলেছে। আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাযিঃ) অনুমতি দিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে থাকবেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) বললেন, না, বেটা, সম্ভবত তিনি আমার কথা ফেলতে পারেন নি বলে লজ্জায় অনুমতি দিয়েছেন। আমার ইন্তেকালের পর আমার লাশ আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাযিঃ) এর ঘরের দরজার সামনে রেখে আবার অনুমতি প্রার্থনা করবে। যদি অনুমতি দেন তাহলে সেখানে দাফন করো।

অর্ধ পৃথিবীর শাসক, সেবক আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয় হযরত ওমর (রাযিঃ) ছেলে আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ) এর কোলে মাথা রেখে অন্তিম যাত্রার পথে বললেন, বেটা! আমার মাথা জমিনে রেখে দাও। মাটিতে রাখো।

মাথা জমিনে রাখার পর হযরত ওমর (রাযিঃ) নিজের গাল মাটিতে ঘষতে লাগলেন, আর বলতে লাগলেন, হে ওমর! তুমি বরবাদ হয়ে গেছো। যদি তোমার রব তোমাকে মাফ না করেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) মৃত্যুর সময় নিজের পরকাল নিয়ে চিন্তিত। অথচ তাঁর জন্য জান্নাত অপেক্ষমান। ফেরেশতাগণ যাকে বরণ করার জন্য দণ্ডায়মান। তিনি বলছেন, হে ওমর! তুমি ব্যর্থ, যদি তোমার আল্লাহ তোমাকে মাফ না করেন।

ইন্তেকালের পর হযরত সুহাইব (রাযিঃ) জানাযা পড়ালেন। লাশ তুলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রওজা মোবারকের দরজার সামনে রাখা হলো। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ) এগিয়ে গিয়ে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) এর দরজায় দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইলেন। তিনি ভেতরেই ছিলেন। বললেন, আব্দুল্লাহ বিন ওমর। আম্মাজান! আমার পিতা ওমর ইবনুল খাত্তাব দরজার সামনে উপস্থিত, ভিতরে আসার অনুমতি চাইছেন। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) নিজেকে পর্দায় আবৃত করে বললেন, স্বাগতম হে ওমর। ওমরের জন্য সেই স্থান খালি পড়ে আছে। সে স্থান ওমরের জন্য প্রস্তুত। তারপর হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বের হয়ে গেলেন।

তো প্রিয় ভাই ও বোন!

দেখুন হযরত ওমর (রাযিঃ) এর আল্লাহভীতি। যার মর্যাদার স্বীকৃতি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে যার মর্যাদার সুসংবাদ ছিলো। অথচ তিনি মৃত্যুর সময় নিজেকে নিয়ে কত পেরেশান ছিলেন। আর আমরা? আমরা কি আমাদের অবস্থা নিয়ে ভাবি? আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কত অসতর্ক জীবন পার করছি! আমাদের নারী পুরুষরা কি অবুঝ জীবন যাপন করছে। পুরুষরা শুধু সম্পদ কামাই করা ছাড়া আর কোনো কিছু বুঝে না। নারীরা নিজের সাজ সজ্জা ছাড়া কিছু বুঝে না। ঘর সাজাও। শরীর সাজাও। পয়সা কামাও। কত বড় বোকামি।

ভাই ও বোনেরা! সাহাবায়ে কেরামগণের হৃদয় স্পর্শী এ কথা গুলো আমাদের অন্তর দাগ কাটবে কি না জানি না। সেই অন্তর যদি আমাদের থাকতো। দ্বীনের প্রতি এ নিদারুণ অবহেলা কিভাবে দূর হবে জানি না। কিভাবে বললে কোন ভাষায় বললে আমাদের পাথরী হৃদয় গুলো নরম হবে। আল্লাহ! আপনি আমাদের পাথরের মতো অন্তর গুলো নরম করে দিন। আমাদের দ্বীনের পথে কবুল করুন। আমীন।

নাফরমানি আর কত?

প্রিয় ভাই ও বোন!

আমরা প্রতিদিন মহান রাব্বুল আলামীনের অসংখ্য হুকুম অমান্য করছি। কিন্তু এর জন্য একটুও আফসোস আমাদের হচ্ছে না। এমনই অকৃতজ্ঞ আমরা হয়েছি যে, আল্লাহর হুকুম অমান্য করছি কিন্তু অনুশোচনা আসছে না। কিন্তু কাঁচের একটি গ্লাস ভাঙলে আমাদের আফসোসের সীমা থাকে না। ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় লোকশান হলে দুঃখ শোকে অসুস্থ হয়ে যায়। সরকারি হুকুম অমান্য করলে শাস্তি হয়। অফিসের নিয়ম না মানলে চাকরি থাকে না। দুনিয়ার হুকুমের কত পাবন্দি আমরা করি। অথচ আমরা প্রতিনিয়ত আল্লাহ তা'য়ালার কত হুকুম অমান্য করছি। আমাদের তাতে একটুও আফসোস হয় না।

যখন কোনো মহিলা বেপর্দা অবস্থায় রাস্তায় বের হয়, বাজারে শপিংমলে যায়, সেই একটি সফরে কতগুলো হুকুম অমান্য হচ্ছে? একজন ব্যবসায়ী যখন অবৈধ লেনদেন করে, তার এই একটি লেনদেনে সে কতগুলো ইলাহী হুকুম অমান্য করছে? জানি এর জবাব দেয়ার মতো চিন্তাচেতনাও আমাদের মধ্যে নেই।

ভাই ও বোন! একটি গ্লাস ভাঙার কারণে আমাদের এত কষ্ট হয়। ব্যবসায় লোকশান হলে আমাদের আফসোস হয়। আর মহান রবের অসংখ্য হুকুম অমান্য করার অনুশোচনা আক্ষেপ আমাদের অন্তরে আসে না। সেই মানসিকতাও লোপ পেয়ে গেছে।

প্রিয় ভাই ও বোন! মাওলানা তারিক জামিল সাহেব যখন এসব কথা গুলো বলছিলেন, তখন হযরতের চোখ দুটি ভিজে গেছে, কণ্ঠ কাঁপছে আবেগে। আর উপস্থিত জনমণ্ডলী তাঁর সে আবেগের অংশীদার হয়েছে। তারাও কাঁদছেন। তারপর তিনি আবার বলতে শুরু করলেন। (উর্দু সংকলক)

মূল্যায়নতো হবে আমাদের আমলের। আপনার চেহারার মূল্যায়ন হবে না। আপনার সুঠাম তাগড়া দেহের মূল্যায়ন হবে না। আপনার রূপ সৌন্দর্যের মূল্যায়ন হবে না। আল্লাহ পাকের দরবারে আপনার আমলেরই

মূল্যায়ণ হবে। মিযানের পাল্লায় আপনার আমলগুলোই আপনার মূল্যায়ন করবে। সেই আমলের ব্যাপারে আমরা এতো অবহেলা কেন করছি? নামায ছেড়ে দিচ্ছি, রোজা রাখছি না। যাকাত দিতে অনিহা। কেন ভাই! আল্লাহ তা'য়ালার হুকুমগুলো মানতে এতো অবহেলা কেন? কি জবাব দিবো আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে?

শয়তান এক সিজদা অস্বীকার করার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা শয়তানকে কিয়ামত পর্যন্ত অভিশপ্ত করে দিয়েছেন। আর যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ত্যাগ করছে, তারা কতগুলো সিজদা অস্বীকার করছে? যে পুরা সপ্তাহ নামায পড়ছে না, সে কতগুলো সেজদা অস্বীকার করলো?

মহান রাব্বুল আলামীনের একএকটি হুকুম দুনিয়ার সব কিছুর থেকেও মহা মূল্যবান। শয়তান একটি সেজদা অস্বীকার করে কিয়ামত পর্যন্ত বিতাড়িত হয়ে আছে। অবাধ্য হয়ে অভিশপ্ত অবস্থায় থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত। যে বিশ বছর যাবত নামায পড়ছে না, তাহলে সে কত বড় অবাধ্যতায় লিপ্ত। ভাবনার বিষয়। হয়রান হয়ে যাওয়ার কথা আমাদের। কি করছি আমরা?

এক লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হলো, দেখেই বুঝলাম চরম আধুনিক। কথায় কথায় তাকে দ্বীনের কথা বলতে শুরু করলাম। নামাযের কথাও এলো। সেই লোকটি বললো, আমি বছরে দুটি নামায পড়ি। দুই ঈদের নামায ছাড়া আর কোনো নামায আমি পড়ি না। খুশি হলাম, কারণ লোকটি নামায কি জিনিস তা অন্তত জানে। আল্লাহ পাক রহমত করলে তাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযী বানানো যাবে।

অপর দু ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত হলো, বয়স চল্লিশের মধ্যে হবে। তাদের কথা শুনে আমি হয়রান হয়ে গেলাম। কারণ, তারা বলল, আমরা জীবনে এক ওয়াক্ত নামাযও পড়িনি। না পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামায, না জুমা না ঈদের নামায। কোনো নামাযই এরা জীবনে পড়েনি। তবে হতাশ হলাম না। আমাদের কাজইতো ঝং ধরা এ অন্তরগুলোকে ঘষে মেজে আল্লাহ মুখী করা। আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহ কখনও নিরাশ করেন না। আমরা তাদের সবাইকে গাশত করলাম। তারা মসজিদে এলো। তারপর শুরু করলাম আলোচনা। মহান আল্লাহ তা'য়ালার দয়া ও অনুকম্পার কথা বলতে লাগলাম। বান্দার অবাধ্যতা আর আল্লাহ তা'য়ালার দয়ার কথা শোনালাম।

বলতে লাগলাম, দেখুন আমরা কত অকৃতজ্ঞ, আমরা আল্লাহ্ তা'য়ালার অগণিত নেয়ামত ভোগ করেও তাঁর নাফরমানি করছি। তারপরও তিনি কত মেহেরবান। কত দয়ালু। আমাদের এত অবাধ্যতা দেখেও তিনি ধৈর্য ধারণ করেন।

তারপরও আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সুস্বাস্থ্য দান করেছেন। আরামের ঘুম দিয়ে সুস্থ রাখেন, ঘুম থেকে জাগান। খাদ্য দেন। কত বড় হৃদয় আল্লাহর যে আমাদের অনবরত নাফরমানি দেখেও তিনি আমাকে খাওয়াচ্ছেন। আমাকে পানি পান করাচ্ছেন। নিদ্রা দিচ্ছেন। ভালোবাসার মতো মানুষ দিচ্ছেন। আলো বাতাস দিচ্ছেন। ছায়া দিচ্ছেন। তিনি আমাদের সবই দিচ্ছেন।

আমাদের কি দাম আছে আল্লাহর কাছে? আমাদের কোনো প্রয়োজন আল্লাহর নেই। তারপরও আল্লাহ বান্দাকে ভালোবাসেন। আর আমরা অকৃতজ্ঞ অবাধ্য হয়ে জীবন কাটাচ্ছি। কিসের এত অহংকার আমাদের? আমরা আযান শুনে মসজিদে যাই না। যে ব্যক্তি নামায পড়েনা, তার চেয়ে বড় অহংকারী কে? জমিনে যে দম্ভভরে হাঁটে সেই শুধু অহংকারী নয়। রাস্তায় যে যুবক বুক ফুলিয়ে হাঁটে, সেই শুধু অহংকারী নয়। আযান শুনে যে আল্লাহর দিকে এগোয়না, যে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয় না, তার চেয়ে বড় অহংকারী জগতে আর নেই।

প্রিয় ভাই! আমরা শতভাগ আল্লাহ তা'য়ালার মোহতাজ। এ অবস্থায় প্রবল পরাক্রমশালী আল্লাহর অবাধ্যতা করা তো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আল্লাহর সঙ্গে বিদ্রোহ করা তো বোকাদের কাজ। অকৃতজ্ঞতা। চরম অবাধ্যতা। কিন্তু তারপরও আমরা আল্লাহর বিদ্রোহী হয়ে গেছি।

আজ মিথ্যা ছাড়া আমাদের ব্যবসা চলে না। ওজনে কম দিয়ে লাভের আশা করি। সুদের কারবার করে টাকা বানাচ্ছি। ঘুষের টাকায় সম্পদের পাহাড় গড়ছি। মদের বারে গিয়ে আনন্দ খুঁজছি। গান, বাদ্য, নাচ, অশ্লীলতা কে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে ফেলেছি। হায় মুসলমান! আজ আমরা কত রকমের অজুহাত তৈরি করে নিয়েছি। ভুল পথ, ভুল মত আমাদেরকে দ্বীন থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু দূরে নয় বহু দূরে।

আমরা আমাদের পথও হারিয়েছি। পথের দিশারীকেও হারিয়েছি। গন্তব্য হারিয়েছি। আমাদের পাথেয় লুণ্ঠিত হয়ে গেছে। কাফেলা বিচ্ছিন্ন

হয়ে গেছে। আমাদের না সামনের খবর আছে, না পিছনের খবর। আমরা এখন সেই পথচারীর মত যে সব হারিয়েছি, মালপত্রও হারিয়েছি, কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পথও হারিয়ে ফেলেছি। সামনে অন্ধকার রাত। দুর্গম পথ, সফর অনেক দীর্ঘ, গন্তব্য কোনদিকে জানি না। পথহারা মুসাফির আমরা।

এই পথহারা মানুষগুলোকে আল্লাহ মুখী করাই তাবলীগী মেহনতের উদ্দেশ্য। আমরা তাবলীগ ওয়ালারা চাই দুনিয়ার নেশায় মত্ত নারী-পুরুষগুলো আল্লাহ মুখী হোক। এবং তারা আল্লাহ তা'য়ালার দ্বীনকে মাকসাদ বানিয়ে জীবন অতিবাহিত করুক।

আমরা চাই মানুষ আল্লাহর জন্য নিজেকে মিটিয়ে দেয়া শিখুক। আমরা চাই, মানুষ সেই আনন্দ উপভোগ করুক, আল্লাহ যা পছন্দ করেন। মানুষ সেই দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে শিখুক আল্লাহ যাতে সন্তুষ্ট থাকেন। মানুষের মাঝে আমার ভালো মন্দের কোনো মূল্য নেই যদি আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। আমরা যদি আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। তবে দুনিয়ার সব হারালেও আমাদের কোনো ক্ষতি নেই। মানুষের পছন্দ অপছন্দে কি বা আসে যায়। আমাদের লাভ ক্ষতি ও কল্যাণ আল্লাহ পাকের পছন্দ ও সন্তুষ্টির মাঝে নিহিত আছে।

এক মেয়ের বিয়ের দিন, মেয়েকে সাজানো হচ্ছে। অপরূপ সুন্দর করে সাজানো হলো। বান্ধবীরা বললো, বাহ আজ তোকে অনেক সুন্দর লাগছে। একথা শুনে মেয়েটি কাঁদতে লাগলো, আর বলতে লাগলো, তোদের ভালোলাগা না লাগায় আমার কাজ হবে না। যার জন্য আমি সেজেছি, সেই মানুষটির চোখে যদি আমাকে ভালো না লাগে, আমি যদি তার মনপুত না হই যতক্ষণ না তিনি আমাকে ভালো না বাসবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার এ সাজ সজ্জার কোনোই মূল্য নেই।

তো ভাই ও বোনেরা! আমাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালার বিচারে উত্তীর্ণ হতে হবে। আমাদেরকে আল্লাহর ভালো লাগা অর্জন করতে হবে। তবেই তো আমরা সফল হতে পারবো।

আমার ভাইয়েরা! আল্লাহর ওয়াস্তে আমার কথাগুলো বুঝার চেষ্টা করুন। আমি বক্তা নই। আমি আল্লাহর অলিও নই। আমি নিজেই একজন আসামী। পরকালের মুক্তির চিন্তায় অস্থির। পেরেশান। আমি নিজেও সেই

গন্তব্যে পৌঁছতে চাই। আমি চিৎকার করছি যদি আরও কাউকে সেই কঠিন সফরে সাথী হিসেবে পেয়ে যাই।

তাই আসুন, আমরা তওবার গুরুত্ব বুঝতে চেষ্টা করি। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে কবরে যাই। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন। আমীন।

আল্লাহকে সন্তুষ্ট করুন, সফলতা আসবেই

প্রিয় ভাই ও বোন!

আপন মালিককে ভালোবাসতে শিখুন, মহান রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টিতে আপনার দুনিয়ার জিন্দেগী আসান হয়ে যাবে। আর পরকালে কামিয়াব হয়ে যাবেন। দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবী তো রয়েছে আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টিতে। আজ আমরাতো শুধু দুনিয়ার সফলতার পিছে ছুটছি। আর এক সময় দুনিয়ার স্বাদ আস্বাদন করার পূর্বেই এ জীবনের সমাপ্তি ঘটে। অথচ ক্ষণস্থায়ী এ স্বাদের জন্য আল্লাহকে ভুলে ছিলাম। চিরস্থায়ী জীবনের জন্য কোনো প্রস্তুতিই নেয়া হয় না। অথচ প্রকৃত আরাম আয়েশের জীবন হলো মৃত্যুর পর। আমরা সে ব্যাপারে উদাস। গাফেল।

আরে ভাই! দুনিয়ার এ রুঙমঞ্চেতো হরেক রকমের স্বাদ আস্বাদন করেছেন। এবার আল্লাহর ভালোবাসায় গভীর রাতে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে ক্রন্দন করার স্বাদও জেনে নিন। কত অর্থহীন বাজে জিনিসগুলোকে ভালোবেসেছেন। এবার মহান মালিককে ও ভালোবাসতে শিখুন।

এ হৃদয়তো আল্লাহর। এ হৃদয়ে আল্লাহ তা'য়ালার ভালোবাসা ছাড়া আর অন্যকিছু স্থান পেতে পারে না। আপনি যদি এ হৃদয়ের মাঝে দুনিয়ার সব কিছুকেও বসিয়ে নেন, সমগ্র বিশ্বজগতের সব ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য যদি আপনার পায়ের উপর জমা করে দেওয়া হয়, কিন্তু এখানে আল্লাহ না থাকে, তাহলে এ আত্মা শান্তির ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত থাকবে। এই দেহ অস্থির বেচাইন থাকবে। জগতের কোন সৌন্দর্য, কোন নাচ গানের মজলিস কোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, লাখো রূপময় চেহারা আপনার অন্তরকে শীতল করতে পারবে না। এ পেরেশানীর আগুন অন্তরে জলতেই থাকবে। অশান্তি বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। এর একটি মাত্র চিকিৎসা আছে, তাহলো শান্তিদাতা মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি।

কেমন বিস্ময়কর কথা এটা যে, আমরা এমন এক মহান মালিককে রাগান্বিত করছি, যে মালিক আমাদের প্রতি বড়ই মেহেরবান। বান্দা যদি বলে মাফ করে দাও, তিনি মাফ করে দেন।

যার দয়া এত বিশাল। তার সম্মুখে অবনত হয়ে ক্ষমা চাওয়াই মুমিনের কাজ। এর বিপরীত নয়। শয়তান তো আমাদের এ সবক দিচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালাতো বড়ই মেহেরবান। তিনি মাফ করে দিবেন, তাই তোমার যা খুশি করে বেড়াও। আরে ভাই! এটাও কি কোন বুদ্ধিমানের কাজ হলো? একটি কুকুর আপনার রুটি খেয়ে আপনার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। আর আমরা আমাদের রবের রুটি রুজি খেয়ে তাঁর নেয়ামত সমূহ ভোগ করে তাঁর অবাধ্য হয়ে যাই। তাহলে কি আমাদের স্বভাব কুকুরের চেয়েও নিচে নেমে গেল না? এও কি কোন চরিত্র হলো?

প্রিয় ভাই ও বোন! শয়তানের সবক শুনে আমরা আর নাফরমান না হই, এমন মেহেরবান মালিকের অবাধ্য না হই। এমন মহাশক্তিধর বাদশাকে রাগান্বিত না করি। আসুন আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে অবনত হই, তিনি অপেক্ষায় বসে আছেন। আমার তওবার অপেক্ষায়।

আমাদের নাফরমানিতে ফেরেশতাগণ লজ্জিত হন। রাগান্বিত হন। ফেরেশতাগণ রাগান্বিত হয়ে আল্লাহর দরবারে আরজ করে। হে আল্লাহ! অনুমতি দিন, এ অকৃতজ্ঞ অবাধ্যদের ধ্বংস করে দিয়ে আসি। জমিন অনুমতি চায়। আমাকে অনুমতি দিন, ফেটে যাই, আর এ অবাধ্যরা আমার ভিতরে দাফন হয়ে যাক।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, বান্দা যদি তোমার হয় তাহলে মেরে ফেলো। তারা আমার বান্দা, এব্যাপারে তোমরা হস্তক্ষেপ করো না। আমি বান্দার তওবার অপেক্ষায় আছি। তারা যে কোনো সময় তওবা করতে পারে। তওবা করলেই আমি তাদের মাফ করে দেবো।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা এক ব্যক্তিকে ডাকবেন, যে তওবা করে মৃত্যু বরণ করেছে। বলবেন, আমার বান্দা! তুমি কি এই গুনাহটি করেছ? বান্দা বলবে হ্যাঁ করেছি। আল্লাহ পাক একটি একটি করে গুনাহের কথা উল্লেখ করবেন। আর জিজ্ঞাসা করবেন। বান্দা কাঁপতে থাকবে। যে, হায় আমার বুঝি আজ রেহাই নেই। আতংকে তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াবে।

শেষে আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন, বান্দা শোনো। তুমি যত গুনাহই করেছ, আমি তোমার সমস্ত গুনাহ গুলোকে নেকীতে বদলে দিয়েছি। কোরআন কারীমে আল্লাহ তা'য়ালা বলছেন

فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পুন্যে পরিণত করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরা আল ফুরকান, ৭০)

এগুলো আল্লাহ পাকের দয়া। যে তওবা করে দ্বীনের পথে চলবে, আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্যের পথে ফিরে আসবে। আল্লাহ তা'য়ালা বান্দার বিগত দিনের গুনাহগুলোকেও নেকীতে পরিণত করে দেবেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলছেন, ওহে আমার বান্দা তোমার কি আলিশান একটি প্রাসাদ দরকার? তাহলে আমার সাথে সম্পর্ক জুড়ে দাও। আমার নবীর আদর্শে নিজেকে সাজাও। কোরআন সুন্নাহ আঁকড়ে ধরো। তাহলে আমি তোমাকে তেমন একটি ঘর দেবো। আমি তোমাকে দেব এমন একটি ঘর—

যার একটি ইট হবে সাদা মুক্তার।

একটি ইট হবে লাল চুনির।

একটি ইট হবে সবুজ হীরার।

দেয়ালে থাকবে মেশকে আম্বরের প্রলেপ।

পানি হবে জাফরানের।

ছাদ হবে আল্লাহর আরশ।

তারপর কোরআনে বলা হচ্ছে,

وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ.

জান্নাতীরা সুক্ষ ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র পরিধান করবে (১৮ : ৩১)

আমি তোমাদের জান্নাতের রেশমি পোশাক পরিধান করাবো। আল্লাহ পাক কত আদর করে বলছেন, কত মোহাব্বত করে বলছেন, কত মমতা দিয়ে বলছেন, তোমরা আমার হয়ে যাও। তোমাদের সম্মানিত করবো।

মনোরম অট্টালিকার মালিক বানিয়ে দিবেন। রেশমের পোশাক পরাবেন। আরও অসংখ্য নেয়ামতের কথা আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন। সব তো আমাদের জন্য। এখন আমাদের এসব নেয়ামতের যোগ্য হতে হবে।

আমরা এ কথাই বলছি, যে আপনি আপনার রবের সঙ্গে সমঝোতা করে নিন, আল্লাহর সঙ্গে জুড়ে যান। কারণ, একদিন আমাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালার সামনে দাঁড়াতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের গন্তব্য ঠিক করে দিয়েছেন। আমাদের গন্তব্য হলো জান্নাত। জান্নাতে পৌঁছে যাওয়াই হলো আমাদের গন্তব্যে উপনিত হওয়া। আর জান্নাতকে হারিয়ে জাহান্নাম চলে যাওয়া মানে গন্তব্য হারিয়ে ফেলা। তাই আমার জীবনের লক্ষ্য হোক জান্নাত। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন। আমীন।

দোয়া হলো এবাদতের মগজ

প্রিয় ভাই ও বোন!

আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে দোয়া করুন। বেশি বেশি দোয়া করুন। দোয়া হলো আল্লাহ তা'য়ালার কাছে চাওয়া। দোয়া পাঠ করার বিষয় নয়। দোয়া হলো হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা আকুতি। তোতা পাখির মতো মন্ত্র আওড়ানোর নাম দোয়া নয়। হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা আকুতি আরশ ভেদ করে সোজা আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে পৌঁছে যায়।

বান্দার আকুতি আল্লাহর কাছে ভালো লাগে। বান্দা যখন অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে আকুতি জানায়, এতে আল্লাহ তা'য়ালা খুশি হন। এটা আল্লাহ তা'য়ালা খুব পছন্দ করেন। বান্দার প্রতি খুশি হয়ে বান্দাকে ক্ষমা করে দেন।

এক বান্দা দোয়া করছে, হে আল্লাহ! আমাকে প্রাচূর্য দাও, সম্পদ দাও। যশ খ্যাতি দাও। ক্ষমতার মালিক বানিয়ে দাও। দুনিয়ার পাগল এ বান্দার ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেশতাদের বলেন, ও কি চায় তা জলদি দিয়ে দাও। ও নাফরমান, ওকে তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও।

আর যে আখেরাতের কল্যাণ চায়, তার ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা কি বলেন? আখেরাতের পাগল এক বান্দা কাঁদছে, হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! গভীর রাতে জায়নামাযে বসে কাঁদছে, একদিন দুইদিন তিনদিন, শুধু

কাঁদছে আর বলছে, হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করো আমাকে নেক বান্দা হিসেবে কবুল করো।

মাস চলে যায়, বছর চলে যায়। ফেরেশতারা বলে, হে আল্লাহ! আপনার এ বান্দাতো আপনার অনুগত, এর দোয়া কবুল করছেন না কেন? আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, ওর আকুতি ওর কান্না শুনতে আমার ভালো লাগে। ওকে কাঁদতে দাও। দিয়ে দিলে তো ওর কান্না থেমে যাবে। আবার কবে কাঁদবে?

ভাই! যেহেতু আমরা দ্বীন বুঝি না। দ্বীন সম্পর্কে যেহেতু আমাদের গভীর জানাশোনা নেই, সে জন্য পরিস্থিতির কারণে পেরেশান হয়ে অধৈর্য হয়ে আল্লাহ তা'য়ালার না শোকরী করে বসি।

এমন কথাও বলে ফেলি যে, পরীক্ষা নেয়ার জন্য আল্লাহ আমাকে ছাড়া আর কাউকে পেলো না? পেলো শুধু আমাকে? সাবধান ভাই, এটা শানে এলাহীর সাথে চরম বেয়াদবী।

তো ভাই! আসুন আমরা নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে বেশি বেশি দোয়া করি। বেশি বেশি কাঁদি।

আর মনে রাখবেন, এবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত হলো হালাল রুজি। হারাম উপার্জন করে হয়তো দুনিয়া কামাই করতে পারবেন, কিন্তু পরকালে কঠিন বিপদের সম্মুখিন হতে হবে।

আমার ভাই! আপনার উপার্জন যেন হালাল হয়। উপার্জন অল্প হলেও তা যেন হালাল হয়। হালালে বরকত আছে। আমাদের তাকদীর আল্লাহপাক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমরা তাকদীর বুঝিনা। আবার বুঝলেও অনেকে লোভে পড়ে হারামের দিকে ধাবিত হই। আসুন আমরা আমাদের আয় রোজগার হালালের পথে নিয়ে আসি। হারাম যেন কাছেও ঘেষতে না পারে। এতেই আল্লাহ তা'য়ালা বরকত দিবেন।

এসব কাজগুলো ঘরে বসেই করা যায়। হালাল উপার্জন শিখতে তাবলীগে যাওয়ার দরকার হয় না। আজই ছেড়ে দিতে পারেন। শুধু নিজের ইচ্ছাও অন্তরের দৃঢ়তা প্রয়োজন।

আমাদের প্রথম যুগের সরকার গুলো ইসলাম প্রিয় ছিল। ইসলামের প্রচার প্রসারে তারা জান মাল কোরবান করে দিতো। আর এ যুগের সরকার গুলো তার উল্টোটা।

প্রথম যুগের মুসলমানদের ব্যবসা বাণিজ্য ছিল দ্বীনমুখী। আর এ যুগের মুসলমানদের ব্যবসা বাণিজ্য ইসলামের নাম নিশানা মুছে ফেলার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে।

ইয়েমেনে আমাদের জামাত গাশতে বের হলো। করাচির এক সাথী গাশত করছিল। সে বড় একটি দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবং দোকানের মালিকের সঙ্গে কথা বলতে চাইল। সে সাথী বলছিল, আমরা আপনার ভাই, পাকিস্তান থেকে এসেছি। এটুকু বলার সঙ্গে সঙ্গে দোকানের মালিক বলে উঠল, তোমরা পাকিস্তান থেকে এসেছো? বলেই সে সাথীকে ধরে ফেলল। আর চরম ক্ষোভে বলতে লাগলো। তোমরা পাকিস্তানি?

তারপর তাকে ধাক্কাতে লাগলো। আমরা সবাই ভয় পেয়ে গেলাম। এবং কিছুই বুঝতে পারলাম না যে, ঘটনা কি ঘটছে? কেনই বা ঘটছে? দোকানি তাকে টেনে হিঁচড়ে তার স্টোর রুমে নিয়ে গেল। সেখানে সারি সারি ঘিয়ের টিন সাজানো ছিল। দোকানি বলল, এসমস্ত ঘি পাকিস্তান থেকে এসেছে, বলেই সে একটি টিন খুলে উল্টে দিলো। আমরা দেখলাম টিনে অল্প কিছু ঘি। অবশিষ্ট সবটুকু মাটি। ঘিয়ের টিনে মাটিতে ভরা। আমরা লজ্জিত হলাম। হয়রান হলাম পাকিস্তানি এক ব্যবসায়ীর এ হীন প্রতারণা দেখে। আমরা ব্যথিত হলাম এ জুলুম দেখে।

এ ঘিয়ের টিনে যেই পাকিস্তানি ব্যবসায়ী মাটি ভরে বিক্রি করলো সে তো অনেক অর্থ কামাই করলো, কিন্তু সে তো একথা ভাবেনি, জাহান্নামের কি পরিমাণ বিচ্ছু কবরে তার জন্য অপেক্ষা করছে। এহলো এ যুগের ধোঁকাবাজির একটি উদাহরণ।

এবার সোনালি যুগের সততার একটি উদাহরণ শুনুন।

এক গোলাম। মনিবের বাগান দেখা শোনা করা তার দায়িত্ব। আনারের বাগান। একদিন মনিব বাগানে এলেন। বললেন, একটি আনার ছিঁড়ে আনো তো। গোলাম এক গাছ থেকে একটি আনার ছিঁড়ে এনে মনিবের হাতে দিল। মনিব আনারটি ভেঙে কয়েকটি দানা মুখে পুরে কামড় দিতেই তার মুখ কালো হয়ে গেল। বলল, ধ্যাত, এতো টক আনার? তুমি তো বড় আজব মানুষ! দশটি বছর আমার বাগানে কাজ করছো, আর আজও জানো না কোন গাছের আনার টক আর কোনটার আনার মিষ্টি।

গোলাম বলল, ফল খেয়ে দেখার অনুমতি তো আমাকে দেননি। আমাকে শুধু বাগান পরিচর্যার অনুমতি দিয়েছেন। আপনার অনুমতি ছাড়া ফল খাওয়া তো আমার জন্য হারাম। তাই আমার ধারণা নেই যে, কোন গাছের ফল মিষ্টি আর কোন গাছের ফল টক।

গোলামের কথা শুনে মালিক অবাক হলেন, সাথে সাথে গোলামের সততা দেখে আনন্দিত ও হলেন। এ ছিল প্রথম যুগের সততা।

তো ভাই! আমাদেরকে সততা শিখতে হবে। সৎপথে চলতে হবে। সবরকম লোভের উর্ধ্বে উঠে জীবন চালাতে হবে। অন্য ভাইয়ের হক নষ্ট করে নিজে টাকাওয়ালা হয়ে গেলেন। নিজে আলিশান বাড়ির মালিক হয়েছেন। অন্যজনের সম্পদ নিজে দখল করে খাচ্ছেন। অন্যের মাল অন্যের টাকা আত্মসাত করে সম্পদ ওয়ালা হয়ে গেছেন। মনে রাখবেন, আপনি জাহান্নামের আগুনের মাঝে বসবাস করছেন। জাহান্নামের আগুন আপনি নিজের জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছেন।

আমি ফয়সালাবাদ যাচ্ছিলাম। ফজরের নামায পড়ে সকাল সকাল রওয়ানা দিলাম। রাস্তায় বয়স্ক এক লোকের সঙ্গে দেখা হলো। লোকটি রাস্তায় বসে ফলের ব্যবসা করে। মুখে সাদা দাড়ি। পাগড়ি মাথায়, নুরানী চেহারা। লোকটি কাঁদছিল। দেখে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম, মানুষটা কাঁদছে কেন?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, বাবাজি, আপনি কাঁদছেন কেন?

ফলের পেটি তার সামনেই ছিলো। তিনি পেটিটি আমার সামনে খুলে দেখালেন। দেখলাম, উপরের দশবারটি ফল ভালো, আর নিচের সবগুলো পঁচা।

লোকটি বলল, বেটা, আমি একজন গরীব মানুষ। এক পেটি ফল আনি। তাতে যে কয় টাকা লাভ হয়, তা দিয়ে খাবার নিয়ে বাড়ি ফিরে যাই। বউ বাচ্চাদের মুখে আহার তুলে দেয়ার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু আজ এক জালেম আমার বউ বাচ্চাদের রুজি কেড়ে নিল। লোকটির কান্না দেখে আমারও কান্না এসে গেলো। তারপর শান্ত্বনা দিয়ে চলে আসলাম।

বলুনতো এমন জালেম ব্যবসায়ীরা কত মানুষের রুজি কেড়ে নিচ্ছে? এমন চরিত্র শয়তানের চরিত্র।

তাই আসুন আমরা সততা শিখি। সততার সাথে ব্যবসা করি। সততার সাথে চাকরি করি। এতে আমাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টাই গড়বে। যার মাধ্যমে দুনিয়ার সুখ অর্জিত হবে। পরকালে জান্নাত ও অর্জিত হবে।

বন্ধুগণ! আমরা আজ কি করছি? যে নিঃশ্বাসটি, যে মুহূর্তটি এবং যে ঘণ্টাটি অযথাই আমার জীবন থেকে চলে গেল, তাতে আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য ও এবাদতের কোন ছোঁয়া মাত্র নেই। কেয়ামতের দিন একদম শূন্য হাতেই আমি উঠব। কারণ, আমরাতো পরকালের জন্য কোনো বাণিজ্য করিনি। তাই পরকালের লাভের খাতা শূন্য। তাই আসুন, পরকালের বাণিজ্য করি। প্রস্তুত হই পরকালের চিরস্থায়ী জীবনের জন্য।

নেক আমলের বিনিময়ে জান্নাত

প্রিয় ভাই ও বোন!

আমলের মাঝে দুনিয়াও আখেরাতের সকল মান ইজ্জত লুকিয়ে আছে। আছে নারীর সম্ভ্রমের নিরাপত্তা।

কোরআনে পাকে আল্লাহ তা'য়ালা বলছেন,

وَسَارِعُوْا إِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ

তোমরা ধাবমান হও আপন প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে, যার বিস্তৃতি আসমানও জমিনের সমান, যাকে প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। (সূরা আল ইমরান-১৩৩)

قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا

তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা করো। (সূরা আত তাহরীম - ৬)

এখানে বলা হয়েছে, নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো। এবং জান্নাতের দিকে নিয়ে যাও। এ জগত ক্ষণস্থায়ী। কেউ এখানে আজীবন থাকতে পারবে না।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

এখানে যা কিছু আছে সব ধ্বংস হয়ে যাবে। (সূরা আর রহমান- ২৬)

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে এবং তোমাদের কোনো কিছুই গোপন থাকবে না। (সূরা আল হাক্কা- ১৮)

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ.

সেদিন মানুষ বলবে পালাবার জায়গা কোথায়? (সূরা কিয়ামাহ-১০)

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ.

হে জিন ও মানুষ সম্প্রদায়! তোমরা যদি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করতে পারো তবে করো। কিন্তু তোমরা তা পারবে না, শক্তি ব্যতিরেকে। (সূরা আর রাহমান - ৩৩)

সেদিন পালাবার পথ পাবে না। পারলে পালিয়ে যাও, কিন্তু কোথায় পালাবে? কার সঙ্গে লড়াই করবে? আজ তোমাদের কোনো শক্তিই নেই। পালাতে পারবে না। লুকাতে পারবে না। আল্লাহ তা'য়ালার সম্মুখে প্রত্যেককে দাঁড়াতে হবে জবাবদিহির জন্য। একা একা।

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ

তোমরা আমার নিকট এসেছো নিঃস্বঙ্গ অবস্থায়, যেমনটি প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। (সূরা আনআম-৯৪)

وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُوْرِكُمْ .

আর আমি যা তোমাদেরকে দান করেছি, সেসব পেছনে ফেলে আসবে। (সূরা আনআম-৯৪)

আমার ভাই ও বোনেরা! আমাদের প্রত্যেককে আল্লাহ তা'য়ালার সামনে দাঁড়াতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা সবাইকে পরকালের প্রস্তুতির জন্য দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। মানবীয় জ্ঞান যেখানে কোনো তথ্য দিতে অপারগ,

সেখানে আল্লাহ তা'য়ালা তথ্য প্রদান করেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলছেন, আসল হলো মৃত্যু পরবর্তী জীবন। সেই জীবনের জন্য তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করো।

আফসোস আমরা বড় ধোঁকার মধ্যে পড়ে আছি। অনেক প্রতারণার শিকার হয়েছি। ইমাম ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতের বিনিময়ে দুনিয়া ক্রয় করলো তার চেয়ে বড় লুণ্ঠিত মুসাফির আর কেউ নেই।

আমরা সবাই এমন, যারা জান্নাত বিক্রি করে দুনিয়া ক্রয় করেছি। এত বড় বঞ্চিত, এত বড় ক্ষতিগ্রস্ত আর কেউ আছে কি? যে জান্নাতের হুরদের বিক্রি করে দুনিয়ার বেহায়া নারীদের ক্রয় করছে? জান্নাতের পুত পবিত্র নারীদের ছেড়ে দুনিয়ার নারীদের পিছে ছুটে বেড়ায়?

তো ভাই! আমলের মাঝে জান্নাত লুকিয়ে আছে। তওবার মাঝে জান্নাত লুকিয়ে আছে। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্যের মাঝে জান্নাত লুকিয়ে আছে। লুণ্ঠিত মুসাফির হয়ে দিন পার করতে দুনিয়ায় আসিনি। আমরা এসেছি মহান রাব্বুল আলামীনের তাবেদারী, গোলামী করতে। আমরা দুনিয়ায় এসেছি পরকালে আল্লাহর সন্তুষ্টির বিনিময়ে জান্নাত কামাই করতে।

কাল কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করবেন,

جَنّٰتُ عَدۡنٍ یَّدۡخُلُوۡنَهَا

যাও, তোমরা জান্নাতুল ফেরদাউসে প্রবেশ করো।

وَمَنۡ صَلَحَ مِنۡ اٰبَآئِهِمۡ.

নেককার পিতামাতাকেও নিয়ে যাও।

وَاَزۡوَاجِهِمۡ وَذُرِّیّٰتِهِمۡ.

স্ত্রী, সন্তানদেরকে ও নিয়ে যাও। (সূরা রাআদ্র-২৩)

তারপর ফেরেশতারা প্রতিটি দরজা দিয়ে তাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে আদেশ করা হবে, যাও, তাদেরকে সালাম করো। ফেরেশতারা সালাম করবে।

বলবে,

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.

আমরা তোমাদেরকে সালাম জানাচ্ছি। দুনিয়াতে তোমরা অনেক ধৈর্য ধারণ করেছো। তোমার এ পরিণতি কতইনা ভালো। (সূরা রাআত-২৪)

আমাদের এক সাথী মাওলানা ফারুক। বছরে অন্তত ছয় মাস তিনি আল্লাহর রাস্তায় অতিবাহিত করেন। তিনি বলেছেন, আমার স্ত্রী একবার অভিযোগ করল, তুমি ঘরটাকে চমৎকার একটি মুসাফিরখানা বানিয়ে নিয়েছো। এক দরজা দিয়ে ঘরে আসো, আরেক দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও। এটা কোনো জীবন হলো?

মাওলানা উত্তর দিলেন, আরে আল্লাহর বান্দি! চিন্তা করো না। এই ধৈর্যের বিনিময়ে আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে জান্নাত কামনা করো। জান্নাতে যাওয়ার পর প্রথম তিনশত বছর কেউ আমার সাথে সাক্ষাত করতে আসবে না। তুমিই বলো, তিনশত বছরের তুলনায় ষাট বছর কোনো জীবন হলো? সেই তিনশত বছর আমি তোমার কাছেই বসে থাকবো।

তো ভাই ও বোনেরা! আসুন জান্নাতের ফিকির করি। যেখানে আমি থাকবো অনন্তকাল। বসার জায়গাও জান্নাত। থাকার জায়গাও জান্নাত।

সুখের জায়গাও জান্নাত, আরামের জায়গাও জান্নাত।

খাওয়ার জায়গাও জান্নাত, পান করার জায়গাও জান্নাত।

আনন্দ করার জায়গাও জান্নাত, হাসি আনন্দের জায়গাও জান্নাত।

সেখানে

যৌবন থাকবে পরিপূর্ণ, বার্ধক্য আসবে না।

জীবন পরিপূর্ণ, মৃত্যু আসবে না।

সুস্থতা পরিপূর্ণ, রোগ ব্যাধি থাকবে না।

আনন্দ পরিপূর্ণ, বিষাদ থাকবে না।

ভালোবাসা পরিপূর্ণ, ঘৃণা থাকবে না।

সেখানে থাকবে না,

পেরেশানির ছিটে ফোটাও। চিন্তা। ভাবনা। হয়রানি।

পেশাব, পায়খানা।

থুথু, কফ, সর্দি, কাশি।

পরিপূর্ণ এক জীবন হবে সেখানে। এ নেয়ামত আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। তবে আনুগত্যশীল বান্দাদের জন্য। অবাধ্যরা এর ঘ্রাণও পাবে না।

তো ভাই ও বোন! মৃত্যুর ভয়, রোগ ব্যাধি, ঘৃণা শত্রুতা যে জীবনকে তাড়া করে ফিরে, সেটা কোনো জীবন হলো? জীবনতো হলো পরকাল। যেখানে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা পর্দা তুলে বসে যাবেন। জান্নাতে নূরের চমক উঠতে থাকবে। চোখগুলো চলে যাবে উপরে, দেখবে আরশের দরজা খুলে যাচ্ছে। উন্মোচিত হচ্ছে আরশে পাকের পর্দা।

তারপর মহান রাব্বুল আলামীন আপন রূপ সৌন্দর্য প্রকাশ করে দিয়ে বলবেন,

سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ·

দয়াময় রবের সালাম গ্রহণ করো। (সূরা ইয়াছিন-৫৮)

ফেরেশতাদের সালাম তো তোমরা পেয়েছো। এবার আমার সালাম গ্রহণ করো। তোমাদের রব তোমাদের সালাম বলছেন।

তো আসুন, আমরা এই জীবনের প্রত্যাশি হয়ে যাই। এই জীবনের জন্য কাজ করি। এরই মাঝে আমাদের সফলতা। কল্যাণ। আসুন আখেরাতের চিন্তা করি। নিজেকে প্রস্তুত করি। সেটাই তো প্রকৃত জীবন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে নেক বান্দা হিসেবে কবুল করুন। হেদায়েত দান করুন। আমীন। সুম্মা আমীন।

চমৎকার চারটি ঘটনা

ব্যাংকার থেকে ছাগল ব্যবসায়ী

পনেরো বছর আগের কথা– মদীনা মুনাওয়ারা থেকে এক শায়খ এসেছিলেন, শায়খের নাম সালেম কুরাবী। তিনি মদীনার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্ণর ছিলেন। সে সময় অর্থাৎ আজ থেকে পনেরো বছর আগে এক লাখ রিয়াল বেতন পেতেন। তিনি আমাদের পাকিস্তানে এসে বিশ দিন সময় লাগালেন। মাত্র বিশ দিন।

মদীনার মানুষ কি জানে না সুদ হারাম? জানে। অবশ্যই জানে। কিন্তু মানার জন্য বিশ দিনের সময় লাগানো প্রয়োজন ছিল। তা তিনি লাগালেন। এক চিল্লাও নয়। মাত্র বিশ দিন। এতে তার মনে পরিবর্তন এসে গেল। পূর্ণ এখলাসের সাথে তিনদিন সময় আল্লাহর রাস্তায় লাগালেও আল্লাহ তা'য়ালা হেদায়েত দিতে পারেন।

লোকটি বিশ দিন সময় লাগিয়ে চলে গেলেন। গিয়েই ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে দিলেন। মদীনার ব্যাংকিং আইন এমন যে, চাইলেই চাকরি ছাড়া যায় না। ছাড়লে জরিমানা দিতে হয়।

এই লোকটি চাকরি ছেড়ে দিয়ে জরিমানা আদায় করে দিলেন। এর জন্যে তার সমুদয় সম্পত্তি বিক্রি করে দিতে হলো। তিনি জরিমানার পরিবর্তে সব সম্পত্তি ব্যাংককে দিয়ে দিলেন। এবং নিজে মুক্ত হয়ে গেলেন। এর জন্য তিনি একটুও পেরেশান, হা হুতাশ, আফসোস করেন নি।

মদীনার বাইরে তার একটি কাঁচা বাড়ি ছিল। তিনি সেটিতে গিয়ে উঠলেন। আমি ১৯৮৯ সালে যখন হজ্বে গেলাম, তখন তার এই বাড়িতে মেহমান হলাম। পুরাতন একটি জীর্ণ ঘর। মদীনার ছয় সাত কিলোমিটার বাইরে গ্রাম অঞ্চলে তা অবস্থিত।

এবার তিনি উপার্জনের জন্য ছাগলের ব্যবসা ধরলেন। গ্রামাঞ্চল থেকে ছাগল কিনে মদীনার বাজারে এনে বিক্রি করলেন। প্রথম দিন ৫০০ রিয়াল লাভ হলো।

যে লোকটির মাসিক বেতন ছিলো এক লাখ রিয়াল, তিনি ৫০০ রিয়াল মুনাফা নিয়ে ঘরে ফিরলেন। ঘরে ফিরে রিয়ালগুলো স্ত্রীর হাতে দিলেন। স্বামী স্ত্রী উভয়ে কেঁদে দিলেন। কেন কাঁদলেন? কাঁদলেন এ জন্য যে, জীবনে এই প্রথম তাদের ঘরে হালাল রুজি প্রবেশ করলো। তাই তারা খুশিতে কেঁদে ফেললেন। কোথায় পাঁচশত রিয়াল আর কোথায় একলাখ রিয়াল। তবুও স্বামী স্ত্রী আনন্দে কাঁদছেন যে, আজ তাদের ঘরে হালাল রুজি প্রবেশ করেছে।

তো, এই আরব শায়খ জানতেন, সুদ হারাম। কিন্তু আগে তা ছাড়েন নি কেন?

হয়তো গভীরভাবে বিষয়টা কোনোদিনও ভাবেন নি। আল্লাহর রাস্তায় সময় লাগিয়ে গভীরভাবে উপলব্দি করেছেন, অনুতপ্ত হয়েছেন। অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছেন। তার এ আন্তরিক উপলব্দি আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করেছেন।

এক বিলাসী সরদারের তওবা

বনু উমাইয়ার এক বিলাসি সরদার ছিলো। রাতদিন সে খেল তামাশা নাচ গান, আর আনন্দ ফূর্তি করে সময় পার করতো। এক কথায় ভোগ বিলাস ছাড়া তার আর কোনো কাজ ছিলো না। প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক এ সরদার আকর্ষণীয় রূপ যৌবনের অধিকারী ছিলো। তার বার্ষিক আয় ছিল তিন লক্ষাধিক দিনার। সব সম্পদই সে বিলাসিতার মধ্যে ব্যয় করতো।

তার ছিলো সুরম্য একটি প্রাসাদ। সে প্রাসাদের পেছনে ছিল বিশাল এক ফুলের বাগান। সে প্রাসাদের গম্বুজটি ছিলো হাতির দাঁতের। যার কারুকার্য ছিলো স্বর্ণ রূপার। তার সিংহাসন ছিলো স্বর্ণ রূপার তৈরি। সে মাঝে মাঝে মাথায় স্বর্ণ মুকুট পড়ে সে সিংহাসনে বসতো। আর তার ডানে বামে ইয়ার বন্ধুরা, চাকর নৌকররা থাকতো। জমজমাট আসর জমাতো। অর্ধ নগ্ন একদল নর্তকী নাচতো আর গান গাইতো। আর খালি হতে থাকতো শরাবের মটকা গুলো। গভীর রাত পর্যন্ত চলতো সে আসর। এমন ভোগ বিলাসের মাঝেই সরদার সাতাইশটি বছর পার করে দিল।

একদিন সরদার তার রংমহলে নেশায় বুদ হয়ে পড়েছিল। এমন সময় কোথা থেকে যেন করুণ সুরের আওয়াজ তার কানে এলো। কি যে হলো সে সুর শোনার পর তার নেশা ছুটে গেল। তার ভিতরে শুরু হলো তোলপার। বন্ধ হয়ে গেল নাচ গান। মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলো সে সুর। নাচ গানের হাঙ্গামা বন্ধ হবার পর সে সুর আরও মধুময় হয়ে তার কানে বাজতে লাগলো। সরদার চাকরদের হুকুম দিলো, যাও, ঐ সুর অনুসরণ করে এগিয়ে যাও। গিয়ে দেখ এ সুর কে তুলছে? তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো।

চাকর নৌকররা সেখানে গিয়ে দেখতে পেল শীর্ণ দেহী এক যুবক মসজিদে দাঁড়িয়ে কোরআন তেলাওয়াত করছে। বিবর্ণ তার দেহ। হাড্ডিসার। মাথার চুল গুলো এলোমেলো। গায়ে দুই খন্ড কাপড় জড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিনতির ভঙ্গিতে কোরআন তেলাওয়াত করছে। চাকররা তাকে ধরে সরদারের কাছে নিয়ে এলো। সরদার যুবককে জিজ্ঞাসা করলো। তুমি কি পড়ছিলে?

যুবক বলল, পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করছিলাম। তা শুনে সরদার বলল, আমাকে তা আবার শোনাও। যুবক তেলাওয়াত শুরু করলো সেই আয়াত, যা সে মসজিদে পড়েছিল।

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ
النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴿٢٥﴾ خِتَامُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ
الْمُتَنَافِسُونَ ﴿٢٦﴾ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾

অর্থ- নেককারগণ অত্যন্ত আরামে থাকবে। তারা পালঙ্ক সমূহের উপর বসে জান্নাতের চমৎকার আসবাব সমূহ দেখতে থাকবে। হে শ্রোতা! তুমি তাদের মুখমণ্ডলে সুখের পরিচয় পাবে। আর তারা পান করার জন্য বিশুদ্ধ শরাব পাবে। যাতে কস্তুরির সিলমোহর থাকবে। আর এরূপ বস্তুর উপরই লালসাকারীদের লালসা করা উচিত। আর তার সংমিশ্রণ তাসনীম। একটি ঝরনা, যা থেকে নৌকট্যশীল বান্দারা পান করবে। (সূরা মুতাফফিফিন- ২২-২৮)

যুবক তেলাওয়াতের পর অর্থও বললো, তারপর বললো, হে সরদার! তুমি দুনিয়ার ধোকায় পড়ে আছো। তোমার এ বালাখানা এবং এ বিলাস উপকরণের সঙ্গে জান্নাতের নাজও নেয়ামতের কোনই তুলনা হতে পারে না। জান্নাতীদের জন্য বালাখানা, আহার, পানীয় এবং তাদের অপরাপর নেয়ামতের কথা মানুষ কোনোদিন কল্পনা ও করতে পারে না। তাদের জন্য সবুজ রংয়ের অপূর্ব পোশাক, নরম কোমল গালিচা, সুশোভিত বাগান ও নহর, দুইরকম স্বাদ বিশিষ্ট অসংখ্য ফল ইত্যাদি হাজারো নেয়ামত প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এসকল নেয়ামত তারা ইচ্ছামতো ভোগ করবে। কোনোরকম বাধা বিঘ্ন থাকবে না।

আর কাফের ও গুনাহগারদের জন্য সেখানে ভয়াবহ আগুনের লেলিহান শিখা অপেক্ষা করছে। সেই আগুনের তাপ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকবে। জাহান্নামীরা মুক্তি চাইলে তাদেরকে বলা হবে, তোমরা আল্লাহ তা'য়ালার বিধানকে অমান্য করে দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মত্ত ছিলে। এখন শাস্তি ভোগ করো।

যুবকের কথাগুলো সরদারের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করলো। সে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে যুবককে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। জীবনের যে মূল্যবান সময়গুলো সে আল্লাহ তা'য়ালার নাফরমানী ও অবহেলায় নষ্ট করেছিল, তা উল্লেখ করে অনুশোচনা ও আক্ষেপ করতে লাগলো। চাকর নৌকর, গোলাম বাদী সবাইকে বিদায় করে দিলো। ঘরের যাবতীয় বিলাস সামগ্রী সব বিক্রি করে সদকা করে দিল। এবার সে প্রকাশ্যে গুনাহের জন্য প্রকাশ্য তওবা আর গোপন গুনাহের জন্য গোপন তওবা করে মসজিদে গিয়ে দিনরাত আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদতে মগ্ন হলো। এসময় তার সম্বল ছিল দুইটা মোটা কাপড় ও জবের রুটি।

পরবর্তীতে সরদার সে সময়ের অন্যতম বুযুর্গ হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেন। শেষ জীবনে এ বুযুর্গ দুটি মোটা কাপড় শরীরে জড়িয়ে একটি থালা ও একটি বাটি হাতে নিয়ে পদব্রজে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলেন। দীর্ঘদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে মক্কায় পৌঁছে হজ করলেন। আর সেখানেই এবুযুর্গের ইন্তেকাল হয়।

বাদশাহ হারুনুর রশিদের ছেলে

এ ঘটনাটি বাদশা হারুনুর রশিদের ছেলের ঘটনা। কিশোর সেই ছেলেটির বয়স ১৬ বছর। কিশোর বয়সেই এ ছেলেটি বড় বড় আলেমদের মজলিসে যাতায়াত করতো। আর কবরস্থানে বেশি বেশি যাতায়াত করতো। কবরবাসীদের লক্ষ্য করে বলতো তোমরা আমাদের পূর্বে দুনিয়াতে ছিলে। দুনিয়ার নাজও নেয়ামতের মালিক ছিলে। আজ তোমরা কবরে শুয়ে আছো। হায়! আমি যদি জানতে পারতাম যে, কবরে তোমরা কি অবস্থায় আছো? তোমাদেরকে কি কি প্রশ্ন করা হয়েছে?

একদিন শাহাজাদা পিতার রাজ দরবারে হাজির হলো। দরবারে তখন মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবর্গ ও পদস্থ সরকারি কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলো। শাহজাদার গায়ে তখন একটি কম্বল। শাহজাদার এ অবস্থা দেখে মন্ত্রীগণ বলতে লাগলো। শাহজাদার নোংরা চাল-চলনের ফলে বাদশাহর সুনাম ক্ষুন্ন হচ্ছে। মহামান্য বাদশা যদি এ ব্যাপারে শাহজাদাকে সতর্ক করেন তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে সে সু পথে ফিরে আসবে। মন্ত্রীদের এ আলোচনা বাদশাহ হারুনুর রশিদের কানেও পৌঁছল। তিনি ছেলেকে ডেকে বললেন, বৎস! তোমার নেংরা চাল-চলন আমাকে লজ্জিত করছে।

পিতার কথা শুনে ছেলে একটি পাখিকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোমার, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর শপথ, তুমি আমার হাতে এসে বসো। পাখিটি সঙ্গে সঙ্গে উড়ে এসে তার হাতে বসলো। যুবক আবার বললো, তোমার স্থানে তুমি গিয়ে বসো। পাখি তার আদেশ মান্য করলো।

এরপর যুবক পিতাকে বললো, আব্বাজান! প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার মুহাব্বতের কারণে আপনি আমাকে ঘৃণা করতেছেন। সুতরাং আমি আজ থেকে আপনাকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এরপর শাহজাদা একটি কোরআন শরীফ সাথে নিয়া রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বের হয়ে এলো। তার সঙ্গে শুধু মূল্যবান একটি আংটি ছাড়া সফরের অন্য কোনো সামানা ছিলো না। এ শাহজাদা দুনিয়ার সকল ভোগ বিলাস ছেড়েছে আল্লাহ তা'য়ালাকে পাওয়ার জন্যে। তারপর শাহজাদা ঘটনাক্রমে ইরাকের বসরা শহরে অবস্থান করছিল।

হযরত আবু আমের বসরী (রহঃ) বলেন, একদিন আমার বাড়ির দেয়ালের কিছু অংশ ভেঙে পড়লে আমি তা মেরামত করার জন্য একজন মজদুর খুঁজছিলাম। আমার এক পরিচিতজন আমাকে একাজের জন্য ভালো ও বিশ্বস্ত কারিগর হিসেবে এ যুবককে দেখিয়ে দিল। আমি দেখতে পেলাম সুদর্শন এক অল্প বয়সী যুবক পথের পাশে বসে কোরআন তেলাওয়াত করছে। আমি কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। মজদুর হিসেবে কাজ করবে? সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, কেন করবো না? মজদুরী করার জন্যই তো আমাদের কে সৃষ্টি করা হয়েছে। আপনি বলুন, আমার দ্বারা কি খেদমত নিতে চান। আমি তাকে বললাম, একটি দেয়াল নির্মাণ করতে হবে।

যুবক দুটি শর্ত দিলো, প্রথম শর্ত হলো, একদিনের কাজের জন্য আমাকে একদেরহাম ও এক দেরহামের ষষ্টমাংশ দিতে হবে। তার কম হলেও চলবে না। বেশি হলেও চলবে না। আর আযান হলে আমাকে নামাযের জন্য বিরতি দিতে হবে।

যুবকের কথা গুলো আমার নিকট খুব ভালো লাগলো। আমি তার দুটি শর্তই মেনে নিয়ে তাকে কাজে লাগিয়ে দিলাম। কিন্তু সন্ধ্যায় কাজের অবস্থা দেখে আমিতো বিস্ময়ে হতবাক। যুবক একাই প্রায় দশজনের কাজ করে ফেলেছে। তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আমি তাকে দুই দেরহাম দিতে চাইলাম। কিন্তু যুবক তা নিতে অস্বীকার করলো। তারপর যুবকটি তার শর্তমত পারিশ্রমিক নিয়ে চলে গেল।

পরদিন আমি আবার ঐ যুবকের সন্ধানে বের হলাম। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পেলাম না। অবশেষে এক ব্যক্তির নিকট জানতে পারলাম যে, সে যুবক সপ্তাহে একদিন শনিবার কাজ করে। আর সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে তাকে আর কোথাও পাওয়া যায় না। আমি মনের অজান্তেই যুবকটির প্রতি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। তার অপেক্ষায় আমি এক সপ্তাহ কাজ বন্ধ রাখলাম। পরবর্তী সপ্তাহে তাকে একই স্থানে বসে তেলাওয়াত করতে দেখলাম। আমি প্রথমে তাকে সালাম করে কাজের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। আজও সে আগের মতো দুইটি শর্ত আরোপ করলো।

যথাসময়ে কাজ শুরু হলো। আমি আড়াল থেকে যুবকের কাজের পদ্ধতি লক্ষ করতেছিলাম। দেখলাম যুবক মাটির গাড়া (কাদা) হাতে নিয়ে দেয়ালের উপর স্থাপন করতেই ইটগুলি নিজে নিজে একেরপর এক কাদার উপর এসে বসে যাচ্ছে! এদৃশ্য দেখে বিস্ময়ে চক্ষু যুগল আমার স্থির। আল্লাহ্ পাক তাঁর এক আশেককে কুদরতীভাবে সাহায্য করছেন, তা আমি আমার চোখে দেখেছি। আমার স্থির বিশ্বাস হয়ে গেল যে, এযুবক নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ওয়ালা।

কাজ শেষ হওয়ার পর আমি তাকে তিন দিরহাম দিতে চাইলাম, সে তার পারিশ্রমিক রেখে বাকিটা আমাকে ফেরত দিয়ে চলে গেল।

তারপর আমি আবার এক সপ্তাহ তার জন্য অপেক্ষা করলাম। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে এবং তারপর যুবককে আর কোথাও খুঁজে পেলাম না। অবশেষে সন্ধান পাওয়া গেল যে, সে এক বিরান জঙ্গলে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে। এক ব্যক্তি কিছু টাকার বিনিময়ে আমাকে সেখানে পৌঁছে দিলো। সেখানে গিয়ে দেখলাম যুবকএকটি ইটের উপর মাথা রেখে ধুলাবালিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আমি তাকে সালাম দিলাম, মনে হলো সে শুনতে পায়নি। দ্বিতীয়বার সালাম করার পর চোখ খুলে প্রথমেই আমাকে চিনতে পারলো। যুবক সালামের জবাব দিলো। আমি ব্যস্ত হয়ে তার মাথাটি আমার কোলে টেনে নিলাম। কিন্তু সে তার মাথা সরিয়ে নিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে একটি আরবী কবিতা পাঠ করলো। বাংলায় যার অর্থ হলো,

বন্ধু! দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ো না,
দুনিয়ার জীবন দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে
যখন তুমি কবরস্থানে যাও, বা কোনো জানাযায় সহযাত্রী হও
তখন যেন একবার মনে আসে, একদিন আমার জানাযাও
এভাবে উঠানো হবে।

তারপর সে আমাকে বললো, আবু আমের! আমার ইন্তেকালের পর এ পুরাতন কাপড়টি দ্বারা আমাকে কাফন দিও। আমি বললাম, আমি নতুন কাপড় দ্বারা তোমাকে কাফন দিতে চাই। সে জবাব দিলো, জীবিত ব্যক্তিরাই নতুন কাপড়ের অধিক হকদার। কাফনের কাপড় নতুন হোক আর পুরাতন হোক, সকল অবস্থায়ই তা নষ্ট হয়ে যাবে। মানুষের সাথে শুধু তার আমলই অবশিষ্ট থাকবে।

যুবক কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর পুনরায় বলতে শুরু করলো, যে আমার কবর খনন করবে, তাকে মজুরী হিসেবে আমার এই লুঙ্গিটা দিয়ে দিও। অতঃপর সে একটি কোরআন শরীফ ও একটি আংটি আমার হাতে দিয়ে বললো, এ দুটি জিনিস তুমি স্বয়ং খলীফা হারুনুর রশিদের হাতে দিয়ে বলবে একজন পরদেশী ছেলে এই দুইটি জিনিস আপনাকে পৌঁছে দেয়ার জন্য আমার নিকট আমানত রেখে গেছে। আর সে আপনার সম্পর্কে বলেছে, যে আপনি যেন দুনিয়ার উপর মোহগ্রস্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণ না করেন। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে মৃত্যু বরণ করলো।

এতক্ষণে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, এ ছেলে খলীফা হারুনুর রশিদেরই ছেলে। যুবকের অসিয়ত অনুযায়ী তার দাফন কাফন শেষ করে আমি বাগদাদে রওয়ানা হলাম। সাথে ছিল সেই কোরআন শরীফ ও আংটি খানা। বাগদাদ পৌঁছে রাজপ্রাসাদের বাইরে অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় সৈন্যদের বিশাল একটি বহর রাজপ্রাসাদ থেকে বের হচ্ছিল। সর্বশেষ দলটির সঙ্গে খোদ খলীফা হারুনুর রশিদকে দেখা গেল। আমি উচ্চ স্বরে আওয়াজ দিয়ে ডাকলাম, হে আমীরুল মুমিনীন। আপনাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে বলছি, একটু অপেক্ষা করুন, তিনি আমার আওয়াজ শুনে থেমে গেলেন। আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, বসরাতে একটি বিদেশী ছেলে মৃত্যুর সময় আমার নিকট দুটি জিনিস আমানত রেখে গেছে, বলেছে আমি স্বয়ং যেন তা আপনার হাতে পৌঁছে দেই। এই বলে কোরআন শরীফ ও আংটি খানা খলীফার হাতে তুলে দিলাম। খলীফা জিনিস দুটি দেখে চমকে উঠলেন। তাঁর দুই চোখ থেকে বেদনার অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। তিনি নীরবে কিছুক্ষণ মাথা নত করে থাকার পর আমাকে দারোয়ানের তত্ত্বাবধানে রেখে চলে গেলেন। দারোয়ান কে বললেন, আমি ফিরে আসা মাত্রই মেহমানকে আমার সাথে দেখা করাবে।

যথা সময়ে দরবারে আমার ডাক পড়লো। দারোয়ান পূর্বেই আমাকে সতর্ক করে বললো, খলীফা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আছেন, সুতরাং আলোচনা যথা সম্ভব সংক্ষেপ করবেন।

খলীফা দরবার কক্ষে একা বসা ছিলেন, তিনি আমাকে একান্ত কাছে বসালেন। খলীফার চোখে মুখে শোকের ছায়া ছিল স্পষ্ট। তারপর কান্না

বিজড়িত কণ্ঠে খলীফা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমার ছেলেকে চিনতে? আমি বললাম, সে রাজমিস্ত্রির কাজ করতো। খলীফা জানতে চাইলেন, তুমিও কি তাকে দিয়ে কোনো কাজ করিয়েছো? আমি উত্তর দিলাম, জি হ্যাঁ, আমিও তাকে দিয়ে কাজ করিয়েছি। খলীফা একথা শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন, বললেন, তোমার কি একবারও এ খেয়াল হলো না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে?

(খলীফা হারুনুর রশিদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা হযরত আব্বাস (রাযিঃ) এর বংশধর ছিলেন) আমি অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! তখন এ ব্যাপারে আমার কিছুই জানা ছিলো না। তার ইন্তেকালের পরই আমি তার পরিচয় পাই। খলীফা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিজ হাতে তার গোসল দিয়েছো? আমি বললাম, আমি নিজেই তার গোসল দিয়েছি। খলীফা একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার দু হাত নিয়ে তার বুকের সঙ্গে চেপে ধরলেন। চোখের পানিতে তার বুক ভিজে গেল।

তারপর বাদশাহ হারুনুর রশিদ আবু আমেরকে সাথে নিয়ে বসরায় গেলেন। সন্তানের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে অজিফা পাঠ করলেন। অঝরে কাঁদলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়া এ যুবক সন্তানটি হীরার টুকরো ছিলো। যা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের চেয়েও মূল্যবান।

তওবার উসিলায়

এক যুবক ওলামায়ে কেরামের মজলিসে যাতায়াত করতো। কোন বয়ানে যখনই আল্লাহ তা'য়ালার সিফাতী নাম ইয়া সাত্তারু শুনতো, তখনই সেই যুবক দিওয়ানা হয়ে চিৎকার করে উঠতো। যুবকের এ আচরণ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বললো, এক সময় আমি মেয়েদের পোশাক পরে মেয়েদের মহলে যাতায়াত করতাম। একবার আমি এক বাদশার মেয়ের বিয়েতে গেলাম। ঘটনাক্রমে সেই অনুষ্ঠানে বাদশার মেয়ের গলার হার চুরি হয়। সঙ্গে সঙ্গে রাজ প্রহরী মহলের দরজা বন্ধ করে দিয়ে অনুষ্ঠানে আগত সকল মহিলার দেহ তল্লাশী শুরু করলো। আমি এ

অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। নিশ্চিত আজ আমি ধরা পড়ে যাবো। ভয়, লজ্জা আর অনুশোচনায় আমার গলা শুকিয়ে গেল। এখন কি হবে আমার? ধরা পড়লে ভয়ংকর শাস্তি নিশ্চিত।

একে একে সবার তল্লাশী শেষ হলো। আর একজনের পরই আমার পালা, এ সময় আমি কায়মনবাক্যে আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে আরজ করলাম, হে পরওয়ার দিগার! আমি এ কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধারের কোনো উপায় দেখছি না। কিন্তু তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে হেফাজত করতে পারো। আমি তওবা করছি, জীবনে আর কখনও নারীর বেশ ধরে চলবো না। তুমি আমাকে হেফাজত করো। আমি যখন মনে মনে এ দোয়া করছিলাম তখন আমার সামনের মেয়েটির দেহ তল্লাশী চলছিলো। এমন সময় রাজমহলে হৈ চৈ পড়ে গেল। অর্থাৎ আমার সামনের মেয়েটির কাছেই চুরি হওয়া হারটি পাওয়া গেছে। ফলে আর আমার দেহ তল্লাশী করা হলো না। এভাবেই মহান রাব্বুল আলামীন আমাকে হেফাজত করলেন।

এ ঘটনার পর থেকে যখনই আমি আল্লাহ তা'য়ালার ছিফাতী নাম ইয়া সাত্তারু (অপরাধ গোপনকারী) নাম শুনি, তখনই আমার নিজের সেই অপরাধের কথা এবং আল্লাহ তা'য়ালার ক্ষমার কথা স্মরণ হয়। ঐ সময় আমি আর নিজেকে কিছুতেই ঠিক রাখতে পারি না।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তওবা করার তৌফিক দাও। আমীন।

সমাপ্ত

আমাদের প্রকাশিত
কিছু বই

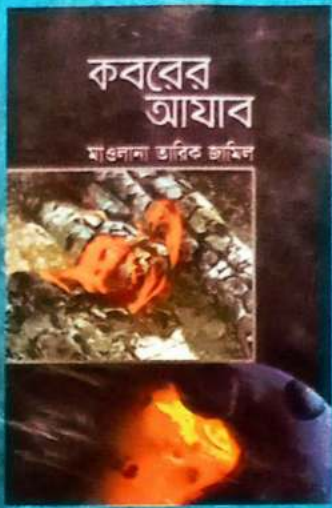

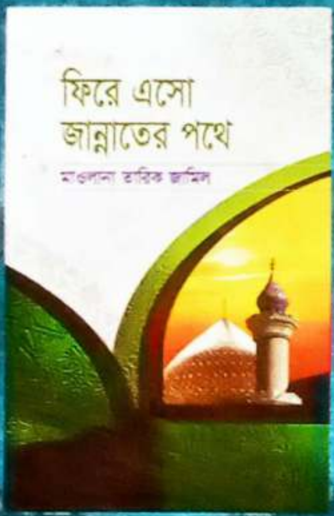

Design- boipolli- 01761605885

বিননূরী লাইব্রেরী

পাঠকবন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

তওবা সম্পর্কে হৃদয়ছোঁয়া বয়ান

আল্লাহর ভয়ে যে চোখ কাঁদে

মুবাল্লিগে ইসলাম

মাওলানা তারিক জামিল